মুর্শিদাবাদের কাব্য

ডাক্তার মীর আবুল হোসেন

১৩০৮

স্বর্গারোহণ কাব্য।

যমজ-ভগিনী কাব্য প্রণেতা

ডাক্তার

সৈয়দ আবুল হোসেন, এম, ডি, প্রণীত।

কলিকাতা, ৬৩ নং কলিঙ্গাবাজার ষ্ট্রীট হইতে

হাসেম কাসেম এবং কোম্পানী কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা

উইলিয়ম্‌স্‌ লেন, ৪ নং ভবনস্থ

দাস যন্ত্রে

শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৯০৬।

বিলাতী বাইণ্ডিং মুল্য ১।।০, ভি; পি ও ডাঃ মাঃ ৵০।
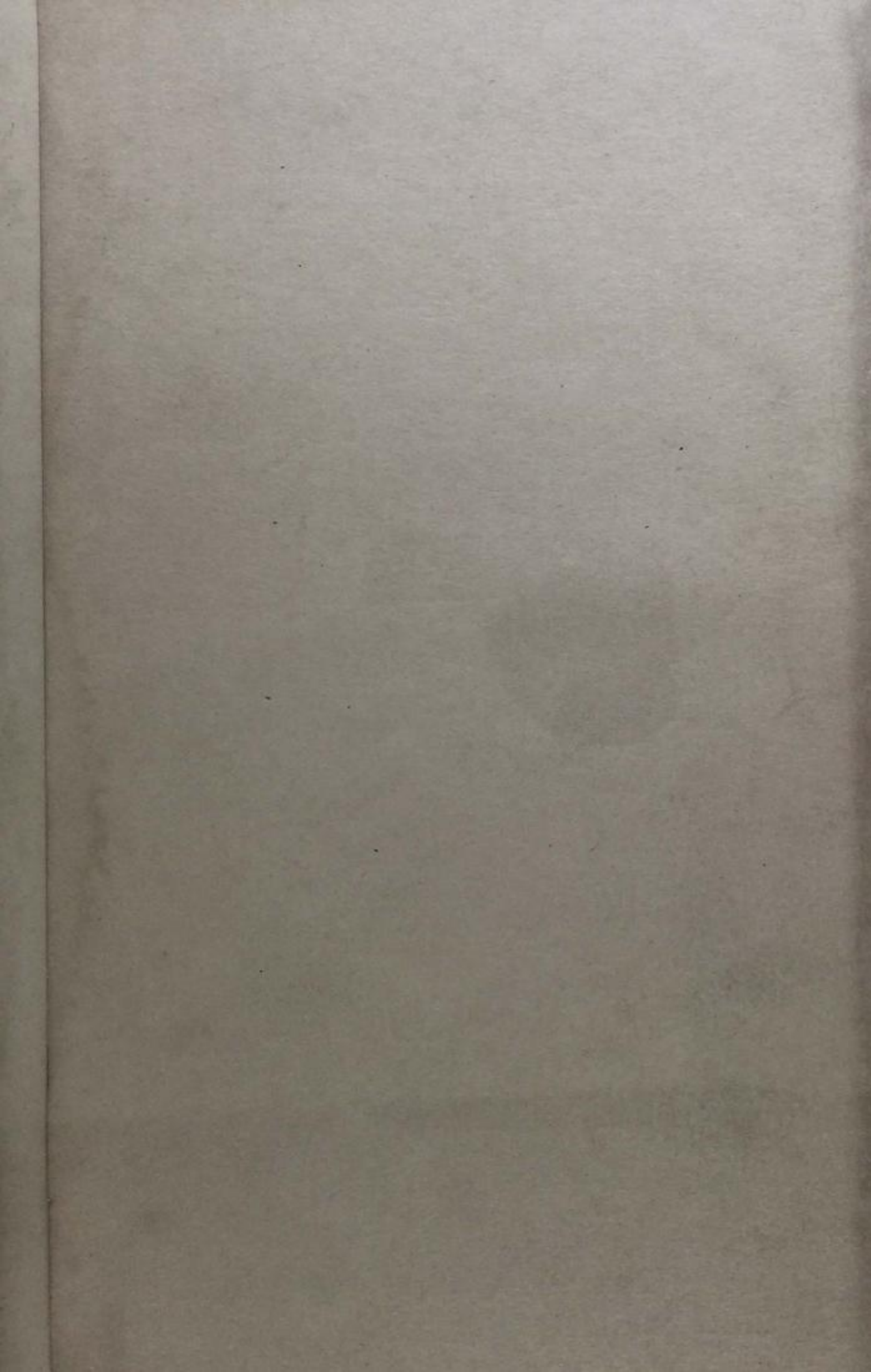
ভাই মোস্লেম।

জনম [illegible] কালী, ধ্যানে হরি, [illegible] জাগি অবিরত নিশা বিস্তর আয়াসে; এ ছন্দের [illegible] করিয়াছে কবি। যমজ-ভগিনী কাব্য হইলে প্রকাশ, সুহৃদ পাঠকবর্গ, ক্ষমা করি দোষ গুণ অতি কুতূহলি, সমাদর সে গ্রন্থের করিলা বিস্তর; লইলা হৃদয়ে তুলি, হিন্দু মুসলমান, সকলেই দেখাইলা কবিরে সম্মান। হুগলি শ্রীরামপুর, কলিকাতা আদি, নগরে নগরে, হইল সভার সৃষ্টি এ ছন্দ লইয়া। মূর্খ এই জ্ঞানহীন কবিরে সকলে, বসাইলা সম্মানের উচ্চ সিংহাসনে, গাহিলা যশের গান। হায় তার কৃতজ্ঞতা, নাহি জানে অভাজন স্বীকারে কেমনে।

কবিতা বিহনে, নাহি যবে আর কিছু সম্বল যাহার; কবিতা বিহনে তবে, কি ধন রাখিতে পদে পারিবে সেজন; স্বর্গ আরোহণ কাব্য বিরচি তাহাই, রাখিল চরণ তলে; দোষ গুণ পরিহার করি নিজ গুণে, যদি এ গ্রন্থের প্রতি, কৃপাদৃষ্টি সবাকার পড়ে শুভক্ষণে, কবির সফল শ্রম হইবে নিশ্চয়।

E. Talukdar.

গ্রন্থকার।

মোস্‌লেম পতাকা।

এই মহা গ্রন্থে, হজরৎ মহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) সময়, ও তদীয় খলিফাদিগের আমলে কিরূপে অর্দ্ধ ইউরোপ, অর্দ্ধ এসিয়া ও অর্দ্ধ আফ্রিকার খ্রীষ্টান ও নানা শ্রেণীর পৌত্তলিকদের সহিত মহা মহা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, সেই 'বেদিনদিগকে' দিন এসালামী কবুল করান হইয়াছিল ; কিরূপে সহস্র সহস্র গির্জ্জা ও 'বোৎখানা' ভাঙ্গিয়া তৎস্থলে মস্‌জেদ নির্ম্মিত হইয়াছিল ; কিরূপে অসভ্য খৃষ্টিয়ানদিগকে সভ্যতা শিক্ষা দেওয়া হইল ; কিরূপে মোসলমানেরা সমস্ত জগতের শিক্ষক বা আচার্য্য ও ধর্ম্ম গুরু হইয়া দাঁড়াইল, মুসলমানেরা স্বীয় ইউরোপ শাসন কালে ইউরোপীয়দিগকে কত সুখ সচ্ছন্দতার সহিত ও অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছিল ও খৃষ্টিয়ানেরা কিরূপ সন্তোষভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছিল, সেই সমুদায় অতীত ইতিহাসের উজ্জ্বল চিত্র এই মহাগ্রন্থে অঙ্কিত হইয়াছে!

যত ইতিহাস আছে এই ইতিহাস তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও, ইহা বঙ্গভাষায়, আংশিক ভিন্ন, আদ্যন্ত আজ পর্য্যন্ত লেখা হয় নাই। একেত ইহা মহা ব্যয়সঙ্কুল ব্যাপার, দ্বিতীয়তঃ ক্ষতিগ্রস্ত হইবার ভয়ে বোধ হয় এই মহা কার্য্যে কেহই হস্তক্ষেপ করিতে সাহস পান না। যাহা হউক এই বিরাট গ্রন্থ অতি সরল, সুন্দর ও সুমিষ্ট ভাষায় ডাঃ এস, এ, হোসেন, এম, ডি, সাহেব লিখিয়াছেন। আমরাও ছাপাইতে প্রস্তুত হইয়াছি। তবে কিনা অন্ততঃ ৫০০ গ্রাহক না পাইলে, ইহার কপি প্রেসে পাঠাইতে সাহসী নহি। আশা করি বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান মাত্রেই 'মোসলেম পতাকার' গ্রাহক হইতে কুণ্ঠিত হইবেন না। আমরা অগ্রিম টাকা চাহি না। আপনি গ্রাহক হইলেন, এরূপ একখানি সম্মতি সূচক পোষ্টকার্ড পাঠাইলেই হইবে। খণ্ডে খণ্ডে যেমন ছাপা হইবে, অমনি ভি, পিতে আপনাকে পাঠান হইবে। পুস্তকখানি স্বল্পাধিক এক হাজার পৃষ্ঠায় শেষ হইবে এবং মূল্য অনুমান ৬৲টাকা হইবে। প্রতি খণ্ডের মূল্য ১৲, ১৷৹ বা ২৲ টাকার অধিক হইবে না।

হাসেম কাসেম এবং কোং,

৬৩ নং কলিঙ্গা-বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বর্গারোহণ ।

কাব্য ।

প্রথম ভাগ ।

প্রথম সর্গ ।

ঐ যে আবাসগুলি, গিরি-চূড়াকারে শোভে সরসীর পাড়ে, সৈনিক-শিবির প্রায় সমর প্রাঙ্গণে ! বরাষাদী নগরীর, উত্তর সামান্ত উহা পাড়া গোয়ালার, ঘন জনাকীর্ণ স্থল। তাল, বেল, নারিকেল, জাম, জামরুল, ফলিছে বিবিধ তরু নানা ফল ফুলে, আগুলিছে চূড়াগুলি এখানে সেখানে। মধ্যদেশে সরোবর দীর্ঘ কলেবরা, প্রমোদ লহরী তুলি, অবিরত খেলিতেছে অনি-লের কোলে। অজ্ঞান-পণ্ডিত যত শাস্ত্রাজ্ঞ বিদ্বান, করে ঐ দেশে বাস ; কেহ কারে না সুধায় প্রত্যেকে পণ্ডিত।

'পেত্নীর আবাস ভুমি, ঐ বংশবন ;—এই বৃক্ষে করে ভূতে নিশায় উৎপাৎ ;—জটাময়ী কটাকেশী, ঐ সরসীর তীরে শুকায় চিকুর ; তার পাশে বেল বৃক্ষে, মাথাকাটা মহাবীর রহে আরোহিয়া।—ঐ শ্মশানের পাশে গভীর নিশায়, কোকাইয়া

গ্রন্থ পড়িবার নিয়ম।

(,) এইরূপ চিহ্নকে প্রথমচ্ছেদ বা পাদচ্ছেদ (comma) কহে এই চিহ্ন দেখিলে, অর্দ্ধ সেকেণ্ড কাল থামিয়া তবে পরবর্ত্তী কথা পাঠ করিবেন।

(;) এই চিহ্নের নাম দ্বিতীয়চ্ছেদ বা অর্দ্ধচ্ছেদ (semicolon)। এই চিহ্ন দেখিলে এক সেকেণ্ড কাল বিশ্রাম করিয়া তবে পরবর্ত্তী কথা পাঠ করিবেন।

(।) এই চিহ্নের নাম পূর্ণচ্ছেদ বা দাঁড়ি। এই চিহ্ন দেখিলে, কথার শেষ হইয়াছে বিবেচনায় গলা ছাড়িয়া দিবেন, এবং দুই সেকেণ্ড কাল বিশ্রাম লইয়া, তবে, পুনর্ব্বার নূতন গলায় পাঠারম্ভ করিবেন।

(?) এই চিহ্নকে প্রশ্নসূচক চিহ্ন কহে (note of interrogation) এই চিহ্ন দেখিলে, প্রশ্নসূচক স্বরে পাঠ করিবেন।

(!) এই চিহ্নকে বিস্ময়াদি সূচক চিহ্ন কহে (note of interjection) বিস্ময়, ভয়, হর্ষ বিষাদাদি মনের আবেগ প্রকাশ স্থল এবং সম্বোধন পদের শেষে এই চিহ্ন দেখিতে পাইবেন।

(—) এক কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ যেখানে অপর কথা ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই স্থলে এই ড্যাস (dash) চিহ্ন দেখিতে পাইবেন। অলমিতি।

স্বর্গারোহণ।

কাব্য।

প্রথম ভাগ।

প্রথম সর্গ।

ঐ যে আবাসগুলি, গিরি-চূড়াকারে শোভে সরসীর পাড়ে, সৈনিক-শিবির প্রায় সমর প্রাঙ্গণে! বরাষাদী নগরীর, উত্তর সীমান্ত উহা পাড়া গোয়ালার, ঘন জনাকীর্ণ স্থল। তাল, বেল, নারিকেল, জাম, জামরুল, ফলিছে বিবিধ তরু নানা ফল ফুলে, আগুলিছে চূড়াগুলি এখানে সেখানে। মধ্যদেশে সরোবর দীর্ঘ কলেবরা, প্রমোদ লহরী তুলি, অবিরত খেলিতেছে অনি-লের কোলে। অজ্ঞান-পণ্ডিত যত শাস্ত্রাজ্ঞ বিদ্বান, করে ঐ দেশে বাস; কেহ কারে না স্থধায় প্রত্যেকে পণ্ডিত।

'পেত্নীর আবাস ভুমি, ঐ বংশবন;—এই বৃক্ষে করে ভূতে নিশায় উৎপাৎ;—জটাময়ী কটাকেশী, ঐ সরসীর তীরে শুকায় চিকুর; তার পাশে বেল বৃক্ষে, মাথাকাটা মহাবীর রহে আরোহিয়া।—ঐ শ্মশানের পাশে গভীর নিশায়, কোকাইয়া

কাঁদে শিশু অদ্ভুত মায়ায়, পোয়াতী পাড়ায় ঘুম থামায় সকলে! —জ্বালায়ে আলোকাবলী গভীর আঁধারে, আরোহিয়া শিবিকায় আপনি মা কালী, খাঁড়া ধরে ঐ পথে করে যাতায়াত।—এই স্থলে ছিল আগে শিবের মন্দির;—সন্ধ্যার সময়ে, ঐ তালবৃক্ষ তলে যাইও না কেহ;—দ্বিতীয় প্রহরে আর, ঐ নেড়া বেলবৃক্ষে চড়িতে নিষেধ।' এইরূপ সংস্কার, নিতি আবিষ্কার তারা করে জনে জনে।

সেই সরসীর তীরে পশ্চিম পারশে, শোভে একখানি ঘর অতি মনোহর। খিড়কী কপাট তার, খুলিলে, জলের ঘাট দেখায় সম্মুখে। মৃত্তিকা প্রাচীরে ঘেরা, ভিতরে দু'খানি ঘর বিচালী-কুন্তলা। একটী শয়নাগার অন্য রান্নাশালা, দু'টিই দক্ষিণ-দ্বারী স্থাপিত উত্তরে। বাড়ীর পূরব-ভাগে সুন্দর গোয়াল, গো-বৎসের বাসস্থান। সুদীর্ঘ প্রাঙ্গণ খানি, জলাকার জমী, বিভাগিছে দুই ভাগে, সারি দিয়া দাঁড়াইয়া শ্রেণী মরায়ের; যে হেতু শয়ন-গৃহ, দাঁড়াইছে একধারে স্বতন্ত্র শোভায়। দক্ষিণে প্রাঙ্গণ পারে সদর দুয়ার, সেই দুয়ারের পাশে, মরায়ের আড়ে, দাঁড়ায় কদলী তরু মনোহর ঝাড়ে; যার গায়ে গায়ে, রহিয়াছে লেখা কত রেখা সিন্দূরের।

এই আবাসেতে বাস করে যেই গোপী, রোহিণী তাহার নাম। একটী বালিকা কোলে, দশম বর্ষীয়া, সে বালা সরলা অতি চাঁপালতা নাম। আর এক পুত্রবধূ রাখে সে রমণী, নামেতে তপনমণি অতি অভাগিনী।—চতুর্থ বৎসর আজি, পুত্র বলরাম, গিয়াছেন পরলোকে, সেই পুত্রবধূ এই অভাগী তপন। রূপে নিরুপম সতী চন্দ্রমা বরণী। এই ত বিধবা বধূ আর

কন্যাটীরে, বিধবা রোহিণী লয়ে রহে সে আবাসে। অপ্রিয় ভাষিণী বামা চির-কলহিনী, এ দু'টিরে লয়ে কাল কাটায় বিবাদে। আত্মীয় স্বজন কিম্বা পাড়া-প্রতিবাসী, কাহার সহিত প্রীতি নাহি সে বামার।

ধবল গোধূলি লয়ে পোহাইল নিশা, হাসিল সুন্দর হাসি বরাষাদী গ্রাম। বহিল শীতল বায়ু বসন্ত পবন, ডাকিল কোকিল কুল; শাখায় শাখায় পাখী করিল চীৎকার। জাগিল গোপিকাগণ, বাহিরিল কলরবে সবে সুহাসিনী। বাটীতে ভরিয়া ছাই, থালা ঘটী করে, কেহ চলিয়াছে ঘাটে; দশনে দাঁতন ঘষি কোন বা রূপসী, গজেন্দ্র গমনে যায় সরসীর পানে; কেহ বা শুচিতে তনু, ঘষিতে ঘষিতে তেল চলিয়াছে পথে।

কটিতে আঁটিয়া শাটী, আবাসে আপন, বীরভুজে শতমুখী ধরি নতমুখে, রোহিণী প্রাঙ্গণ খানি করে পরিষ্কার। স্বন স্বন শব্দ তার মিশিছে বাতাসে। এইরূপে কতক্ষণ করি পরিশ্রম, সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি ক্ষণ দাঁড়াইয়া; কটিতে রাখিল কর; পূরব গগন পানে চাহি নিরখিল। এ হেন সময়ে, আকাশ-সম্ভবা এক বাণী সুমধুর, পশিল করণে তার। অমনি উহনী রাখি, অৰ্দ্ধ অন্ধকারে বামা চাহিল চমকি। আবার আইল শব্দ। "কদলী তলায় তুমি আসিও তপন।"

নিঃশব্দে উহনী রাখি, আইল রোহিণী চলি কদলী তলায়। সেই তরু শিরঃ হতে অমনি খসিল, সুন্দর পত্রিকা এক, পড়িল ভূতলে। কুড়ায়ে লইল লিপি, না জানে পড়িতে, তথাপি দেখিল খুলি। কতক্ষণ নিরীক্ষণ করি পত্র পানে, প্রকাশিল ভাবে যেন, পড়িল কতক তার নারিল কতক। কহিতে লাগিল

মনে অসন্তোষ অতি। "এই হেতু এত পূজা কদলী তরুর!—ভাল এ কথার তত্ত্বে রহিলাম আমি!—দেখিব এ চোর ধরা না পড়ে কেমন!" এই বলি সেই লিপি বাঁধিল অঁাচলে। হিজি বিজি কত কথা বকিয়া বকিয়া, চলিল জলের ঘাটে।

ঘাটেতে করিছে ঠাট নারী কতিপয়; তার মাঝে একজনে, ইশারায় এক পাশে আনিল রোহিণী। খুলি সেই লিপি খানি, সর্ব্বাংশ চাপিয়া, কেবল একটী কথা দেখাইল তারে। "কহ বোন্ এ কথাটী কি লেখা এখানে?"

করি পাঠ সুহাসিনী কহিল হাসিয়া। " 'স্বর্গ আরোহণ।' শব্দ লেখা ত দেখিছি।" 'তাই বটে' বলি বামা, আবার সে লিপি খানি বাঁধিল অঁাচলে। অনন্তর পুনরপি পশিয়া আবাসে খুলিল গোয়াল ঘর, বাঁধিল খেঁাড়েতে আনি গো-বৎস সকলে; ঝুড়ীতে গোবর ভরি, আরম্ভিল বসাইতে প্রাচীরে করীষ।

আইল সুচারু দিবা, উদিল তপন, পুলকিল সে আলোকে, হাসিল বসুধা। শয়ন-মন্দির হতে আইল বাহিরে, দুঃখিনী বিধবা বধূ রূপে আলোকিয়া। বরষা-সরসী-সমা পঞ্চদশী সতী, পূরিত পীযূষ রসে। যৌবন কুসুম, বসন্ত বাতাসে যেন দুলিছে হিল্লোলে।—আবালে হারায়ে সতী পূজনীয় পতি, সতত বিরস মুখী। সংসারের মুখ পানে, আহা সে অবলা, নির্ব্বাক বদনে সদা রহিছে চাহিয়া!

একে ত স্বামীর শোকে জর জর তনু, তা'পরে শাশুড়ী, সতত বিবাদ সাধে বধূর সহিত। সময়ে সময়ে, অশনি নিনাদে ফাটি পড়ে তার প্রাণে।—অবলা সরলা বালা বিধবা তপন, ক্রন্দন সম্বল তার সদা সর্ব্বক্ষণ। চাঁদপুরে করে বাস দুঃখিনী জননী,

অতি কাঙ্গালিনী তিনি অন্নহীনা বামা। অনাহারে, একাহারে, কভু অর্দ্ধাহারে, আহা সে দুঃখিনী কাল কাটায় তথায়; বিধবা মেয়েরে, দিনেকের তরে নাহি পারে সে পালিতে। যে হেতু বিধবা বধূ অভাগী তপন, জলমগ্ন তরণীর খালাসীর মত, অনন্ত সাগর মাঝে দাঁড়াইছে দ্বীপে। আহা সে সরমা, যে দিকে ফিরায় আঁখি, সেই দিকে হেরে বারি, শোকের লহরী তুলি করিছে চীৎকার। চাহিলে আকাশ পানে, অমনি অশনি খসি পড়ে হৃদিদেশে; বরষিতে থাকে শিলা ঘোর হুহুঙ্কারে।

প্রভাতে শয়ন ত্যাগ করি লজ্জাবতী, সারিলা ঘাটের কাজ; কলসী কলসী জল তুলিলা তা'পরে। তবে অবশেষ, রন্ধন্-শালায় পশি জ্বালাইল চুলা; অন্নাদি ব্যঞ্জন পাক করি একে একে, শেষিলা সকল কাজ। তবে অঙ্গে মাখি তেল, পশি সরোবরে স্নান করিলা রূপসী, পরিলা নূতন বেশ; সিন্দূরের কৌটা করে, আইলা কদলীতলে পূজিতে সে তরু। নীরব নির্জ্জনে বসি, স্বর্গীয় স্বামীরে সতী করিয়া স্মরণ, ভক্তি ভাবে মুক্তামুখী নমিলা তথায়। ঘোর যৌবনের ভরে তা'পরে তপন, আলিঙ্গি সে তরুবরে লাগিলা কাঁদিতে।—'চির শোকাকুলা দাসী, বিশ্ব-কারা-বাসে, আর কত দিন প্রভু ভোগিবে যাতনা?—লহ তুলি অভাগীরে, চরণের তলে স্থান দেহ দয়া করি।—এস হৃদিরাজ, দাসীরে লইয়া কর স্বর্গ আরোহণ!'

এ রূপে বিধবা বধূ, নির্জ্জনে মনের দুঃখে করিছে ক্রন্দন, ভাসাইছে বক্ষদেশ নয়ন-আসারে। এদিকে শাশুড়ী, বিরলে দাঁড়ায়ে সব করিছে শ্রবণ, কহিছে আপন মনে অনল-মুখিনী। "স্বর্গের পিপাসা তোর পূরিবে এবার।"

দশম বর্ষীয়া চাঁপা অবলা বালিকা, আইল বেড়ায়ে পাড়া, স্নানাহার কালে। হাসিতে হাসিতে আসি কদলী তলায়, বসিলেন সুহাসিনী তপনের পাশে ; জিজ্ঞাসিল বধূটীর গলাটী ধরিয়া। "তর্কিছে সরসী তীরে, পাড়ার যুবতী যত, একটী অদ্ভুত কথা করি উত্থাপন। সে কথার অর্থ কিবা, জিজ্ঞাসিতে আসিয়াছি তোমার সমীপে।"

বিরস বদনা বামা সুধীর নয়না, দুঃখিনী তপনমণি, চাহি ননদিনী-পানে জিজ্ঞাসিল ধীরে। "কি কথার আন্দোলন করিছে তাহারা ? তুমিহ কেন না যোগ নাহি দিলে তায় ?"

কহিল সহাস চাঁপা মধু সম্ভাষণে। "দিব তাই জিজ্ঞাসিতে, আসিয়াছি অর্থ তার তোমার নিকটে।"

কহিল তপন। "কি তোমার প্রশ্ন ভাই কহ আমি শুনি, পারি ত উত্তর দিব কহিব বুঝায়ে ?"

জিজ্ঞাসিল চাঁপালতা সুচারু হাসিনী। " 'কি ধন সংসার সুখ ?' এই কথা বিবরিয়া কহ না আমায় ?—শিখিয়া তোমার ঠাঁই, এখনি যাইয়া ঘাটে পরাজিব সবে।"

বারুদ-ভবনে আহা পশিলে অনল, যে দশা সে আবাসের ; সেই দশা তপনের হইল তখনি।—'কি ধন সংসার সুখ ?' বিধবার তরে এ কি প্রশ্ন সাধারণ ?—কান্দিয়া উঠিল প্রাণ তথাপি সুন্দরী, নিবারি নয়ন-বারি করিলা উত্তর। "এ পোড়া জগতে জন্মি, কি সুখ ভুঞ্জিনু ভাই আমি অভাগিনী, করিব প্রশ্নের তব কেমনে উত্তর ?" এই বলি ত্যজিলেন শীতল নিশ্বাস।

অবাক হইয়া চাঁপা চাহি কতক্ষণ, জিজ্ঞাসিল ধীর স্বরে। "কি তুমি অসুখে ভাই আছ এ আবাসে ?"

কহিল তপনমণি মলিন বদনে। "সংসারের সুখ ভাই! কি আমি পাইনু?—জীবনে হইব সুখী কার মুখ দেখে?"

বিরস বদনে চাঁপা কহিল অমনি। "সত্যই সংসার-সুখ না হেরি তোমার!—রুষ্টমুখী মা আমার, যেই মহা কষ্টে আহা, রাখিছে তোমায়;—মিষ্টমুখী তুমি তাই, খাইয়া সে হেন তিক্ত, তিক্ত নাহি হও!—তোমার ধৈরযে ধন্য দিই শত বার!"

কহিল তপনমণি সুধা বরিষণে। "মায়েরে কি হেতু তুমি দোষিছ রূপসি!—সুমন্দ ভাগিনী আমি চির অভাগিনী, বিধাতা বিমুখ হয়ে, সংসারের সুখ মোর লইল কাড়িয়া, দিল ডুবাইয়া তরী, ভাসাইল জলে।—অদৃষ্টের লেখা ভাই তাই কষ্ট পাই। শাশুড়ী মায়ের মত, পূজনীয় সদা, তাঁহার কথায় ব্যথা আছে কি পাইতে?"

সুকোমল দু'নয়নে চাহি চাঁপালতা, কহিল তপনে হাসি। "শিরে রাখি কর কিরে পারি ত করিতে, কিছু না বুঝিনু আমি কি তুমি কহিলে।"

কহিল তপনমণি সুধীর বচনে। "অবলা বালিকা তুমি, কলিকা আকারা, অফুটন্ত বন-ফুল। অলি যে কি ধন, এ বয়সে কহ ভাই বুঝিবে কেমনে?"

জিজ্ঞাসিল চাঁপালতা। "কেন না বিবরি তবে কহিছ সে সব, অলি সহ কলিকার সম্পর্ক কিসের?"

কহিল তপন। "অলিরে সুন্দরী কলি, প্রাণে প্রাণে ভাল-বাসে, অন্তরে অন্তরে। না পাইলে সে পতিরে, ফুলের সংসারে সুখ থাকে না কোনই। তেমনি নারীর দশা, আপন অলির তরে ব্যাকুলা সদাই।"

কহিল অমনি চাঁপা। “তাই কেন নাহি কহ, আপন অলির তরে তুমিহ ব্যাকুল।”

কহিল তপন। “তবে আর এতক্ষণ কি তুমি বুঝিছ।”

জিজ্ঞাসিল চাঁপালতা। “কে তোমার অলি ভাই কহ না খুলিয়া? কার ভালবাসা বিনা, সতত বিরস তুমি কাতরা এরূপ? —আমি ত তোমায়, প্রাণের সমান দেখ কত ভালবাসি, আমারে কি অলি তুমি না চাহ বলিতে?”

কহিল তপন মণি হাসি মুচকিয়া। “তুমি যা আমায় বাস, আমি যা তোমায়, এ সকল ভালবাসা, সে ভালবাসার কাছে তুচ্ছ অতিশয়। সে প্রেম স্বর্গের প্রেম, তার মধু অন্যরূপ, স্বাদ অপরূপ।”

সুবাস-বিহীনা কলি চাঁপালতা সতী, জিজ্ঞাসিল সবিস্ময়ে। —“কি ধন সংসার সুখ?’ এই কথা জিজ্ঞাসিতে আইনু এখানে। তুমি কিনা সুহাসিনী, উত্তরে তাহার, স্বরগের প্রেমপুঞ্জ বসিলে বর্ণিতে।”

কহিল তপনমণি স্বপনে হাসিয়া। “সংসারেই সৃষ্টি সেই পবিত্র প্রেমের। তার পর সেই প্রেম, যে নারী রাখিতে পারে পবিত্র ধরণে! সেই পতি-পরায়ণা, পায় সেই প্রেম পুনঃ আরোহি স্বরগে।—আর যে রাখিতে নারে, সে নারী নরকানলে জ্বলে পরলোকে।” এই বলি মুখ পানে চাহিল চাঁপার।

কহিল অমনি চাঁপা। “কাহারে পাইলে তুমি, কাহারে বা বিধি তব লইল কাড়িয়া; সে কথা খুলিয়া কেন না বল সুন্দরি?”

কহিল তপনমণি মধু সম্ভাষণে। “তোমারি ত সহোদর আছিলেন তিনি।—হরিতে তাঁহারে বিধি, নিরবধি শিলাবৃষ্টি

চলিছে পরাণে। এই শিলাবৃষ্টি খেয়ে, এই জ্বালা সয়ে, পবিত্র থাকিতে যদি পারি এ সংসারে। সে দশায়, সুরদেশে, সেই প্রেম তার, আবার লভিব আমি।—অফুরন্ত প্রেম তথা অনন্ত যৌবন ; ফুটে ফুল কুঞ্জবনে অনন্ত সৌরভে।”

শুনি জিজ্ঞাসিল চাঁপা সন্দিহান প্রাণে।—“দাদার(ই) লাগিয়া যেন, এরূপে কাঁদিয়া কাদা করিছ ধরণী !—তাহার(ই) অভাবে যেন, এ সংসার বিষময় হেরিছ আপনি ?”—

কহিলা তপন মণি মলিন বদনে। “তবে আর কার তরে, এইরূপে অবিরত ফেলিছি নিশ্বাস, কাঁদিছি বিরলে বসি ?”

কহিল আবার চাঁপা সংশয় মানিয়া। “বিস্তর বুঝেছি আমি।—হেরি সর্প নাহি কেহ আতঙ্কিল তত, না ভিতিল হেরি বাঘ ; তুমি যত ভয় ভাই খাইতে দাদার। মরিয়াছে তিনি, বহিয়াছে প্রাণে তব শীতল বাতাস, হৃদয় হইতে বোঝা গিয়াছে খসিয়া। তা' নাহি কহিয়া তুমি কহিছ কি কথা।—রোষিওনা শশিমুখি, দোষিছিনা তোমা ! আমিহ সহিতে নারি গঞ্জনা কাহার, অথবা দাসীত্বে মন বাঁধিতে সে পদে।—যেহেতু এ কথা তব, পরাণে আমার পশি নাহি কথা কয়।”

কহিল তপন মণি সরলা সুন্দরী। “সত্য খাইতাম ভয় ! ছিনু যে তখন, তোমারি মতন আমি মুদিত কুসুম।—এই না কহিনু তোমা, না চিনে অলিরে কলি মুদিত দশায় ! এখন চিনেছি যাই, তাই তাঁরে স্মরি, মরিছি প্রতিষ্ঠা করি তরু কদলীর।—এই তরু সেই স্বামী নয়নে আমার।”

শুনিয়া কহিল চাঁপা বিকচ লোচনে। “তবে যেন কহিতেছ, —পতি বিনা নাহি গতি অবলা জনের। কিন্তু ভাই কহি তবে,

পতিতে আমার মতি নাহি কোন কালে। অপর পুরুষ তিনি, তাঁর বাঁদীপনা কহ করিব কেমনে, সহিব কঠিন কীল?"

কহিল তপন মণি হাসি মুচকিয়া। "এখন এমন তুমি বলিছ সুন্দরি! কিন্তু লো তখন, পুষ্প-বরিষণ সুধা পাইবে সে কীলে, আরোহিবে সুরদেশে সে বাঁদীপনায়।—যে দিন সে সুধা মুখে না হেরিবে হাসি, ত্রিভুবন শূন্য তুমি দেখিবে সে দিন।—আর যদি ভাগ্য দোষে সেই রসরাজ, বিমুখেন মুখ তাঁর! সে দিন ললাটে বাজ ফাটিবে নিশ্চয়, ত্রিসংসার অন্ধকার হেরিবে নয়নে। আর যদি পতিনিন্দা কর তুমি সতি! পথের ভিখারী তায় হইবে নিশ্চয়, মরিবে কুড়ায়ে পাত ইতর জাতির।"

এইরূপ কত কথা, কহিছে বিধবা বধূ ননদীর সাথে। এ দিকে শাশুড়ী, গুড়ি দিয়া কথাগুলি করিছে শ্রবণ। কি শুনিল কি বুঝিল, বিজলী গতিতে আসি অশনি নিনাদে, অভাগী বধূর পরে পড়িল ফাটিয়া। ঝড়াকারে গালি দিয়া লাগিল কহিতে। "বল ত তপন তুই কি বলিলি শুনি!—চাঁপার ললাটে, কেন লা ফাটিবে বাজ? ভিখারিণী হবে চাঁপা, কুড়াবে উৎসৃষ্ট পাত ইতর জাতির?—শাশুড়ীর গুণে তাই, নহিলে অভাগি, তোরেই হাড়ির হাঁড়ী হইত নাড়িতে!—কি ধন রাখে লা তোর দুঃখিনী জননী! এত অহঙ্কার তুই দেখাস্ আমায়?—ঐ যে বলিছে সঙে—

উড়াব পোড়াব তোর খাব নাড়ী ছিঁড়ে,
কড়ে রাঁড়ী, আমি কি রে কথা কব ছেড়ে!
নয়নের ঠারে মোর নাচে কত ছোঁড়া,
পাঁদাড়ে আসিয়া কাসে দেয় গলা ঝাড়া।
গিয়েছি গোল্লায় সাথে নিয়েছি এ পাড়া,
আর কে যাইবি আয় খাবি কচু পোড়া।

তোরও দশা সেই দশা দেখি ত নয়নে, গোল্লায় চলিলি নিজে, কচি মেয়েটারে মোর করিলি সঙ্গিনী।”

উত্তরিল চাঁপালতা, মায়েরে স্মরিয়া। “কি তুমি বুঝিলে, এলে পাতিতে বিবাদ ? সোনামুখী বধু তব চির গুণবতী, কোন ত অন্যায় কথা না কহিল মোরে! এ কেমন মিথ্যাদ্বন্দ্ব, দাও অপবাদ ?” এই বলি খরচোখে রহিল চাহিয়া।

রক্তিম নয়নে চাহি রোহিণী জননী, কহিল চাঁপার প্রতি। “এই যে উত্তম শিক্ষা দিয়েছে লো তোরে! মায়ের বিপক্ষ তুই সাপেক্ষ বধূর।—এই যে গোল্লায় তোরে বেশ ঠেলিয়াছে।” এই বলি দাঁড়াইল অবাক নয়নে।

হেরি বিপরীত জ্ঞান, মায়ের উপর মেয়ে জ্বলিল বিষম। “এই যে বধূটী তুমি পেয়েছ জননি, পেয়েছ কহিনু এঁরে, পূর্ব্ব পুরুষের তব কোন তপফলে!—কিন্তু তুমি অভাগিনী, এ হেন অমূল্য ধনে নারিলে চিনিতে।—চির কলহিনী তুমি, অবলার কলেবর খাও পোড়াইয়া।—এত ত রমণী বাস করিছে পাড়ায়, কে তোমায় বলে ভাল ?—তোমার চরিত্রে, ইচ্ছা হয় মাগো আমি মরি এইক্ষণে।”

জননী জ্বলিয়া ঝাঁমা ঝিয়ের কথায়, কহিল গরল মুখী। “কোন্ পোড়া-কপালীর জ্বলন্ত কপালে, ফাটাইনু কালী হাঁড়ী ? কার কাঁধে নামাইনু, উত্তপ্ত ভাতের হাঁড়ী গড়াইনু ফেন ? কার বুকে যাঁতা পাতি ভাঙিনু কলাই ? কে পারে নিন্দিতে মন্দ কহিতে আমারে ?—আছে বটে গোটা কত বেটী এ পাড়ায়, নাহি ছাড়ে কামড়িতে পাইলে সুযোগ।”

চপলা নয়না চাঁপা কহিল অমনি। “এ কোন্ কুক্কুর ক্ষিপ্ত

কামড়িল তোরে! পাড়া প্রতিবাসী কুলে, গালাগালি কেন?—তারা কি করিল তোর?”

কহিল জননী শুনি জ্বলন্ত মুখিনী। “জানি আমি, পোড়া-মুখী পাড়ার যতেক, করেছে তো’দেরে হাত!—নহে কেন তোর প্রাণে বাজিবে এ গালি। ঐ যে সঙেতে বলে—

তুই দেখাবি, গোল্লা মোরে—তোরে ভুল্‌তে পারি?
তোর মত মোর প্রেমসাগরে আর কি আছে তরী?

এইরূপ মায়ে ঝিয়ে চলিল বিষম; ছুটিল পবনে শব্দ; পাড়ার প্রত্যেক কাণে উঠিল চৌদিকে। প্রতিবাসীকুল যত, জানিতে কারণ, একে একে যুদ্ধস্থলে আসি দেখা দিল। আইল পাঁচুর মাতা, ঝটিকামুখিনী বামা জানে পাঁচ কথা; ঝগড়ায় ঝড়াকার, পাঁচালী খুলিতে পারে প্রত্যেক কথায়; হারিলে, কাঁদিয়া হাট পারে সে করিতে। কহিল কর্কশমুখী পশিয়া আবাসে। “কথায় কথায় মা গো! এমন করিয়া ধান ভানিলে মাথায়, কেমনে ছুঁড়ীটা ঘরে পারিবে টিকিতে?”

কহিল রোহিণী শুনি জ্বলি রোষানলে। “তাই বুঝি তাড়া-তাড়ি, আইলি বাড়ীতে চাল কাঁড়িয়া তুলিতে?—নে’যানা ধরিয়া হাত! দু’হাত তফাৎ গিয়া, খুলিলে দোকান, সরু চাউলের ভাত খাইবি দু’হাতে!”

সরল স্বভাবা চাঁপা, হেরি প্রতিবাসী সবা, কহিল বিনয়ে। “বুঝাইয়া মায়ে মোর কহ গো তোমরা, বিধবা বধূর প্রতি অন্যায় গঞ্জনা, করিছে জননী মোর পাতিছে বিবাদ।”

সরল অন্তরে চাহি প্রতিবাসী যত, কহিল চাঁপারে চুমি। “কি মা, মোরা বুঝাইব মায়েরে তোমার!—মিটাইতে গোল,

পাড়া-প্রতিবাসী কি গা আসে না বাড়ীতে?—এসেছি তেমনি মোরা!—দেখ তায় মা তোমার দিতেছে কি দোষ!—এতে বল কোন্ কথা কহিব আমরা?"

স্মরি প্রতিবাসী সবা, কহিল নাসিকা তুলি জননী চাঁপার। "মাগো, মাগীগুলা যেন নাকে দুধ খায়।—যতই ন্যাকামি কর! চাঁপার মায়ের কাছে, চলিবে না কোনরূপ চালাকী তোদের!"

কহিল সকলে চাহি অবাক নয়নে। "কি মোরা চালাকী শুনি করিনু এখানে?—এ কোন্ জ্বালার কথা বলে মা এ মাগী!"

ব্যঙ্গস্বরে নানা ভঙ্গে কহিল রোহিণী। "তারামুখী কচি-মেয়ে পাইলে পরের, বেয়াইতে কাঁচা-ধন পারে লো সকলে!"

চাঁপার মায়ের যত এরূপ কথায়, হইল বিরসমুখী প্রতিবাসী-কুল। "কাজ নাই মাগো মোরা থাকিয়া এখানে!" এই বলি গমনেচ্ছা করিলা সকলে।

কহিল পাঁচুর মাতা যাইবার কালে। "পাড়া প্রতিবাসী যদি কহিবে না কথা, চলিল তাহারা তবে।—বধুটার নাড়ী ধরে, খা তুই শকুনী মাগী, খা তুই ছিঁড়িয়া!—হা পোড়ামুখীরে, পায় না দেখিতে যম,—পোড়ে না কপাল খানা জ্বলন্ত অনলে!"

কহিল রোহিণী শুনি ঝটিকা-মুখিনী। "চৌদ্দপুরুষের তোর পুড়ুক কপাল,—সবারে লইয়া সাথে যা তুই গোল্লায়,—পথে পথে পরঃপাত বেড়া কুড়াইয়া,—ফুটুক সরিষাপুষ্প ভিটায় তোদের,—খা তুই চোখের মাথা!—দেখ ত পাড়ার গতি, মেয়ে বউ নিয়ে ঘর দেবে না করিতে?"

ফিরিল পাঁচুর মাতা, দাঁড়াইল ফণা তুলি পাঁচালী খুলিয়া। বাধিল দু'দলে যুদ্ধ, চলিল তুমুল। সাত জন্মে কে কোথায়, কি

দোষ করিল, চলিল কিরূপ চালে ; মায় অলঙ্কার, সে সবের একে একে হইল বর্ণিত। নাচিল রোহিণী, তেলে বেগুণে জ্বলিল, করিল অঙ্গুলী-বৃদ্ধ কত প্রদর্শন ; নাচাইল বামপদ, ভ্রুভঙ্গি, বদন ভঙ্গি, দেখাইল কত রঙ্গে পাঁচুর মায়েরে।

উত্তরে পাঁচুর-মাতা ; মুখনাড়া, দাঁতঝাড়া, কড়াকড়া কথা, রোহিণী-উপরে ঝড়ে লাগিল ছাড়িতে। জোড়েতাড়ে মিলাইয়া, বলিল কতই ছড়া চড়া চড়া স্বরে, বরষিল কত থুথু তুষার বর্ষণে। চলিল দু'জনে, বারুদ-মুখিনী যেন ছুঁচোবাজী খেলা। নাচিতে লাগিল, প্রত্যেক চিবুক-অগ্রে কর প্রত্যেকের, গড়াইল মুখে মুখে ফেন সাবানের।

কতক্ষণ এইরূপ যুঝি দুইজনে, হারিল পাঁচুর মাতা, কহিল কাঁদিয়া। "পাইয়া আপন কোটে, যা বটে আইল মুখে শোনাইলি তুই ! বিচার ইহার, করিবে বিচারপতি আপনি ঈশ্বর।—রবেনা গৌরব তোর, অচিরে নরকবাসী হইবি দেখিস্ !" এই বলি মড়মড়ি ভাঙ্গিল আঙ্গুল।

নির্দ্দেশি মুখের ফেন পাঁচুর মায়ের, কহিল গরলমুখী রোহিণী কর্কশী। "গড়ায়ে পড়িছে ভূমে, নিকায়ে মুখের ফেন কি ক'বি তা' ক'।—না যদি পারিস্ লাজে, লজ্জাবতী তুই ! বল তবে ধরি এক, তোরই ও মুখের মত মলসা সুন্দর !— দেখিলে মাগীর মুখ, উদ্গার আমার আমি নারি সামলিতে।"

নাচিল পাঁচুর মাতা, আবার যুঝিতে বামা বাঁধিল কোমর। তা দেখি অপরা এক সরলা সুন্দরী, পাঁচুর মায়ের কর ধরিয়া কহিল। "কি কাজ তোমার দ্বন্দ্ব করি ওর সাথে ! দেখিছ না মাগীটারে, কেহ না আঁটিতে পারে বরাষাদী গ্রামে। যাও চলি,

এই স্থল কর পরিত্যাগ !” এইরূপে বুঝাইয়া, পাঁচুর মায়েরে তিনি করিল বিদায়। থামিল তুমুল ঝড়।

অমনি সুষমা চাঁপা, চাপিয়া মায়ের কর লাগিলা কহিতে। “তুমিহ এস্থল ত্যাগ কর কথা শুন, এস জল দেবে মুখে !” এই বলি বীরবলে, মায়েরে ধরিয়া সতী করিল অন্তর।

নিস্তব্ধ তপনমণি ছিল এতক্ষণ, তর্জ্জন গর্জ্জন, শাশুড়ী যা কিছু তারে করিল এরূপে, সকলি লইল সহি' মুদিত অধরে। শাশুড়ী চলিয়া গেলে ; বিরস বদনে, প্রতিবাসী পানে চাহি কহিল মলিনা। “কেন মা তোমরা, এ বাড়ীতে এস কথা শুনিতে এতেক ? যা কিছু লেখায়ে মাগো এসেছি কপালে, তোমরা সে লেখাগুলি,—কহ সে ভীষণ লেখা—তুলিবে কেমনে ? যাওমা তোমরা মনে করিও না কিছু !”

কোকিলার কুহুস্বরে বিরহিণী যথা, কাঁদি প্রতিবাসীকুল, তপনের মুখ চুমি লাগিলা কহিতে। “কেন বাছা আসি আর ! তোর(ই) এ দশায় মরি আসি মা কাঁদিতে ! কর্মক কপালে তোর, এতই ভীষণ কথা লিখে দেছে বিধি !” এই বলি গলা ধরি কাঁদিল সকলে। তপন(ও) আপন চোখ চাপিল আঁচলে।

কাঁদি কতক্ষণ তবে কহিল তপন। “যাও মা তোমরা ! কেন দয়া দেখাইয়া, জ্বালিবে কপালে মোর দ্বিগুণ আগুন !”

দয়ার ভারেতে ভরি কহিল সকলে। “যাইব যাইব মা গো ! তুমিহ এস না কেন আমাদের সাথে ? আহারাদি করি তথা, আবার আসিবে ফিরি আবাসে আপন !”

শাশুড়ী, মরাই-আড়ে দাঁড়ায়ে নীরবে, কি শুনিল, বিষমুখে কহিল তপনে। “যা না লো ওঁদের সাথে, জ্বালা নিবারিবি,

ভাত, পাইবি ভাতার!" এই বলি মৃতপুত্র বলরামে স্মরি, লাগিলা কাঁদিতে বামা ঘোর হুহুস্বরে। "হায় পুত্র বলরাম! তোরে না হারাই, পোড়া চোখে এই সব না হয় দেখিতে! —তোরেই বা কি বলিব, রাখিয়া এমন পত্নী সরস-দশায়, কোন্ চোখে নিদ্রা তুই যাস্ সুরপুরে?"

শাশুড়ীর সে কথায়, কেহ না পাতিল কাণ ব্যথা না পাইল। কহিল তপনে স্মরি। "শাশুড়ীর কোন কথা করিও না কাণে! ঐ দেখ মায়ে ঝিয়ে করিয়া আহার, হইল বাহির দোঁহে, কেহই তোমার মুখ নাহি তাকাইল।—এস তুমি বিধুমুখি, কেন অনাহারা পড়ে থাকিবে এখানে?"

কহিল তপনমণি কাঁদি সকাতরে। "হতাশ নিশ্বাস খেয়ে, আঁখি-জল পিয়ে, কাটাইব মা আমার কষ্টের জীবন; আইলে রজনী, থাকিব পড়িয়া এই কদলী তলায়। তথাপি মা স্থানান্তর নারিব হইতে।—যাও মা তোমরা ফিরি মাথা খাও মোর!"

জিজ্ঞাসিল প্রতিবাসী করুণ নিক্কণে। "কেন মা যাবি না তুই, প্রতিবাসী মোরা! যাইতে, খাইতে, পড়সীর বাড়ী লাজ করিবি কিসের? কেন বাছা প্রাণ তোর দিবি অনাহারে?"

কহিল তপনমণি সজল নয়নে। "দুঃখিনীর মেয়ে আমি, জোঁকের পরাণ মাগো ধরি হৃদিতলে! অনাহারে, পরহারে নহি মরিবার!—ফাটুক অশনি প্রাণে, টুটুক আকাশ, তথাপি এখানে মোরে হইবে থাকিতে।—মা গো আমি ভয় পাই যাইতে কোথায়!"

শীতল নিশ্বাস ফেলি কহিল সকলে। "এমনি শাশুড়ী যে গো—জীয়ন্ত জল্লাদ বিধি দেছে দয়া করি।"

কহিল তপনমণি সুধামাখা মুখে। "শাশুড়ীর ভয় আমি নাহি বাখানিনু।—শাশুড়ী মায়ের মত, বলিবে আবার কোলে তুলিবে তখনি। তাঁরে ভয় মাগো আমি করিব কিসের ?"

ভাত-ঘরে দাঁড়াইয়া শাশুড়ী সুন্দরী, কি শুনিল বিষমুখে কহিল চীৎকারি। "তোরি ভয়ে কাঁপে বুঝি শাশুড়ী ভাবিস্। সঙ্গীগুলি পাশে পেয়ে, অহঙ্কার মেয়েটার দেখ একবার!—তোরে আমি দেব ভাত থাকিতে কুক্কুর!"

শাশুড়ীর কথা কাণে কেহ না করিল, কহিল তপনে স্মরি। "শাশুড়ীর নহে যদি, তবে মা কিসের ভয় করিতেছ তুমি ? কেন মা যাবে না তবে আমাদের সাথে ?"

কহিল তপনমণি মরি কি মধুর। "চির কাঙ্গালিনী আমি দুঃখিনীর মেয়ে, তথাপি এ অভাগীরে, দিয়াছে নিদয় বিধি 'রূপ ও যৌবন।' চির সশঙ্কিত আমি এ ধন রক্ষণে। না পারি যাইতে কোথা, পাছে কোন ছলে, এ ধন আমার করে তস্করে হরণ।"

এইরূপ বিবরিতে বিধবা তপন, হরষিত নারীবৃন্দ লাগিল কহিতে। "কি অমূল্য নিধি আহা সতীত্ব রতন, একাই তপন তুমি চিনিয়াছ তাহা।—বসিলে তোমার পাশে, সত্যই মনের মলা হয় দূরীভূত।—দে' মা উপদেশ দু'টী শুনি তোর মুখে।"

কহিল তপনমণি বিনীত বচনে। "কি মা আমি জানি বল, দিব উপদেশ! কোন্ বুদ্ধি রাখি শিরে, কি জ্ঞান অন্তরে! —তবে এক কথা আমি নিবেদিব পদে।—এই যে কহিলে, 'সতীত্ব কি ধন, একাই তপন তুমি চিনিয়াছ তাহা।' এ কথার অর্থ মা গো, তর্কিলে দাঁড়ায় শেষ ঘোর ভয়ঙ্কর!—ধন যে কি ধন, আহা কত উপকারী! জেনেছে সে অভাজন, যে জন হারায়ে

তাহা সেজেছে ভিখারী। দন্তহীন জন জানে মর্য্যাদা দাঁতের! তেমনি সতীত্ব মা গো, চিনেছে যে হতভাগী বসেছে হারায়ে।"

কহে প্রতিবাসী সবে প্রফুল্লিত অতি। "হেরি বুদ্ধিশক্তি মাগো, কি ভক্তি যে তোর প্রতি জন্মে আমাদের, না পারি কহিতে কিছু। তুই অনাহারে রবি, কেমনে জন্মিবে রুচি অন্নে আমাদের।—না পার যাইতে যদি এ হেন কারণে, বল কিছু অন্ন আনি দিই এই খানে!"

কহিল তপনমণি সজল নয়নে। "ক্ষমা মা তোমরা মোরে কর এ কথায়।—যাও মা সকলে ঘরে, শাশুড়ী আমাকে ডাকি দিবেন আহার।" এইরূপে বুঝাইয়া প্রতিবাসীকুলে, করিলা বিদায় সতী। বসিলেন একাকিনী কদলী-তলায়।

প্রভাতে উঠিয়া সতী কাঁদিয়া ধূঁয়ায়, অন্নাদি করিলা পাক। দেখ বিধাতার লীলা! সে অন্ন অদৃষ্টে তাঁর নাহি সে লিখিল। আহার করিয়া চাঁপা, গৃহ ছাড়ি গেল চলি বেড়াইতে পাড়া। শাশুড়ী আইল ধীরে তপনের পাশে। কহিল গরল-মুখী। কি তোর মনের কথা, বল্ দেখি সে সকল খুলিয়া আমায়!—থাকিবি অথবা বাড়ী ছাড়িয়া আমার, হইবি কু-পথ-গামী।—বল খুলি, লাজে তোর কোন কাজ নাই।"

ছল ছল দু' নয়নে, শাশুড়ীর মুখ পানে চাহিল তপন, কহিল ক্রন্দন করি। "কেন মা এমন কথা কহিছ আমায়? তোমার চরণ ছেড়ে, কোথা মা পাইব স্বর্গ যাইব তথায়? অনাহারে, একাহারে কিম্বা অর্দ্ধাহারে, যে দশায় রাখিবে মা; রহিব চরণে, যাইব কোথায় বল।—আবাসে বসিতে স্থান নাহি পাই যদি, বসিব কদলীমূলে; এখানেও নাহি পাই রব আস্তা-

কুড়ে,—পা ছেড়ে তোমার মা গো যাইব কোথায় ?" এই বলি দরদরে লাগিল কাঁদিতে।

উত্তরিল এত শুনি জ্বলন্ত রোহিণী। "বেশ ত কাঁদিতে নাকে শিখেছিস্ দেখি, বসাইতে মায়ারাশি প্রাণে সবাকার। —আমারি চরণে যেন স্বর্গটী তোমার !" এই বলি খোঁটি খুলি, নিক্ষেপিল সেই লিপি তপনের কোলে। "এ সুন্দর স্বর্গ তবে বল্ ত কাহার ?—সহস্র ইন্দুর খাই', এবে দেখি বিড়ালীর গতি মথুরায় !" এই বলি গালে হাত তুলি দাঁড়াইল।

তপন দেখিল লিপি, লিপি তাহা নহে ; একটী সুন্দর চিত্র মূরতি নারীর।—উলঙ্গ দশায় বামা, সুচারু-হাসিনী, বসিতেছে ঊরুদেশে কোন পুরুষের। তার তলে আছে লেখা 'স্বর্গ আরোহণ।' সে ছবির সব দশা দেখিয়া তপন, শাশুড়ীর পানে চাহি কহিল কাঁদিয়া। "কেন মা এ ছবি তুমি দিতেছ আমায় ?"

কহিল শাশুড়ী শুনি অনল-মুখিনী। "আমি কেন দেব, দিয়াছে সে জন যারে দিয়াছিস্ আশা।" এই বলি দ্রুতগতি গেল সে চলিয়া। অভাগী তপন, অনাহারা সেই স্থলে রহিল পড়িয়া, কাঁদিল দ্বিগুণ দুঃখে।

দ্বিতীয় সর্গ।

চলিল চঞ্চলা চাঁপা, আবাসে আবাসে পশি, প্রতিবাসীকুলে, কহিল সরলমনা। "এস গো তোমরা, অস্থির মায়েরে মোর করিবে সুস্থির! নহে অনাহারে মারা পড়িবে তপন। দেখ আসি মুখ তার, গিয়াছে শুকায়ে! প্রখর আতপে যথা সরস কুসুম। এস গো তোমরা রাখ মিনতি আমার!—করেছে কঠিন পণ, চণ্ডালিনী মা আমার গরল-মুখিনী। নিষেধিছে আর মোরে, তাঁর সাথে কোনরূপ রাখিতে আলাপ।—এ দশায় কহ তার কি দশা হইবে?" এই রূপে বিবরিয়া কাঁদি দ্বারে দ্বারে, ভ্রমিল দয়ালু চাঁপা। কিন্তু কোন ফল তায় না পাইল বালা। সকলেই সমভয়ে, কহিল তাহারে। "কার সাধ্য নিরস্তিবে মায়েরে তোমার! মানিবে না কোন কথা, বৃথা দোষরাশি শিরে তুলিবে সবার। সত্য তপনের তরে কাঁদিছে পরাণ। কিন্তু মা আমরা বল কি তায় করিব। পুড়ি'ছে কপাল তার দেখি'ছি দাঁড়ায়ে, কাঁকালেও তুলিয়াছি কলসী জলের; কিন্তু কি সাহস রাখি, ঢালিতে এ জল তার জ্বলন্ত কপালে?—হায় কি কহিব আর, এ অশনি বক্ষে তার নিক্ষেপিছে বিধি, উপলক্ষ মাত্র এতে জননী তোমার!"

এইরূপে নিরুপায় হইয়া অবলা, মুছিতে মুছিতে আঁখি, প্রতি দ্বার হতে কাঁদি হইলা বাহির। পরিশেষ বিবেচিলা মনে আপনার। "দূর চাঁদপুরে লোক দিব পাঠাইয়া, জননী উহার আসি যাইবে লইয়া। এ বিনা উপায় আর কি পাই এখন।" এইরূপ স্থিরীকৃত করি সে বালিকা, লোকের সন্ধানে এবে

লাগিল ভ্রমিতে। কিন্তু কপালের দোষে, দূর চাঁদপুরে, কেহ না পাতিল মাথা করিতে গমন। এ পাড়া সে পাড়া করি, তবে অবশেষ, পাইল জনেকে বালা ; কিন্তু সেই জন, অগ্রিম বেতন বিনা ধরিবে না পদ।

নিঃসম্বল চাঁপাতুলা, অগ্রিম বেতন তারে দিবেন কেমনে। বিস্তর চিন্তার পর ধীরে ধীরে বালা, খুলিল রূপার চুড়ী, চাহিল বেতনে দান করিতে তাহাই! তা'দেখি সে জন ভয়ে কহিল কাঁপিয়া। "তুমি ত খুলিছ চুড়ী! কালি যবে মা তোমার এই চুড়ী লয়ে দড়ী দিবে মোর করে, উল্লেখিবে 'চোর' বলি। তখন কহ ত শুনি কি হবে উপায় ?—ক্ষমা তুমি কর বাছা, চলিলাম আমি।" এই বলি সেই জন করিল প্রস্থান।

হতাশ হইয়া সতী আসিছে ফিরিয়া। পথেতে অম্বিকা নামে, সুন্দর পুরুষ এক জিজ্ঞাসিল তারে। "কেন চাঁপালতা তুমি এরূপ চঞ্চল ?—বিধবা বধূর সাথে, কিসের ঝগড়া শুনি বাড়ীতে তোমার ?"

বিবরিল একে একে চাঁপালতা তারে, শুনিল অম্বিকা সব। হাসিল আপন মনে সুধীর চিন্তায়। "আমিও ত কম ছেলে নহি দেখা পাই।—বেশ ত দিয়াছি খেলা সুন্দর ধরণে।—দেখি জল গড়াইয়া পড়ে কত দূর!" অনন্তর প্রকাশিয়া কহিল চাঁপায়। "আহা কি সুন্দর মন সুষমে তোমার! দুঃখী তপনের তরে, নিতান্ত দুঃখিনী তুমি অতি মর্ম্মাতুরা। করিনু গ্রহণ ভার, আমিই বহিয়া, এ সংবাদ মায়ে তার দিব চাঁদপুরে।"

কহিল অমনি চাঁপা, সমাদরে ধরি কর বিনয় বচনে। "কর যদি এই কাজ, কিনিয়া রাখিবে তুমি দুঃখিনী চাঁপারে!"

কহিল অম্বিকা ঘোষ মধু-সম্ভাষণে। “বিধবা বধূর কথা শুনি তব মুখে, যে ছলে অন্তর মোর করিছে ক্রন্দন; তাতে আমি না যাইব, কখনও এমন কথা ভাবিও না মনে।” এই বলি কতক্ষণ, নীরবে রহিল যুবা গভীর চিন্তায়; তবে কতক্ষণে, আবার চাঁপার প্রতি লাগিল কহিতে। “যাইব এখান হতে দূর চাঁদপুরে, কহিব মায়েরে তার; তবে সে আসিবে হেথা, মেয়েরে লইয়া, তবে চাঁদপুরে গিয়া দিবে সে আহার! ততক্ষণে অনাহারা বাঁচিবে কেমনে?—তাই আমি কহি শুন, গোপনে তপনে আনি দেহ মোর সাথে, যতনে লইয়া রাখি আসি সেই দেশে। মিটিবে সকল গোল, তুমি আমি বিনা দেশে কেহ না জানিবে।”

মধুর ভাষিণী চাঁপা কহিল অমনি। “পাড়া-প্রতিবাসী আহা! তাদেরি সহিত নাহি যায় সে কোথায়; (চির লজ্জাবতী সতী ধর্ম্মপরায়ণা।) তায় কহ কি প্রকারে,—পুরুষ আপনি,—আপনার সাথে যাবে দূর দেশান্তরে।—সে কথায় কভু নাহি হইবে স্বীকার। মায়েরে তাহার, দেহ তুমি দয়া করি আনি এই দেশে; কর এই কাজ মোর মিনতি রাখিয়া।”

ভাবিল অম্বিকা শুনি ভাবনা গভীর। “নদী পারাইয়া ফুল হইবে তুলিতে, ব্যাপার বিস্তর দেখি!” অনন্তর প্রকাশিয়া কহিল চাঁপারে। “তাই হবে, যাও তুমি! কহিও তপনে তবে, জননী তাহার, আসিবেন আজি এথা গভীর নিশায়।” এইরূপে অঙ্গীকার করি সঙ্গোপনে, চাঁপারে বিদায় দিল; সচিন্তায় গৃহপানে চলিলা আপনি। “দেখি সে পোষাকখানা রাখিনু কোথায়!”

মাতৃপিতৃহীন এই অম্বিকা যুবক, দেখিতে সুন্দর অতি। বাড়ীতে বিধবা ভগ্নী, দুয়ারে যাহার, কুবের রহিছে বাঁধা খুলি

ধনাগার।—মৃতপতি হতে সতী, সম্পত্তি বিস্তর, পাইয়া শ্বশুরালয় করি পরিত্যাগ, বসিয়াছে সমারোহে ভায়ের ভবনে! পালিছে এ সহোদরে অতীব আদরে। যেহেতু অম্বিকা, সে অম্বর তলে তার সচ্ছল সদাই। দেশ দেশান্তর করি ভ্রমে অবিরত; ক্রীড়াকর, যাত্রাকর, যাদুকরসহ, আলাপ করিয়া ফিরে। কভু তাহাদের সাথে, দেখায় অদ্ভুত খেলা অভিনয় ছলে। ভগিনী যোগায় ধন সন্তোষ পরাণে।

একদা তপনমণি, পশি সর-নীরে, করিতেছিলেন স্নান; দেখেছিল সঙ্গোপনে, সেই শারদীয় চাঁদে অম্বিকা চরণ। সেই হতে অভাজন, সুষমার পদে প্রাণ রেখেছে বেচিয়া।

এদিকে সে চাঁপালতা, হরষিত চিতে, আইল আলয়ে চলি। হেরিল মায়েরে, শুইছেন নিদ্রাতুর মধ্যাহ্ন-শয়নে। ধীরে ধীরে পায় পায়, তপনের পাশে আসি কহিল বিরলে। "দিয়াছি সংবাদ তব মায়েরে সমীপে, নিশার গভীরে তিনি আসিবে এখানে; তাহার সহিত, যাইও চলিয়া তুমি আলয়ে আপন।"

কহিল তপনমণি তাড়নি নয়নে। "কেন তুমি এ সংবাদ পাঠাইলে তথা?—আইলে জননী গোল বাধিবে বিষম।"

কহিলেন চাঁপালতা সশঙ্কিতা অতি। "বাধিবে না কোন গোল! ধর ধর তুমি; মুড়ী আমি আনিয়াছি তোমার লাগিয়া।"

এতেক কহিতে সতী, নিঃশাড়ে রোহিণী, পাশ দিয়া আসি হাত ধরিল চাঁপার। মারিল সে গালে চড়, কোঁচড় হইতে মুড়ী দিল ছড়াইয়া। "আবার অভাগী তুই, পাতিবি উহার সাথে গোপনে পিরীত!" এই বলি কেশে ধরি লয়ে গেল তারে। অভাগী তপন, মুদিত বদনে বসি কাঁদিল নীরবে।

তৃতীয় সর্গ।

অনাহারে সারাদিন গেল অতিবাহি, আইল রজনী এবে। তপনের মুখপানে, বারেক ফিরিয়া নাহি চাহিল শাশুড়ী ! চাঁপারে লইয়া, মায়ে ঝিয়ে আহারাদি করিল নিশায়, পশিল শয়নাগারে করিল শয়ন। দুঃখিনী তপনমণি, প্রাঙ্গণে একাটী পড়ি ছাড়িল নিশ্বাস। সারাদিন উপবাস, ঘুরিছে আকাশ শিরে পদতলে ধরা, গুল্ম-বায়ু তালে তালে শব্দিছে উদরে। নয়নে আসার বর্ষে, ধূলারাশি মাঝে আহা বিছায়ে অঁাচল, শুইলেন জড়ীভূতা কালীমা কপালী। ক্রমশঃ গভীর নিশা আইল তথায়, নিস্তব্ধ হইল ধরা, গেল ভরি চারিদিক আমা অন্ধকারে। এ হেন সময়ে, নড়িল সদর দ্বার আইল বচন। "তপন, তপন !—এস নিরার্গলি তুমি করিবে এ দ্বার।"

অভাগিনী তপনের নিরাহার কাণে, ডাকিতেছে ঝিল্লীকুল। সাহসে নির্ভর করি, কপাটের পাশে আসি দাঁড়াইল ধীরে। আবার হইল শব্দ নিস্তব্ধ বাতাসে। "তপন তপন তুমি দেহ দ্বার খুলি।"

ভাবিল সুন্দরী। "মা তবে আসিল বুঝি এ নিশা নীরবে !" তথাপি দূরিতে সতী সন্দেহ মনের, জিজ্ঞাসিল মধু স্বরে। "কে তুমি দ্বারের পারে, এ নিশা নীরবে ?"

আবার আইল শব্দ বারতা স্নেহের। 'মা, আমি তোমার মা গো ! দেহ দ্বার খুলি।"

সন্দেহ ভঞ্জন হেতু তথাপি সুন্দরী, জিজ্ঞাসিল ধীর স্বরে। "এ নিশা গভীরে তুমি কেন গা আইলে ?"

আইল উত্তর, রমণীর কণ্ঠজাত করুণ নিক্কণে। "ঝগড়া করিছ তুমি, বসিছ প্রাঙ্গণে, সারাদিন অনাহারা।—এমনি সংবাদ যে গো, পাঠাইল চাঁপালতা আমার সমীপে। নহে কি মা সাধ মোর, এ আঁধারে মাঠে নখ ফাটাই হোঁচুটে!"

"অন্য আর কেহ নহে, জননী নিশ্চয়।" এইরূপ চিন্তি মনে ; ধীরে ধীরে খিলখানি দিলেন খুলিয়া।—খুলিতে সে দ্বার, সভয়ে হেরিল সতী দৃশ্য বিপরীত।—ময়ূরে আরোহী এক রূপস পুরুষ, বীর-অলঙ্কারে সাজি রাজার ধরণে ;—ঝুলিতেছে কোষে অসি, বক্ষে বাণ রাশি, করেতে বঙ্কিম ধনু, শিরেতে কিরীট ; চমকিছে সর্ব্ব দেহ গ্রথিত মুক্তায়, আপনি কার্ত্তিক যেন ;—প্রবেশিল সশরীরে সে দীর্ঘ প্রাঙ্গণে।

হেরি সে মূরতি সতী মূরতি আকারে, চাহিল অচলদেহে নিস্পন্দ নয়নে। কতক্ষণ সেই ভাবে রহি সে যুবতী, জিজ্ঞাসিল করযুগে সাহসে নির্ভরি। "কে আপনি কহ শুনি, কি মানসে এ আবাসে আগমন তব?"

কহিল সে দেবপুত্র গম্ভীর বচনে। "চিনিতে নারিছ তুমি, কে আমি এখানে?—চাহ লো মেলিয়া আঁখি চিনিবে এখনি!"

বহুলে তারার করে ক্ষীণোজ্জ্বল ধরা। সে ক্ষীণ আলোকে সতী, নারিল চিনিতে সেই রূপস পুরুষে। বিনয় বচনে তবে নিবেদি কহিল। "কে আপনি নাহি আমি পারি পরখিতে!"

কহিল ময়ূরারোহী সহাস বদনে। "ঐ যে কদলী তরু, প্রতিষ্ঠা যাহার তুমি কর অহরহ! আত্মা আমি শুন সতী, ঐ ত তরুর।—পূজা তুমি কর যার, আমি সেই জন।"

কহিল তপনমণি দূরে দাঁড়াইয়া। "কদলী তরুর আত্মা

দেবতা স্বর্গের !—কি মহা কারণে শুনি, সশরীরে আগমন দাসীর ভবনে ?—মনের মানস কিবা কহ পরকাশি।”

কহিল যুবক শুনি মধুর বচনে। “সতত সন্তোষ আমি সতীত্বে তোমার ! লইয়া যাইব আজি আসিয়াছি তাই !—মুদিয়া নয়নদ্বয়, ময়ূরে আরোহি তুমি বস মোর পাশে। এখনি উড়িবে পাখী, পলকে তুলিয়া দিবে স্বরগের দ্বারে।”

কহিল তপন শুনি উপহাস ছলে। “মরিতেও নাহি দিবে ? এমনি জীয়ন্ত লয়ে যাবেন তপনে !—কে আপনি আসিয়াছ বুঝিয়াছি আমি। রাখিয়া আপন মান, যান চলি এ প্রাঙ্গণ করি পরিত্যাগ।—তদ্রূপ বিধবা নাহি ভাবিও তপনে, করিবে স্বর্গের সাধ জীবন দশায়।”

কহিল যুবক শুনি উপদেশ ছলে। “পতিগতা সতী তুমি, সাজে কি তোমায়, এইরূপ পরিহাস স্বামীর সহিত ?—শুন তবে বিনোদিনি, যে মহা কারণে, যাইবে স্বরগে তব জীবন দশায় !—অপ্রিয়ভাষিণী মোর জননী রাক্ষসী, কলহ-পঙ্কিলে তনু করি বিদূষিত, রাখিয়াছে অবিরত। (নরক বিহনে, নাহি কোন অন্য গতি নিরখি তাহার।) বিধির আদেশ তাই, নিবারিতে এ কলহ সত্বরে তোমায়, লইয়া যাইব আমি স্বরগ-ভবনে।—এস রাধা বিনোদিনি, শ্রীকৃষ্ণ তোমার, ডাকিছে বাঁশীর স্বরে এস অকাতরে !”

আঁখি পাশরিতে সতী, হইল বিস্ময়াপন্ন হেরি অপরূপ। রাজবেশধারী সেই রূপস পুরুষ, ধরিয়াছে অন্যরূপ। দাঁড়াইছে আহা যেন, বাঁশী করে বংশীধারী কদম্বের মূলে! আর সে বাঁশরী বোল বলিছে এমনি ঃ—

'এস রাধা বিনোদিনী দুঃখিনী তপন,
হৃদয়ে ধরিয়া করি স্বর্গ আরোহণ।'

গাহিতে গাহিতে যুবা বাঁশরীর স্বরে, পায়ে পায়ে ধীরে ধীরে, তপনমণির দিকে চলিল সরিয়া। কিন্তু সে সুন্দরী, সমধিক সুচতুরা, ধীরে ধীরে পায় পায় সরিয়া সরিয়া, সম ব্যবধানে তারে রাখিল কৌশলে।

এদিকে নীরবে বসি শাশুড়ী রোহিণী, দেখিছে সে সুরদৃশ্য। দেখিয়াছে আর, যে ছলে সে যুবা আসি পশিল প্রাঙ্গণে, আর যাহা কিছু তথা কহিল তপনে। যে ছলে আবার, সাজিল শ্রীকৃষ্ণ তিনি আঁখির পলকে। এই সব দেখি শুনি, ফিরিল বিশ্বাস তার ধারণা মনের। পুত্র 'বলরাম' বলি ভাবিল যুবকে, ভাসিল ভাবনা-স্রোতে।—কলহ-পঙ্কিলে তিনি সদা বিদূষিতা, কেমনে নরকানলে জ্বলিবে না জানে।

এ দিকে সে দেবপুত্র, শ্রীকৃষ্ণের রূপে, কহিছে গম্ভীর স্বরে রূপসী তপনে। "জীয়ন্তে স্বরগে যদি যাইতে অমত, এখনি আমার মন্ত্রে, মরিবে সুন্দরী তুমি, কহিনু তোমারে; লয়ে যাব আত্মা তব।—তথাপি তথাপি, কলহ-পঙ্কিল পূর্ণ এই পাপস্থলে, কদাপি রাখিয়া নাহি ফিরিব স্বরগে।"

তপন সন্তোষ শুনি, করিল উত্তর। "আদেশে, এ দাসী যদি মরে, আপনার; সে দশায় দাসী, 'স্বামী' বলি আপনাকে করিবে বিশ্বাস!—নহে মন্দ লোক তুমি সন্দেহ আমার!"

যুবকের মন্ত্রবলে, এখনি তপনমণি মরিবে প্রাঙ্গণে। এই কথা শুনি সেই রোহিণী আভীরী, পশিল শঙ্কিত চিতে শয়ন-মন্দিরে। চাঁপারে তুলিয়া তিনি, বাহিরে আপন পাশে রাখিবে বসায়ে।

এদিকে যুবক পুনঃ কহিল তপনে। "মরিতে স্বীকৃত যদি, এস তবে সুহাসিনী আমার সমীপে!—দিব এক কাণমন্ত্র, শ্রবণে যাহার, বিমোচিবে পাপচয়, জগতের যত। এস নিরাতঙ্ক মনে, ও বরাঙ্গ অঙ্গ তব নাহি পরশিব।"

এতেক কহিতে যুবা, কতিপয় পদ সতী আইল সরিয়া। জিজ্ঞাসিল, "কহ শুনি কি চাহ কহিতে!"

সাবধানে সঙ্গোপনে সুধীর বচনে, কহিতে লাগিল যুবা, শ্রবণে যাহার, বরষিল মধুরাশি কাণে তপনের। "নহি আমি স্বামী তব, নহি দুষ্ট জন, পরম হিতৈষী তব জানিও আমারে। —শাশুড়ী তোমার, জাগিছে নির্জ্জনে বসি দেখিছে সকলি। তোমার স্বামীর ভাণে আসিয়াছি তাই, ঐ জনে চক্ষুদান করিবার তরে। আমার আদেশ মতে, মৃতবৎ ভূমিতলে পড়িও সুন্দরী!—তোমার মৃত্যুর পর, এ বাড়ী ছাড়িয়া আমি যাইব চলিয়া। একেলা তখন তুমি, বিবেচি উচিত শিক্ষা করিও প্রদান।—কিন্তু সাবধান! এই হতে স্বামী বলি উল্লেখি আমারে, করিও এ কাজ তুমি আপন কৌশলে!" এতেক কহিয়া যুবা দাঁড়াইল দূরে।

শাশুড়ী অন্দরে গিয়া, জাগাইল নিদ্রাতুর চাঁপারে ধরিয়া। বাহিরে আনিয়া তারে বসাইয়া পাশে, মায়ে ঝিয়ে কাণকথা লাগিল কহিতে। দেখাইল চাঁপালতা, ঘোর স্বভাবের দোষ মায়ের যতেক; শুনিয়া শুনিয়া, মায়ের নরক ভয় হইল উদয়। নখরে কুড়িয়া চোখ, চড়ে ছড়ি গাল, কাঁদিতে লাগিল বামা, চাঁপার সমীপে। "তপনমণির সাথে, কভু মা কলহ আমি আর না করিব।"

এদিকে তপনে স্মরি কহিল যুবক। "তপন, নিষ্পাপ তুমি হইলে এখন। চাহ এবে আমা পানে, দেখ পরখিতে মোরে পার কি না পার?"

চাহিল তপনমণি কহিল কাঁদিয়া। "দাসীর স্বর্গীয় স্বামী দেবতা আপনি, চিনেছি চিনেছি প্রভু, দেহ পদধূলী তব দাসীর কপালে!" এই বলি অগ্রসর হইল যেমন, অমনি যুবক, কতিপয় পদ পিছে সরি দাঁড়াইল; কহিল মধুর স্বরে। "সজীব দশায় তুমি প্রেম স্বরগের, পাইবে না পাইবে না, ছুঁওনা আমায়! —তবে যদি চাহ, কর তব দেহত্যাগ আদেশে আমার!" এতেক কহিয়া যুবা, বাজাইয়া বীণা, বিজলী গতিতে চলি গেলা তথা হতে।

এস পূতদেহি! ময়ূরে আরোহি,
বস আসি পতি পাশে!
ভবজ্বালা ভুলি, প্রাণে প্রাণে মিলি,
চল যাই সুরদেশে!

উচ্চৈস্বরে 'স্বামী' বলি, অমনি তপনমণি পড়িল ভূতলে। তা'সহ নিশ্বাস বন্ধ হইল তাঁহার।

আইল শাশুড়ী কাঁদি, ছুটিয়া আনিল জল বেগবতী চাঁপা। সযতনে জল দান করি সে বদনে, মায়ার অধরে ডাকি কহিল শাশুড়ী। "কেন মা তপন তুমি হইলে এমন? কাঁদিছে শাশুড়ী পাশে, লুঠিছে ধুলায় পড়ি চাঁপাটী তোমার! একটী বচনে, এ দুঃখিনী-দ্বয়ে মাগো করহ শীতল!" এই বলি কল-রবে, অধরে অধর রাখি লাগিল কাঁদিতে।

চাঁপা আসি নাসিকায় রাখিয়া অঙ্গুলী; কাঁদিল চীৎকার

করি। "কি আর দেখিস্ মাগো, সুষমা তপনমণি গিয়াছে ফুরায়ে।—হা পোড়া কপালী তুই, এ হেন রতনে নাহি পারিলি চিনিতে ?" এই বলি মায়ে ঝিয়ে, আসারে হৃদয়দেশে বরষিল কীল, কুড়ি আঁখি গড়াগড়ি দিল ভূমিতলে।"

ছুটিল রোদনরব বাতাসের শিরে, উঠিল প্রত্যেক কাণে। জাগি প্রতিবাসী যত আইল সকলে। দ্বারদেশে আসি কিন্তু, সাহস অভাবে, অন্দরে পশিতে নারি, কাঁদিতে লাগিল তথা দাঁড়ায়ে দুয়ারে। তা' দেখি রোহিণী, কাতরে কাঁদিয়া সবা লইল ডাকিয়া। "এস গো ভিতরে এস! দেখ মোর সর্ব্বনাশ ঘটেছে কিরূপে। এস গো মারিবে নাথি থুতিতে আমার! জ্বলন্ত কপালী আমি, হারায়ে ফেলিছি মোর সোনার তপনে।" এই বলি গড়াইল পদে সবাকার।

আসি প্রতিবাসীকুল, তপনের চারিধারে বসিল ঘেরিয়া। ব্যজন ধরিল কেহ, কেহ পুনঃ পুনঃ জল দিল তার মুখে, কেহ জিজ্ঞাসিল কথা মর্ম্মান্তিক স্বরে।

কতক্ষণ এইরূপে যত্নিতে, তপন, একটী গভীর শ্বাস করিল নিক্ষেপ। তার কতক্ষণ পর বকিল বিকার। "স্বর্গের দুয়ারে আমি, কেন ফিরাইয়া দেব দিতেছ আমায়? আবার মরতে গিয়া, কেমনে কলহ লয়ে কাটাইব কাল?"

কহিল শাশুড়ী শুনি অমিয় বচনে। "এস মা ফিরিয়া তুমি, বুকের ভিতর করি রাখিব তোমায়, আবার অভাগী আমি করিব কলহ?" এই বলি স্নেহভরে করিল চুম্বন।

প্রতিবাসীকুল মাঝে অগ্রগণ্য নারী, তরলা রূপসী নাম। আছিল বসিয়া তথা কহিল অমনি। "আর নাহি কর চিন্তা

বাঁচিয়াছে মণি!—মায়ের ক্রন্দনে, দিয়াছে ফিরায়ে পুত্র আত্মা তপনের।—মাগো তোরা ধীর হ'না, বস্ না নীরবে!"

আবার তপনমণি বকিল বিকার। "জ্বলিছে নরকানল ঘোর হু হু রবে, আকাশে উঠিছে শিখা!—কারা তোরা দূতষণ্ড! এ নরককুণ্ডে, আমার শাশুড়ী, এঁরে চাহিস্ ফেলিতে?"

এই কথা শুনি সবে, পরস্পরে ঠারাঠারি লাগিল করিতে। "নাক কাণ মলি ভাই, কলহ বিবাদ, আর মোরা পরস্পর কভু না করিব।—শুন কি কহিছে মণি! কলহকারীর, কোন্ ঘোর পরিণাম শুন কাণ পাতি!"

কাঁদিল রোহিণী শুনি, সবাকার পদে হাত রাখি সেই স্থলে। "আমিহ বিবাদ মাগো আর না করিব, যা করেছি ক্ষমা সবে কর গো আমারে। জাগিলে তপন, উহারও ছুঁ'কর আমি ধরিব এখনি, মাগিয়া লইব ক্ষমা!"

এদিকে তপনমণি, দুরূহ বিকারগ্রস্ত, রোগীর ধরণে; ধড়মড়ি বীরবলে উঠি দাঁড়াইল। চাঁপারে মারিল লাথি, শাশুড়ীরে ভূমিতলে দিল গড়াইয়া। তা'পরে ঝাঁপায়ে পড়ি, পড়্সী সকলে, মারিল সবলে কীল, অজ্ঞান আকারে। "পবিত্রা আতনী আমি, কে তোরা পরশি, স্বর্গ আরোহণে মোর দিতেছিস্ বাধা? স্বরগের দ্বার হতে, দেখ ত আমায়, দিল ফিরাইয়া মোর পতি স্বরগের।" এতেক কহিয়া, পুনঃ বিচেতন ভাবে পড়িল ভূতলে।

আবার বসিল ঘেরি যত্নিল সকলে, দিল জল মুখে, শিরে, তপনমণির। স্মরি কোন পূর্ব্ব কথা গম্ভীর বচনে, রোহিণীর পানে চাহি কহিল তরলা। "প্রভাতে যে পত্রখানি দেখাইলে

তুমি, যার শিরে ছিল লেখা 'স্বর্গ আরোহণ';—কি কথা সে কথা, তুমি কহ দেখি শুনি ?"

কাঁদিল রোহিণী শুনি বিষাদিত অতি। "স্বরগের স্বামী ওঁর লিখিল সে লিপি, তা কি আমি পোড়ামুখী পারিনু বুঝিতে! মহা মন্দ ভাবি দ্বন্দ্ব দিনু মা অন্যায়! মিছামিছি মাগো আমি, অনাহারে সুষমারে ফেলিনু মারিয়া? মাগো আমি কি করিনু,—হায় কি করিনু!"

অবিরত চাঁপালতা যত্নিতে তপনে, কতক্ষণে শাড়া সতী দিল ধীরে ধীরে! ক্রমশঃ বসিল উঠি, জনতা দেখিয়া তথা কহিল চমকি। "কেন গা বাড়ীতে ভীড়, প্রতিবাসী এত?"

জিজ্ঞাসিল সবে মিলি স্নেহময় মুখে। "কেন তুমি বিচেতন ছিলে এতক্ষণ? কহ বিবরিয়া মোরা শুনি সে কাহিনী।"

কহিল তপনমণি মেলিয়া নয়ন। "বিচেতন কই মাগো, কই মা আছিনু। ঘুমাইয়া ছিনু বটে, সুঘোর স্বপনে, কত কি দেখিনু, ভয় পাইনু কতই!"

কহিল সকলে। "কি স্বপ্ন দেখিলে সতী, কহ তা খুলিয়া, শুনি কুতুহলি মোরা স্বপ্ন সে কেমন!"

কহিল তপনমণি, অনাহারে ক্ষীণ স্বরে সুধীর বচনে। "দেখেছি বিস্তর—শুকাইছে গলা মোর নারি বিবরিতে।"

অমনি কহিল সবে, রোহিণীর পানে চাহি প্রখর বচনে। "কেন না আনিয়া দেহ কি আছে আবাসে!—এখনও কি অনাহারা আছে গা রাখিতে?" অমনি ছুটিল চাঁপা, আনিল পলকে, মিষ্টান্ন কতকগুলি, আর পান্তা ভাত। বসিল তপনমণি, সারাদিন পরে এবে তাহার(ই) আহারে।

রোহিণীর পানে চাহি, জিজ্ঞাসিল মধু হাসি প্রতিবাসীকুল। "তুমি কেন ততক্ষণ নাহি বিবরিছ, কি মহা ঘটনা, ঘটিল বাটীতে তব, লীলা কোনরূপ ?"

ঘোর অলঙ্কার দিয়া, আশ্চর্য্য ধরণে, আরম্ভিল বিবরণ, রোহিণী রূপসী। "মন্দ আমি ভাবি মাগো সুন্দরী তপনে, জাগিতেছি সারানিশা। প্রাঙ্গণে শুইছে মোর দুঃখিনী তপন ! সহসা হেরিনু আলো আকাশের কোলে, (দু'চক্ষের মাথা খাই যদি মিথ্যা কহি।) সভয়ে চাহিনু আমি, হেরিনু উজ্জ্বল করি গগন প্রাঙ্গণ, আসিতেছে রথ এক পবনে আরোহি। চারি দিকে পরীবৃন্দ, তারাবৃন্দ যেন উড়িছে জোনাকী ছলে রথের চৌদিকে। একাকী সে রথ আসি নামিল দুয়ারে। পরীদল যত, বসিল প্রাচীর'পরে, রত্নাকার ধিকি ধিকি লাগিল জ্বলিতে। পুত্র বলরাম মোর নামি রথ হতে, পরশে খুলিয়া দ্বার পশিল অন্দরে। পূরিল প্রাঙ্গণ সেই স্বর্গীয় শোভায়, সুবাসে ভরিল দেশ। কহিল তপনে মোর মধু সম্ভাষণে। "এস এস প্রিয়তমে, তোমারে লইয়া করি স্বর্গ আরোহণ !"

এই বলি সেই পুত্র, শ্রীকৃষ্ণের অবয়ব ধরিল পলকে ; ডাকিল এ বধূটীরে বাঁশরীর স্বরে। কত কাণ্ড একে একে ঘটিল তা'পরে, মাগো তা'কি বিবরিতে পারি এক মুখে ! এত ত করিল পুত্র, এত বুঝাইল।— ছাড়ি শাশুড়ীরে কিন্তু বধূটী আমার, আরোহিতে সুররথে নাহি স্বীকারিল। অগত্যা সে পুত্র, বধূরে বধিল মন্ত্রে, লইয়া জীবন বায়ু করিল প্রস্থান। উড়িল তা' সহ, যত পরীবৃন্দ তারা তারাকারে জ্বলি, হইল আবাস মোর পলকে আঁধার। তপনের শবদেহ, যদিও রহিল

পড়ি প্রাঙ্গণে আমার!—কিন্তু মা তাহারে, দেখিলাম সেই রথে রহিছে বসিয়া।—নামি মায়ে ঝিয়ে মোরা, তা'পরে আসিয়া, তপনের শব লয়ে বসিনু কাঁদিতে, আইলে তোমরা সবে।”

তপন সুস্থির এবে আহারাদি করি, বসিছে সবার মাঝে। প্রতিবাসীকুল তাঁরে স্মরি জিজ্ঞাসিল। “কহ মা কি রূপ তুমি দেখিলে স্বপন?”

কহিল তপনমণি। “যতনে বসায়ে পাশে সেই সুররথে, উড়িল পবন পথে সে স্বামী আমার। পলকে স্বরগে মোরা গিয়া উপজিনু, নামিনু সে রথ হতে। আসিয়া কৃতান্ত বলী, দিল খুলি সুরদ্বার অশনি নিনাদে। ধরি কর পতিবর, ইচ্ছিল আমারে লয়ে পশিতে অন্দরে।—এদিকে আমার পদ, কে যেন ধরার সাথে ধরিয়াছে চাপি; উঠিল না পা আমার পড়িনু বিপাকে। সে দশা দেখিয়া, কি এক কজ্জল চোখে দিলেন মাখিয়া, তখনি দেখিনু আমি,—শাশুড়ী আমার, ধরিয়াছে পদ চাপি কাঁদিছে কাতরে।—পলকে দেখিনু, যমাকৃতি দুই জন মূরতি অগ্নির, বীরবলে শাশুড়ীরে ধরিল তথায়, উড়িল পবনে লয়ে! তা দেখি কাঁদিল স্বামী, চীৎকারিনু আমি। লইনু তাদের সঙ্গ, উড়িনু আমরা। পলকে আইনু, জ্বলিছে নরক যথা ঘোর হু হু রবে; আকাশে উঠিছে শিখা; দাউ দাউ রব তার ছুটিছে বাতাসে।—সেই যমদূতদ্বয়, সেই স্থলে আসি, চাহিল মায়েরে মোর অর্পিতে অনলে। তা' দেখি কাঁদিল পতি, কহিতে লাগিল মোরে মিনতির মুখে। ‘কলহ করিত সদা তোমার সহিত, তাই সে মায়ের মোর দেখিছ এ দশা! যাও বিধুমুখী তুমি, মায়েরে মার্জ্জনা মোর করি নিজ গুণে; রহ গিয়া

নির্ব্বিবাদে সুখ-সম্মিলনে।” এই বলি কর তিনি ছাড়িল আমার, হায় অভাগিনী আমি জাগিনু অমনি। স্বপনের শেষ মোর এই ত হইল।”

কাঁদিল রোহিণী কর ধরি তপনের! “মা আমারে ক্ষমা তুমি কর নিজ গুণে, দিয়াছি বিস্তর দুঃখ।” অমনি তপনমণি, কাঁদিল আপন গুণে শাশুড়ীর পদে। “কেন মা পাপের ভাগী, এরূপে পরশি কর করিছ আমারে? আপনি মা গুরুজন, আপনার কোন্ দোষ করিব গ্রহণ!”

কহিল তরলা সতী সম্ভাষি সকলে। “আলোকি অম্বর-পথ, যবে সেই সুররথ, আসে এ আবাসে; অনেকেই সেই দৃশ্য দেখেছে দেশের! আমারেও, জাগাইল অম্বিকা চরণ; কিন্তু মন্দমতি আমি, অলস ঘুমের ঘোরে নারিনু উঠিতে। ঘটিল না ভালে মোর স্বরগ-দর্শন।—বাঁদীটা বাড়ীর, সেটাও সুভাগী তাই দেখিল সকল।—ভাগ্য না হইলে ভাল দেখিব কেমনে!”

এতেক কহিতে সেই তরলা সুন্দরী। একে একে প্রতি-মুখে, প্রত্যেকেই দেখেছিল করিল স্বীকার। বিবরিল একে একে, যে যেখানে দাঁড়াইয়া দেখিল যে রূপে; আর যত সমারোহে, উজলি আকাশতল আইল সে রথ।”

কহিল তরলা শুনি মলিন বদনে। “এই প্রাঙ্গণের ধূলী পবিত্র এখন, পবিত্র তপনমণি! দে মা তুই ধূলী তুলি কপালে আমার, আমিহ পবিত্র হই।” এই বলি ধূলী তিনি লইল কপালে; মাখিল সকল গায়ে।

প্রতিহিংসা সহকারে প্রতিবাসী সবে, মাখিতে লাগিল ধূলা কপালে কপালে, চুমিল কদলীতরু নমিল তলায়। এইরূপে

সারি কাজ, পবিত্র হইয়া সবে লইল বিদায়।—গেল চলি হাসি-মুখী যার যে আবাসে।

তপনে লইয়া এবে শাশুড়ী রোহিণী, যতনে বিছানা পাতি শোয়াইল ঘরে। মায়ে ঝিয়ে প্রতিপাশে করিল শয়ন। স্বরগের কত কথা পাতি একে একে, নিদ্রিত হইল তারা নৈশ সমীরণে।

চতুর্থ সর্গ।

এই 'স্বর্গ আরোহণ' বারতা সুন্দর, আরোহি পবন-শিরে ছুটিল চৌদিকে। এ মুখ সে মুখ হতে এ দেশ সে দেশ, ক্রমে কলেবর বৃদ্ধি হইয়া কথার ; বিঘোষিল চাঁদপুরে আসি অবশেষ। প্রত্যেক বাড়ীতে শাড়া পড়িল কথার, করিল বিস্ময়াপন্ন দেশস্থ সকলে।

বসিছেন চাঁদপুরে, অভাগিনী তপনের দুঃখিনী জননী ; নলিনী সুন্দরী নাম। দেয়ালে রাখিছে মাথা, ব্যথিত অন্তরে, কত চিন্তিছে বসিয়া। হারায়েছে পতি সতী, দ্বাবিংশ বয়সে, তার পর একে একে, দুইটী সন্তানে সঁপি শমনের করে ; হইয়াছে সর্ব্বস্বান্তা। কোলের কন্যাটী সেই সুষমা তপন ; যদিও জীবিত সত্য, কিন্তু সে জীবনে তার নাহি কোন ফল। কাল ভুজঙ্গিনী সমা শাশুড়ী কর্কশী, সতত দংশন বিষে রাখিছে জ্বারিয়া। স্মরি সেই সব কথা, নয়নে নিবারি বারি ছাড়িছে নিশ্বাস।—

এ হেন সময়ে, প্রতিবাসী আসি এক কহিল হাসিয়া।—"দেয়ালে রাখিয়া শিরঃ কি আর ভাবিস্! তপনে দেখিবি যদি যা চলি এখনি!"

কাঁদিল নলিনী সতী কহিল চমকি। "কি তুই পটলমুখী বলিছিস্ ভাই! তপনে দেখিব কেন,—কি হইল তার?"

কহিল পটলমুখী অটল ভাষায়। "নাহি কি শুনিছ, চলিয়াছে স্বর্গধামে তপন তোমার?—যাও তুমি দাও গিয়া সাক্ষাৎ তাহারে!—কেমন জননী মা গো, না পাই ভাবিয়া!"

কহিল নলিনী সতী সজল নয়নে। "কি তুই বলিস্ ভাই! কি কঠিন পীড়া তার হইল সহসা, যাইবে সে পরলোকে কেন গা কহিস্? বল গো খুলিয়া, না জানি কিছুই যে গো আমি অভাগিনী!—সেখানে শিয়রে যম বসেছে বাছার, তাই হৃদি-দেশ বটে, এখানে নরকানলে জ্বলিছে আমার!"

কহিল পটলমুখী। "পীড়া কেন হইবে গো!"

কহিল নলিনী। "তবে কেন মেয়ে মোর মরিবে কহিছ?"

কহিল পটলমুখী! "মরুক মেয়ের তোর শত্রুকুল যত। মরিবার কথা তোর কে তুলিল কাণে?"

কহিল নলিনী জল মুছি নয়নের। "এই ত কহিলি, চলিয়াছে স্বর্গধামে তপন তোমার! না মরিয়া স্বর্গলাভ, কে কোথা করিল, কন্যা, করিবে আমার?"

কহিল পটলমুখী থর আঁখি খুলি। "সাবিত্রী সতীর কথা শুনিলে কি কভু! কেমনে সতীত্ববলে, পশি যমাগারে, উদ্ধারিল সেই সতী পতিরে আপন? তেমনি জানিও, দ্বিতীয়া সাবিত্রী এই তপনে তোমার!—সতীত্বের কথা তাঁর শুনি এ

সংসার, দেখিছ না চোখে তুমি! কি অবাক্ কর, তুলিয়াছে জনে জনে কপালে আপন?”

কহিল বিনম্র মুখে নলিনী সুন্দরী। “কি তুই বলিস্ ভাই! কোন যে কথায় তোর নারি প্রবেশিতে?”

কহিল ঈষৎ রোষে অমনি পটল। “তবু নাকি হাবা মেয়ে, মেয়ে বুঝিবার!—শোন্ তবে বলি শোন্!—স্বরগ হইতে, এসেছে জামাতা তোর, আর এক রথ সাথে এনেছে আপন। সেই স্বররথে তুলি, তপনে লইয়া তিনি যাবেন তথায়।—বুঝিলি এখন হাবি—বুঝিলি এখন?”

কহিল নলিনী শুনি উপহাস ছলে। “দূর্ মাগি, তাই নাকি হইল কোথায়! স্বপ্নে তুই এ সংবাদ পাইলি নিশ্চয়।”

কহিল পটলমুখী খর চোখে চাহি। “আমি ত একেলা নহি, দেশ খানা একযোগে দেখেছি স্বপন।—স্বরগের বার্ত্তা আর মরণ খবর, এ সবের অবিশ্বাস আছে কি করিতে!—সাধে বিধি অসন্তোষ সদা তোর’পরে!”

কহিল ঈষৎ ভয়ে নলিনী সুন্দরী। “না মা, আমি অবিশ্বাস পারি কি করিতে?—তবে কি না বোন্, অলীক গুজব, রটাইতে এইরূপ পারে না কি কেহ?”

কহিল পটলমুখী। “স্বর্গের সংবাদ আর মরণ খবর, হয় কি অলীক কভু?—কার ঘাড়ে এত রক্ত, মিথ্যারূপে বিবরিবে বার্ত্তা স্বরগের, কার সাধ্য যুঝিবে সে বিধাতার সাথে?”

কহিল নলিনী শুনি। “সত্য তবে, এই কথা?—মা গো তার স্বামী যদি লয়ে যায় তারে, জুড়ায় আমার হাড়! শাশুড়ীর ঝগড়ায়, জীয়ন্তে সে মেয়ে মোর রয়েছে মরিয়া।”

কহিল পটলমুখী হাসি মনোহর। "তবে আর এতক্ষণ কি তুমি শুনিছ! ঐ ত কলহ লয়ে, জামাতা তোমার, সকলে লইয়া যাবে; রাখিবে আপন কাছে সেই সুরদেশে।"

কহিল নলিনী! "সকলেই তবে বল্ চলিল তথায়?—চাঁপাটীও যাবে নাকি?—বিবাহ তাহার, হইবার কথা নয় আগামী ফাল্গুনে?—কি হবে—হবে না বিয়ে?"

কহিল পটলমুখী। "সুরদেশে সুর-পাত্র পাইবে বিস্তর,—সে খানেই দেখে শুনে দেবে তার বিয়ে!"

প্রশ্নিল নলিনী। "সকলেই যাবে যদি, বিষয় সম্পত্তিগুলি কে দেখিবে তবে? তার 'দেখ্ শোন্' নহে কথা সাধারণ!"

কহিল পটল। "রোহিণীও নহে কভু মেয়ে সাধারণ! ঝাঁটা, কুলা, থালা, ঘটী, সকলি বাঁধিবে দেখ যাইবার কালে!—কুড়িটা বিয়ান-গাই, কম কথা নহে; আবার শুনিতে পাই, টাকা টাকা ফোঁটা নাকি সে দেশে দুধের!"

প্রশ্নিল নলিনী। "বিষয় সম্পত্তি সাথে লইবে কেমনে?"

কহিল পটলমুখী। "রয়ে বসে লয়ে যাবে ক্রমশঃ করিয়া।"

কহিল নলিনী। "কি বলিস্ বোন্ তুই! স্থাবর সম্পত্তি, করিবে কেমনে তবে স্থানান্তর তার?"

কহিল পটল। "তবে বল বিধাতার(ও) দুঃসাধ্য সে কাজ! তোর যে নিতান্ত দেখি মেয়েলী আক্কেল!"

কতক্ষণ স্থিরভাবে তপনের মাতা, চিন্তিল আপন মনে; তবে কতক্ষণে চাহি লাগিল কহিতে? "কথাটা অলীক তবে কখনই নহে?—এসেছে নিশ্চয় রথ!"

কহিল পটলমুখী অটল কথায়। "পাড়ায় পাড়ায়, পড়িয়াছে

হুলুস্থূল, ফাটিয়া পড়িছে দেশ বিঘোষি চৌদিক! তুমি কিনা এ কথায় সন্দেহিছ বসি! যাও গিয়া দেখ তুমি নয়নে আপন, কি কাণ্ড চলিছে তথা, বরাষাদী দেশে!—বাজিছে মঙ্গলবাদ্য, চৌদিকে আমোদ, পরীতে গিয়াছে ভরি! দশা সে দেশের, আর কি তেমন আছে? স্বরগের সাথে তার তুলনা এখন, দেখিলেই দিবে তুমি। স্বরগ-সুন্দরী সাজি তপন তোমার, বসিছেন সিংহাসনে, ঝকি অলঙ্কারে; পরীবৃন্দ সেবা তার করিছে চৌদিকে। স্বরগ হইতে অন্ন আসিছে সময়ে; আস্বাদন তার, কার সাধ্য নরলোকে পারে বিবরিতে।”

জিজ্ঞাসিল হাসিমুখী নলিনী সুন্দরী।—“সত্য কি এসব কথা—সত্য কি এসব?—চির কাঙ্গালিনী আমি, আমার তপার ভালে ঘটিবে কি এত?”

কহিল পটল। “ন্যাকা মেয়ে, যা’ না কেন, দেখ্‌না যাইয়া!”

কপালে রাখিয়া কর চিন্তি কতক্ষণ, কহিল নলিনী কাঁদি মলিন বদনে। “কোথা মা যাইতে তুমি বলিছ আমায়! জান না কি রোহিণীরে! ক’খানা চাষের জমি, তাহারি গরবে, ধরায় পা দিয়া কভু না চাহে চলিতে! পুত্রের কল্যাণে, আবার পেয়েছে বামা সুখ স্বরগের!—আর কি আমায়, চিনিবে সে গরবিনী ভাবিছ এমন!”

কহিল পটল। “রোহিণীর কোন্ হাত, কে বটে সে নারী? সুর সম্পত্তির রাণী তপন তোমার, যারে মারে যারে রাখে! তপনও কি নাহি তোমা পারিবে চিনিতে?”

কহিল নলিনী হাসি! “তা কি আর হয় বোন্! উদরের ধন, মারিয়াও যায় যদি, ফিরিয়াও চায়!”

কহিল পটলমুখী! "তবে আর কেন! তুমিহ তাদের সাথে যাও স্বরদেশে।—কি সুখ মরতে আর রহিল তোমার?"

কহিল নলিনী। "আমি ত এখনি যাই, কিন্তু মা তাহারা, যাবে কি লইয়া সাথে?"

কহিল পটলমুখী! "প্রতিবাসীগুলা, তারাও যাইবে শুনি,—লইছে সকলে! জননী, তোমারে ফেলে যাইবে তপন?"

প্রশ্নিল নলিনী সতী অতি কুতূহলি! "রথটা কেমন বটে! —হবে না ত স্থানাভাব, জুটাইছে এত?"

কহিল পটল। "স্বরগের রথ সেই, তার কথা কহ আমি বিবরি কেমনে!—ভিতরে তাহার, যত প্রবেশিবে লোক, ততই বাড়িয়া যাবে কলেবর তার! পবিত্র সে রথ বোন্! কভু কি সম্ভবে তায় কোন স্থানাভাব!"

এতেক শুনিয়া সতী অতি কুতূহলি, উদার স্বভাব খুলি কহিল পটলে। "তা' হলে তোরেও সাথে লই বোন্ আমি!"

কহিল পটল শুনি আনন্দ অন্তরে। "তা' যদি লইয়া যাস্, বাঁদী হয়ে তোর আমি সেবি দু'চরণ! বল বোন্ করি কিরে, সত্য কি এ অভাগীরে লয়ে যাবি সাথে?"

কহিল নলিনী। "কিরে আর কি করিব, সাজিয়া আসিবি তুই, যা চলি এখনি। আমিহ পরিয়া লই বস্ত্র একখানা, চল্ মোরা এক সাথে যাই সেই দেশে।"

অমনি পটলমুখী ছুটিল পবনে। নলিনী সুন্দরী, খুলিল পেটেরা তার, পাইল শাটীকা এক জীর্ণ অতিশয়। গুছাইয়া সেই বস্ত্র লইল পরিয়া। তা'পরে করিল কাত কূপাটী তেলের, পাইল দু' এক বিন্দু—মাখিল মুখেতে। চিরুণী

অভাবে, করাঙ্গুলে কেশগুলি লইল গুছায়ে, বরাযাদী যাত্রা হেতু হইল প্রস্তুত।

এইরূপে সারি কাজ, পটল-মুখীর আশে অপেক্ষিছে সতী, সহসা সহাস মুখে, কতিপয় পতিহীনা রমণী পাড়ার, আসি উপজিল তথা কহিল হাসিয়া। "তপন তোমার নাকি যাইবে স্বরগে, আসিয়াছে স্বামী তার, সুবৃহৎ রথ লয়ে সুরপুরী হ'তে! তুমিহ যাইবে না'কি তাদের সহিত?"

বিষণ্ণ বদনে কর তুলি ঊর্দ্ধদেশে, কহিল নলিনী সতী। "কেমনে জানিব বল! পটল ত ঐরূপ কহিল আমারে! সত্য মিথ্যা এ কথার জানেন দেবতা।"

কহিল সকলে। "গিয়াছে ছাইয়া দেশ। যেথা সেথা এই কথা চর্চ্চিছে সকলে। তপনের যশোগান, গাহিছে আকাশে পাখী নরলোকে নর।—এ কথা কি মিথ্যা কভু পারে গা হইতে? তুমিও ত সাজিয়াছ যাইবে বলিয়া?"

কহিল নলিনী সতী সহাস বদনে। "মনে ত তেমনি আশ। এখন বলিতে কিন্তু পারিব কেমনে?"

কহিল সকলে। "তোমার মেয়ের রথ, তুমি না যাইবে যদি কে তবে যাইবে। প্রতিবাসী মোরা, আমাদের প্রতি দয়া হইবে কি আর?" এই বলি অধোমুখী হইল সকলে!

কহিল নলিনী সতী কাতর বচনে। "পরের সে রথ মাগো, কি হাত আমার তায় দেখিছ তোমরা।—আমার হইলে, তোমরাও বল তায় পারিতে বাঁধিতে।"

কহিল সকলে। "তোমার না হ'ক, সে ত তোমারি মেয়ের! প্রতি-বাসী মোরা, তোমার(ও) যেমন রূপ তাহার(ও) তেমন। অনাথা

দুঃখিনী হায়, পাপে কলুষিতা, জানিস্ ত সব তুই,—কর্ গো পুণ্যের কাজ, লয়ে চল্ সাথে !”

কহিল নলিনী সতী দিশাহারা প্রায়। “তাই ত গা এ কথায়, কি আমি কহিব নাহি পাই যে ভাবিয়া।”

কহিল সকলে হাসি। “কি আর কহিবি, চল, লইয়া সকলে ! মেয়ের কল্যাণে তোর, প্রতিবাসী মোরা যদি হই স্বর্গবাসী, মঙ্গল কামনা তাঁর করিব সকলে !”

এইরূপ নিবেদন করিতে তাহারা, গলিল নলিনী সতী, কহিল অমনি। “চল তবে, পারি যদি লইব সহিত, নহিলে আসিস্ ভাই ফিরিয়া সকলে।”

এইরূপ বচসায় রহিছে সকলে, আইল পটলমুখী, আর(ও) কতিপয় নারী আসিয়াছে সাথে। তাহারাও অইরূপে, নিবেদিল সুরসাধ নলিনীর পদে, চাহিল যাইতে সাথে। অগত্য নলিনী সতী, লইল সকলে ; চলিল একত্রে মিলি দ্বাদশ বিধবা।

পঞ্চম সর্গ।

এইরূপ দলবাঁধি, একাদশ বিরহিণী লইয়া নলিনী, উপজিল বরাবাদী দ্বিতীয় প্রহরে। নাহি নিরখিল পথে, অপ্সরীর কোন রূপ জনতা তথায় ; অথবা মঙ্গলবাদ্য নাচ পরীদের। চিরকাল যেইরূপ, আজিও সে দেশ, রহিয়াছে সেই রূপ ; কোনই নূতন কথা না হেরিল তথা। সঙ্গিনীসমূহে তাই, প্রশ্নিল নলিনী সতী

মলিন বদনে। “কহ কি নূতন কথা দেখিছ এ দেশে?—কোথায় অপ্সরীবৃন্দ, রথ স্বরগের? মা গো কি লজ্জায় তোরা ফেলিবি না জানি!”

হতাশে, আশ্বাস দিয়া কহিল সকলে। “স্বরগের পরী তারা,—জাতি কুসুমের! দ্বিতীয় প্রহর বেলা, পথে পথে এ উত্তাপে পারে কি ভ্রমিতে?—পশি বনে নিরজনে এখন তাহারা, ঝুলিতেছে ডালে ডালে, পারিজাত পুষ্পপ্রায় নন্দন কাননে। আইলে বৈকাল, বেলা, পড়িলে তখন, মেলা বসাইবে দেশে; করিবে ভ্রমণ, বাজাবে মধুর বাদ্য নাচিবে গাহিবে।”

এইরূপ বুঝাইতে, অমনি সে নলিনীর ফিরিল বিশ্বাস। চলিল সকলে লয়ে, প্রবেশিল রোহিণীর সুন্দর আবাসে। ভরিল প্রাঙ্গণ তার ঘোর জনতায়।

শপথে আবদ্ধা এবে রোহিণী রূপসী, করিয়াছে দৃঢ় পণ; কলহ কাহার সাথে আর না করিবে। হেরি নলিনীর দল পাইয়াছে ভয়, ভাবিছে, ‘তপন প্রতি, যত কিছু অত্যাচার করিয়াছে তিনি; সে সবের প্রতিশোধ লইতে সে নারী, আসিয়াছে দল বাঁধি করিতে বিবাদ।’ এইরূপ কত ভয়ে ভীত মনে মনে, কহিলেন শিষ্টাচারে কুটুম্ব সকলে। “কি ভাগ্য আমার আজি, বেহানের আগমন আবাসে আমার! এস এস সবে এস, বস গো আসনে!” এই বলি সমাদরে, অলিন্দে আনিয়া, যতনে আসন দান করি বসাইল। ঘুরিল চঞ্চল গতি, ডাকিল চাঁপারে! “কোথা চাঁপা, আন্ জল, ঘড়া গাড়ু সারি সারি সাজা গো উঠানে!—দাও গো তোমরা সবে মুখে হাতে জল?—কোথা মা তপনমণি! কুটুম্ব এসেছে, রন্ধন শালায়

ভর দাও মা গো তুমি।” এইরূপে রুষ্টমুখী, সুমিষ্ট আলাপে, বসাইলা সযতনে কুটুম্ব সকলে। বিজলী গতিতে চলি, গেলেন, যথায়, বসিছে তপনমণি রন্ধন ভবনে।

মধুর নয়নে চাহি শাশুড়ীর পানে, জিজ্ঞাসিল মধু হাসি সুষমা তপন। “কাহারা মা আসিয়াছে, কুটুম্ব, বাড়ীতে ?”

সভয়ে সুধীর স্বরে, তপনের পাশে বসি কহিল রোহিণী। “তাই ত মা কি করিব! দলবলে আসিয়াছে জননী তোমার! কি যে দ্বন্দ্ব দিবে আজি না পাই ভাবিয়া। কিরে মা করেছি আমি! পিঠেতে বেঁধেছি কুলা, কাণে দিছি তুলা, ঝগড়ায় আর পদ নাহি বাড়াইব।—কি হবে মা, কি হবে মা! আমি যে উপায় স্থির না পারি করিতে!”

কহিল তপনমণি সোনামুখে হাসী। “বস মা এখানে তুমি, মায়েরে আমার আমি লই’ছি বুঝায়ে!”

বসিল শাশুড়ী তথা তপনের স্থলে, কহিল মধুর ভাষে। “লক্ষ্মী মা আমার তুমি ধীরাক্ষি সুন্দরী, যাও সঙ্গোপনে গোল দেহ নিবারিয়া! রন্ধনশালায় আমি বসি ততক্ষণ।”

উঠিলা তপনমণি, যথায় শ্রীঘরে, বসিছে জননী সতী সহ দলবল।—একাকী আসিয়া সতী, নমিল মায়ের পদে ভক্তি-সহকারে। জিজ্ঞাসিল একে একে কুশল সবার। তপনের চাঁদমুখ চুমিল সকলে, বসাইল মধ্যস্থলে, বসিল ঘেরিয়া; স্বরগের বার্ত্তা এবে পাতিবে সকলে।

সুষমা তপনে ছাড়ি এদিকে শাশুড়ী, ভাসিছে ভাবনা-স্রোতে।—পাছে সে সুন্দরী, মিশিয়া মায়ের সাথে, একত্র হইয়া দ্বন্দ্ব করে বীরবলে!—আবার যখন, দেখিল তাহারা সবে মলিন

তপনে; ঘোর সর্ব্বনাশ বামা গণিল অমনি। "ঐ গেল, সব গেল, তপনেও দলভুক্ত লইল করিয়া।" এই বলি সব ছাড়ি, শ্রীঘরে যাইয়া দেখা দিল তাড়াতাড়ি; কহিল তপনে হাসি। "বেহানে এখানে রাখি, মা আমার মন নাহি বসিল রন্ধনে! যাও মা সে মাছ গুলা যাইছে জ্বলিয়া; দুঃখের সুখের কথা, তোমার মায়ের সাথে কহি আমি বসি!" এই বলি বেহানের বসিল পারশে।—এ কথা সে কথা বামা কহি কতক্ষণ, জিজ্ঞাসিল হাসিমুখী। "পথে কি বরান্দ কোন ছিল ডাকাতীর! তাই কি বেহান, সিপাহী সন্তর সবা লই' বাহিরিছ?"

কহিল নলিনী হাসি সম পরিহাসে। "থাকিতে বেহান তুমি, অন্যপর কারে আর যাইব লুঠিতে!—একাকী এসেছি তাই তোমারি আবাসে!—দেখ না কেমনে, চাল চুলা উলটিয়া লুঠি তব বাড়ী।"

ভিতিল রোহিণী শুনি নলিনীর কথা। ভাবিল, ঝগড়া এরা করিবে নিশ্চয়। অনন্তর বিজ্ঞাপিতে, নূতন স্বভাব যাহা ধরিয়াছে এবে, কহিল সহাসমুখী। "তোমার(ই) ত তপনের ঘর দ্বার বাড়ী, আমি কহ কে এখানে লুঠিবে আমায়?—মেয়েরে লুঠিতে চাহ; মায়ে ঝিয়ে খেল ঢাল দেখি আমি বসে।" এই বলি চারু হাসি হাসিল রোহিণী।

কহিল নলিনী হাসী। "তুমি না খেলিলে! মায়ে ঝিয়ে খেলি সুখ পাইব কি বোন্?"

কহিল রোহিণী শুনি নূতন স্বভাবে। "ঢাল খেলা ভাই আমি দিয়াছি ছাড়িয়া।—দু'দিনের বিশ্ব এই! বল, বীর্য্য অহঙ্কার নহে চিরকাল!—এই সব ভেবে গুণে, ঢাল খান দিছি

ফেলি অগাধ সলিলে! রাখি না সে চোপা আর করি না কলহ!” এই বলি নম্রমুখী বসিল নীরবে।

কহিল নলিনী সতী হাসি সুমধুর। “চির রণজয়ী তুমি যে ঢালের বলে, সে হেন সুন্দর ঢাল, কি মহা কারণে ভাই ভাসাইলে জলে?—শুনিলে এ কথা, পাইয়া বসিবে যে গো প্রতিবাসীকুল; বসিবে টিকীতে আসি লবে প্রতিশোধ।—তখন কি গুণে তুমি নিবারিবে অরি?”

কহিল রোহিণী শুনি পরিশ্রুত প্রাণে। “দিয়াছি ভাসায়ে ভাই স্বর্গীয় আদেশে!—যদি অকারণে দ্বন্দ্ব করে কোন জন, স্বর্গই বিচার তার করিবে তখন।—দিয়াছি ফেলায়ে, আর না তুলিব কভু, দাঁড়াইব রণে।—নর্ত্তকী রূপিণী এই কুহকী সংসার, আজি এ আবাসে নাচে কালি সে আবাসে, এর মায়া মোহে বোন্. আছে কি ভুলিতে?—সোনার শরীর তলে, এই যে দেখিছ, ঝলিছে জীবন-বায়ু! এ খাঁচা কাটিয়া, দিনেক এ পাখী ফাঁকি দেবে গো সকলে।—প্রাণভরা পরমায়ু পাও যদি তুমি, তথাপি ভগিনি, শমনের হাত হতে নারিবে এড়াতে।”

প্রশ্নিল নলিনী। “স্বর্গীয় আদেশ’ দিদি কি তুমি কহিলে?”

কহিল রোহিণী। “সে কথা কি নাহি তুমি শুনিছ বেহান! স্বর্গীয় জামাতা তব; নিশার গভীরে হেথা আসি এক দিন; কত উপদেশ দিয়া আমা সবাকারে, গিয়াছেন সুরদেশে ভবনে আপন।—স্বর্গীয় আদেশ এবে বুঝিলে বেহান?—ঐ যে কদলী-তরু দেখিছ প্রাঙ্গণে, ঐ তরু’ পরে তিনি আছে অধিষ্ঠিত। আইলে রজনী, জ্বলন্ত লৌহের রূপ ধরে ঐ তরু। তপন পূজিতে যায়, কত কথা তার সাথে হয় অই স্থলে।—বিস্তর সে

কথা বোন্; একে একে বিবরিয়া কহিব পশ্চাতে।—এস এবে স্নানাহার করিবে সকলে।”

প্রশ্নিল নলিনী। “এসেছিল রথ নাকি অতি চমৎকার ?”

কহিল রোহিণী। “সব এসেছিল—মোরা, দিয়াছি ফিরায়ে।”

কহিল নলিনী। “ফিরাইলে কেন শুনি ?”

কহিল রোহিণী। “এসেছিল রথ খানা লইতে তপনে। আমারে না লয়ে, তপন যাইতে একা করে অস্বীকার।”

কহিল নলিনী। “কেন নাহি গেলে তুমি ?”

কহিল রোহিণী। “তোমারে রাখিয়া আমি পারি কি যাইতে।—হইয়াছে বেশ ভাল আসিয়াছ তুমি। তোমারে লইয়া, সব কথা ভাঙচুর করিব বিকালে। দিনস্থির করি তবে লইব সে রথ, যাইব সকলে মিলি।—তুমি কারে কারে সাথে লইবে আপন, কর সে কথার স্থির; আমিহ লইব যারে করি স্থির আমি।—আহারের পর, লইব মীমাংসা করি এ স্থর কথার !—এস এবে চল সবে করিবে আহার।” এতেক কহিয়া, রন্ধন-শালায় সবে করিল প্রবেশ।

স্নানাহার করি সবে, পাড়া প্রতিবাসীকুলে ডাকিয়া বৈকালে, জাগাইল মহাসভা রোহিণী রূপসী; পাতিল স্বর্গের কথা। কত বাদ অনুবাদে মীমাংসিল শেষ। ‘দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি লইবে সে রথ, যে চাহে যাইতে স্বর্গে আসিবে সে দিন।’

নলিনীর পানে চাহি, প্রতিবাসী তাঁর যত কহিল নিবেদি। “মায়ের ভবনে, যাবে না কি একবার সুন্দরী তপন ? প্রতি-বাসীকুলে কি গা দিবে না সে দেখা ? যাইবে স্বরগে সতী, লইবে না সবাকার বিদায়ী চুম্বন ?”

কহিল রোহিণী শুনি অতি কুতুহলি। "কেন না যাইবে! —মা যাবে মায়ের বাড়ী, তা হ'তে আনন্দ আর কি আছে আমার!—সপ্তাহ এখন সবে থাক গো এখানে, সাজাব মায়েরে আমি, তবে সে মায়ের বাড়ী দেব পাঠাইয়া!—মা যাবে মায়ের বাড়ী, তা হতে সুখের কথা কি আছে আমার?"

কহিল কুটুম্বকুল মিনতির ছলে। "সপ্তাহ কেমনে মাগো থাকিব বসিয়া!—কালি সুপ্রভাতে, আমা সবা দেও তুমি বিদায় সুন্দরি! অতীতিলে এই তব কথিত সময়, যাইবে তপনে লয়ে জননী তাহার, আমরা কি ঘর ছেড়ে পারি মা থাকিতে?"

কহিল রোহিণী শুনি বিষণ্ণ বদনে। "তাই ত কেমন কথা! থাকিবে না কেহ!—কালিই প্রভাতে কিগা লইবে বিদায়?"

কহিল কুটুম্বকুল। "কোথা মা যাইছি আর! যেখানেই যাই, তোমার বিহনে বল—আর কার খাই!"

অনন্তর রাতি তথা প্রভাতি সকলে, একাদশ বিরহিণী হইল বাহির। চলিল জাগায়ে পথ ঘোর কোলাহলে। যেখানে বসিল, পাতিল সেখানে কথা—স্বর-বিবরণ।

ষষ্ঠ সর্গ।

একে একে সাত দিন গেল অতিবাহি। মেয়েরে লইয়া আজি নলিনী সুন্দরী, যাইবেন চাঁদপুর। প্রতিবাসী আসি সবে মহা সমারোহে, তপনে বিদায় দিল মায়ের সহিত। সুন্দরী তপন, শাশুড়ীর পদধুলী লইল যতনে, চাঁপার সুচারু মুখে

করিল চুম্বন। পাঁচটী রূপার মুদ্রা, শাশুড়ী স্থন্দরী, দিল তপনের খোঁটে যতনে বাঁধিয়া ; দু'খানি নূতন শাড়ী, হাঁড়ীতে সন্দেশ, আর ছড়াকত কলা ফলিত গাছের। "যাও মা স্থশীলে! প্রাণটী লইয়া তুমি চলিলে আমারি !—সঁপিনু তোমারে, যাও, বিধাতার করে, সেই কৃপাময় মা গো জগতের পতি, রক্ষিবে তোমায় পথে ; আবার তুলিয়া কোলে দিবেন আমার।" এই বলি বধূটীর চুমিল বদন।—বেহানের পানে তবে ফিরায়ে নয়ন, মধুর ভাষায় করি মধুর আলাপ ; নয়নে অঁাচল চাপি কাঁদি কতক্ষণ, করিলা বিদায় সবে।

বিজলিনী হেন ঝলি উজলি চৌদিক, চলিল তপনমণি মায়ের সহিত। দুইখানি গ্রাম, মাঝে, তিনটী প্রান্তর, করি অতিক্রম তারা পাবে চাঁদপুর। তৃতীয় প্রহর বেলা, তথাপি তাহারা, সন্ধ্যা আগমনে তথা পারিবে পৌঁছিতে।

প্রথম প্রান্তর পার হইল হরষে, আইল নদীর তীরে। নিস্তরঙ্গ জলে যার, ডোঙ্গা এক যোড়া, সতত থাকিত বাঁধা খেয়াপার হেতু। ভাগ্যদোষে সেই দিন, সেই তালতরী তথা না হেরিল ঘাটে। কূলেতে ধীবরকুল, বসিছে হরষে সবে মৎস্যের শীকারে। জিজ্ঞাসিল তাহা সবে জননী স্থন্দরী। "কি হেতু ঘাটের তরী নাহি হেরি ঘাটে ?"

কহিল ধীবরবৃন্দ মধুসম্ভাষণে। "অর্দ্ধ ক্রোশ দূরবর্ত্তী, এই নদীতীরে, গিয়াছে সে তালতরী, অন্য এক ঘাটে।—বিবাহ যাত্রীর পার করিবে তথায়।—আসিবে এখনি ফিরি ; মুখে জল দিয়া, ততক্ষণ তরুতলে করহ বিশ্রাম।"

অভাগী রমণী দু'টী, হস্তপদ প্রক্ষালন করি নদনীরে, বসিল

উপায়হীনা তরুর ছায়ায়। রহিল চাহিয়া, ডোঙ্গা আগমন পথে আকাঙ্ক্ষিত চিতে। গড়াইয়া গেল বেলা সন্ধ্যা আগমনে, ফিরিল সে তালতরী। অগত্য রমণী দু'টী আরোহি সে তরী, হইল সলিল পার। চলিল পর্য্যটি পথ, মায়ে ঝিয়ে নানা কথা পাতি নানা মতে।

আইল আঁধার রাতি বাতী নাহি সাথে। সম্মুখে ভীষণ বন, শ্মশানের পাশে। দিনমানে সেই স্থলে, দেখে লোকে ভূত পেত্নী, ডাকিনী বিকট। আইলে রজনী, কেহ না মাড়ায় ভয়ে সেই মড়াভূমি। দুইটী রমণী মাত্র সঙ্গে কেহ নাই, মনে মনে নানা ভয় পাইল তাহাই। তথাপি তপনমণি বুঝাইল মায়ে, করিল সাহস দান। "কেন মা কিসের ভয় ?"

কহিল কম্পিত স্বরে জননী সুন্দরী। "মা আমি দেখিলে ভূত ডরাই বিষম !"

আবার অভয় দান করিল তপন। "স্বর্গীয় জামাতা তব রহিয়াছে সাথে। আমরা ভূতের ভয় করিব কি হেতু ? এই ত শ্মশানে, শবদেহ সে জনার জ্বলিল চিতায়।—চল তুমি নিরভয়ে ?—এ বিপত্তি কালে রক্ষা করিবেন তিনি।"

এরূপে সাহস দিয়া, নানা কথা পাতি পথে করি অন্যমনা, মায়েরে লইয়া ক্রমে পশিল গহনে ! তমিস্র গহনে পশি, উভয়েই হইলেন পাষাণ সমান। তথাপি তপন, সাহস বাঁধিয়া মনে, মায়েরে ধরিয়া করে চলিল সুধীরে। সহসা শুনিল, শুষ্কপত্র পরিবৃত সে আঁধার বনে, ঘোর মড় মড় শব্দ। মাড়াইয়া পত্র রাশি, ভূতদল যেন তথা করে গতায়াত। শুনি সে ভীষণ শব্দ, কাঁপিল নলিনী সতী হইল অচল।

তপন সাহস দান করিল আবার। "কেন মা কাঁপিছ তুমি, খাইতেছ ভয়। রহিয়াছে এই স্থলে জামাতা তোমার। আমরা কাহার ভয় করিব তা' কহ ?"

এতেক কহিতে সতী অমনি তথায়। "এঁই ওঁ রয়েঁছি এঁই।' বলি খিল্ খিল্ করি হাসিল বিকট।—শুনি সে নাসিকা শব্দ সে আঁধার দেশে, অজ্ঞান আকারে কাঁপি, অমনি চেতন-হীন পড়িল জননী। আবার হইল শব্দ, 'এঁস হেঁ তঁপনমঁণি, তোঁমার স্বঁর্গীয় স্বাঁমী ডাঁকিছে তোঁমায়।—এসঁ এসঁ প্রাঁণে-শ্বরী, তোঁমারে লঁইয়া কঁরি স্বর্গ আঁরোহণ!" এইরূপে কহি ভূত, ধীরে ধীরে আসি কর ধরে তপনের।

কহিল তপনমণি কম্পিত অধরে। "কে তুমি ধরিছ কর, কহ প্রকাশিয়া।—চিনিয়াছি আমি,—নহ কোন ভূত কিম্বা দূত স্বরগের ;—ভীষণ মানুষ তুমি চিনেছি তোমায়।"

কহিল সে ভূত। "কেন না চিনিবে!—কে নাহি চিনিতে পারে পতিরে আপন ?—এস তবে প্রিয়তমে স্বামীর সহিত!"

কহিল তপণমণি। "তোমার সহিত কেন যাইব কোথায় ?"

হাসিল সে ভূত! "তবে আর কই তুমি চিনিলে আমায়!"

কহিল তপনমণি। "চিনিয়াছি, চিনিয়াছি, গ্রামবাসী তুমি, অম্বিকা তোমার নাম। তুমিই আমারে, ধরেছিলে এক নিশা প্রাঙ্গণে আমার!"

কহিল যুবক হাসি। "তবে কেন নাহি সতী স্মরিছ সে কথা,—সেই কথাটী মধুর!—কি সম্বন্ধ পাতি তথা আমার সহিত, করিলা বিদায় তুমি কোন্ আশা দিয়া!—স্বামী বলিয়াছ যবে, স্বামীর সহিত তবে চল স্থহাসিনি!"

কহিল তপনমণি নির্ভয় বচনে।—“এই যে নর্ত্তকবৃন্দ অভিনয় স্থলে, বিবিধ সম্পর্কসহ সাজে নানা সঙ্, দেখায় বিবিধ খেলা!—তেমনি আমিহ তথা কার্য্য অনুরোধে, সাজিনু তোমার পত্নী।” এই বলি সেইক্ষণে, আপন কৌশলে, মায়ের চেতনা দানে বসিল সুন্দরী।

পরমাদ গণি যুবা, ‘হাবসিনী হাবসিনী,’ বলি চীৎকারিল।

আইল রমণী এক দীর্ঘ কলেবরা, আঁধার রূপিনী বামা বীরাঙ্গী বিষম। তপনের কোল হতে, বীরবলে মায়ে তাঁর লইল কাড়িয়া; রাখিল হৃদয়দেশে, নিদ্রিত শিশুরে যথা রাখেন জননী। অমনি যুবক, হাবসিনী পানে চাহি করিল আদেশ। “এই রমণীরে লয়ে, আশুগতি চাঁদপুরে দেহ পঁহুছিয়া! যদি নাহি জাগে পথে, আসিবার কালে এঁরে কহিও জাগায়ে। ‘তপন স্বামীর সাথে গিয়াছে স্বরগে। তোমারে দিলাম আনি আবাসে তোমার। আসিবে, তোমারে দেখা দিবে সে সুন্দরী, দুঃখ তুমি তার তরে কভু নাহি কর।’ আদেশ পাইতে, অমনি সে হাবসিনী, তপনের মায়ে লয়ে ছুটিল পবনে।

এইরূপে নিঃসহায় হইলে তপন, আকাশ ভাঙ্গিয়া শিরে পড়িল তাঁহার।—নাহি জানে কি কৌশলে রাখিবে সতীত্ব এবে এ বিজন বনে।—হায় অম্বিকার করে, এতদিনে বুঝি সতী সর্ব্বস্ব হারায়। অম্বিকা নিশ্চিন্ত ভাবে বসি তাঁর পাশে, পাতিল মধুর প্রেম, জিজ্ঞাসিল কত; কিন্তু সে যুবতী, নাহি উত্তরিল তার কোন সম্ভাষণে।

দেখিতে দেখিতে চন্দ্র উদিল পূরবে, হাসিল বিজন বন। হেরি চন্দ্রমার কর দুঃখিনী তপন, কি চিন্তিল কি প্রবোধ পাইল

পরাণে, করিল রোদন ত্যাগ। যুবকের পানে চাহি কহিল কাতরে। "দুঃখিনীর হিতাকাঙ্ক্ষী আপনি যুবক, বদ্ধ দাসী ঋণ-পাশে—পদে আপনার! নরক সমান মোর ছিল যে আলয়, স্বরগ হইল তাহা আপনার(ই) গুণে। এতদূর সাধি হিত, কেমনে এ নিষ্ঠুরতা দেখান এখন?"

কহিল যুবক। "হিতাকাঙ্ক্ষী কই আর পারিনু হইতে; তুমি ত সে সবগুলি, অভিনয় বলি এবে করিছ উল্লেখ।"

কহিল তপনমণি। "হউক সে অভিনয়! কিন্তু কার্য্য-কালে, পাইনু সুফল যবে সেই অভিনয়ে; কেন কৃতজ্ঞতা তবে নাহি স্বীকারিব, রহিব বিকায়ে পদে?"

কহিল যুবক হাসি। "স্বামী বলি উল্লেখিয়া, তুমি ত সে কার্য্যক্ষেত্রে পাইলে সুফল! 'পত্নী' বলি ডাকি আমি, কেন নাহি কোন্ মধু পাইনু সুন্দরি?—এই ত বিচার তব, এই কৃতজ্ঞতা!"

কহিল তপনমণি মধুর বচনে। "অজ্ঞ আমি নারী জাতি, সুবিজ্ঞ আপনি, দেখহ বিবেচি মনে!—কি এমন উপকার আছে এ সংসারে, হায় যার বিনিময়ে, পারে সতী নারী তার সতীত্ব বিলাতে?" এই বলি অধোমুখী হইল লজ্জায়।

প্রশ্নিল যুবক শুনি সহাস বদনে। "সতীত্ব কাহারে কহে জান কি তা তুমি?—পার কি কহিতে সতি, সতী কারে কহে?"

কহিল তপন। "পতি বিনা মতি যার নাহি অন্যপরে।"

কহিল যুবক। "আমারেও পতি বলি উল্লেখিলা যবে, কেন তবে মতি নাহি রাখিছ এখন?"

কহিল তপন। "একের অধিক হলে উপপতি তিনি। উপপতি করে যেই অসতী সে নারী।"

কহিল যুবক। "তবে ত তোমার মতে দ্রৌপদী সুন্দরী, ছিল ঘোর ভ্রষ্টা নারী।—তাহাই জিজ্ঞাসি আমি!—সতীত্ব কাহারে কহে, যদি নাহি জান, রক্ষিবে কেমনে তবে ?"

কহিল তপনমণি মধু সম্ভাষণে। "অবলা রমণী আমি নাহি জানি যবে, কহ বিবরিয়া তবে শিখি তব ঠাঁই।"

কহিতে লাগিল যুবা বিবরি তপনে। "পতিত্বে বরিবে যারে সেই তব পতি! কিন্তু লোকান্তরে তার, যদি লো, সতীত্ব তব চাহ রাখিবারে; কর তবে বিবাহ নূতন। একের বিয়োগে যদি কাণ্ডারী অপরে, নাহি সমর্পিত প্রাণ সুন্দরী তরণী; কোথা কোন নিরুদ্দেশে, ভাসি বেড়াইতে তারে হইত নিশ্চয়।"

কহিল তপনমণি অলীক মানিয়া। "আশ্চর্য্য বারতা যাহা বিবরি কহিলা। সমাজ কি হেতু তাহা কহিতে ডরায় ?"

X কহিল যুবক। "হিন্দু সমাজের কথা কর তুমি ত্যাগ! এই সমাজের ভয় করে যে বিধবা, মরে সে অভাগী, পরে বেশ্যা-আভরণ।—কাম-ক্ষুধা, অন্ন-ক্ষুধা, মলমূত্র-বেগ, সমাজের ভয়ে কেহ পারে কি চাপিতে?—যে চাপে সে অবশেষ, আপন পবিত্র তনু করে মলময়; সমাজে লজ্জিত হয়; নিষ্ঠীবন বরিষণ খায় সবাকার।—আপনি সমাজ দেখ, সাজায় বিধবাকুলে এ জঘন সাজে, হাসে পুনঃ দরশনে,—দেখ দেখি সমাজের রহস্য অদ্ভুত?—তাই উপদেশ তোমা দিতেছি সুন্দরী, পতিত্বে বরিয়া মোরে, মনের আশঙ্কা যত কর দূরীভূত। চাষার বিয়োগে, —জান না কি সতী তুমি,—কেমনে গ্রামের গরু পড়ে তার ক্ষেতে ?" এই বলি মুখ পানে চাহিল বারেক।

কহিল তপনমণি। "তিক্ত ফল ফলাইয়া রাখি যদি আমি

অথবা বেড়িয়া দৃঢ় কণ্টক বেড়ায় ; সে দশায় কোন পশু, পারিবে কি প্রবেশিতে সে ক্ষেতে আমার ?”

কহিল যুবক। “তিক্ত ফলাহারী কীট, দেখিবে তখন, জুটিবে সে ক্ষেতে তব, নষ্টিবে ফসল!—রূপ ও যৌবনে যবে মহা ধনেশ্বরী!—বুদ্ধিমতি হও তুমি কেমন(ই) কৌশলী, কদাচ রক্ষিতে নাহি পারিবে এ ধন!—এই হবে অবশেষ, তুলিবে কাকের মুখে এ পাকা কদলী।”

কত কি চিন্তিয়া সতী করিল উত্তর। “আমি যদি মন্দ পথে নাহি রাখি পদ, কে আমারে কোন্ বলে পারিবে লইতে ?”

কহিল যুবক। “অধম প্রেমিক যদি হইতাম আমি, কিম্বা কোন স্বার্থপর নর ভয়ঙ্কর। এইক্ষণে দেখাতাম, মন্দপথে নাহি তুমি আসিতে কেমন!—রমণীর জাতি তুমি সহজে দুর্ব্বল, এ বল দেখাও কহ কি হেন সাহসে ?”

চিন্তিল তপনমণি অন্তরে আপন। “অধম প্রেমিক নহে, যথেষ্ট প্রমাণ তার পাইয়াছি আমি! ছাড়িবার(ও) নহে পাত্র। আজি কিম্বা কালি, বসিবে হৃদয় চাপি এ পাপী আমার।—আহা যদি একবার, শাশুড়ীর কাছে আমি পারি পঁহুছিতে, আর কি বাড়ীর হই কখন(ও) বাহির!—একই দেশেতে বাস, তাই বা কেমনে আমি পারিব এড়াতে ?”

এইরূপ চিন্তাকুল বসিছে সুন্দরী, ভাবিছে কত কি কথা ; অধীর যুবক তারে হাসি জিজ্ঞাসিল। “কি তুমি চিন্তিছ সতি!—দেখনা ভাবিয়া! বারেক মৌখিক ভাবে স্বামী বলি ডাকি, কি সুন্দর সুখ তব জাগিল কপালে। প্রাণ হতে আহা যদি ডাক একবার, স্বরগের প্রেমপুঞ্জ এখনি ভুঞ্জিবে।”

কহিল তপনমণি অবনত মুখে। "তাই আমি ভাবিতেছি।" কহিল অন্তরে, 'কি রূপে তোমার হাত হতে এড়াইব।'

কহিল যুবক। "তাই তুমি কি ভাবিছ?"

কহিল সুন্দরী। "কেন না একই দেশে বাস উভয়ের।"— কহিল অন্তরে 'কি ছলে তোমার হাত হতে এড়াইব?'

কহিল যুবক অতি প্রফুল্ল অন্তরে। "স্বদেশে রহিব কেন, দূর দেশান্তরে, তোমারে বাঁধিয়া বুকে বসিব গোপনে!"

কহিল তপনমণি সলাজ বদনে। "তাহাই চিন্তিছি মনে, কোথা হেন দেশ আমি পাইব নির্জ্জন।" কহিল অন্তরে, 'পলায়ে তোমার হাত হতে এড়াইব।'

পাইল মনের কথা তপনমণির, কহিল যুবক হাসি। "কর তুমি চিন্তা দূর!—পতির বিয়োগে, তরলা ভগিনী মোর ধনে ধনেশ্বরী। বিষয় সম্পত্তি কত সুন্দর ভবন, রয়েছে পড়িয়া তার কুমিল্লা নগরে।—তোমার উপরে তার স্নেহ সমধিক; তাহার(ই) আদেশে, তোমারে লইয়া বাস করিব তথায়।—এস তুমি রসবতি, চল মোর সাথে?"

কহিল তপনমণি ধরা পানে চাহি। "ভালবাসা চিরকাল রবে কি সমান?—এটি না কহিলে—" কহিল অন্তরে, 'পারি কি তোমার হাত হ'তে এড়াইতে?"

কহিল আশার স্বর্গ নিরখি নয়নে। "কি কব অধিক আর, প্রাণাধিকা তোমা!—স্বর্গ, মর্ত্ত্য ত্রিভুবন, ভাসাইয়া জলে, রব তব প্রেমপাশে আবদ্ধ সদাই!—অযতন সতী তব কভু না করিব।"

কহিল তপনমণি আপনার মনে। "আহা কি সুন্দর চাঁদ উদিত পূরবে! আহা কি শীতল বায়ু বহিছে সুধীরে!"

কহিল অন্তরে, 'দেখি এইবার, পারি যদি এঁর হাত হতে এড়াইতে।"

কহিল অম্বিকা ঘোষ মধু সম্ভাষণে। "গগনে উদিছে চাঁদ, বহিছে বাতাস।—এই হেন মধুকালে, বিধুমুখী তব, নাহি কি উদিছে মনে কোন মধু-সাধ ?"

কহিল তপনমণি ধরাপানে চাহি। "প্রস্ফুটিত পুষ্প যদি পাইতাম হেথা, একটী কুসুমদাম গাথিতাম বসি।" কহিল অন্তরে, 'এততেও পারি যদি, আজি এ কালের হাত হতে এড়াইতে।'

সহাস বদনে যুবা কহিল অমনি। "এখনি তুলিয়া ফুল দিতেছি তোমায়, কিন্তু সে কুসুমদামে, কহ শুনি কোন্ সাধ পূরাবে মনের ?"

কহিল তপনমণি সলাজ বদনে। "সে কুসুম দামে আমি বাঁধি কোন জনে, করিব কুহকে বশ!" কহিল অন্তরে, 'এড়াইব হাত হ'তে সে মহা কৌশলে।'

পলকে তুলিয়া ফুল আনিল তখনি, তপন গাঁথিল মালা; কহিল যুবক। "গাঁথিলে ত ফুলমালা, কাহারে পরাবে এবে পরাও সুন্দরি! লহ বাঁধি প্রেম-পাশে।"

কহিল তপনমণি। "কারে নাহি পরাইব—আমি যে বিধবা।" কহিল অন্তরে, 'ফাঁকি দিয়া হাত হতে চাহি এড়াইতে।'

প্রশ্নিল যুবক। "তবে কেন এত সাধে গাঁথিলে এ মালা ?"

কহিল তপন। "মলয় অনিলে এরে দিব উড়াইয়া।"

কহিল যুবক। "তাতে কহ কোন্ সাধ পূরিবে মনের ?"

কহিল তপনমণি গোপনে হাসিয়া। "দেখিব লুকিয়া, বিধবা তপনে গলে কে পারে পরিতে!"

কহিল যুবক হাসি। "দেহ তবে তাই ছাড়ি, দেখ তব মালা, কেমনে আসিয়া গলে পড়ে প্রেমিকের!"

অনন্তর সে যুবতী দাঁড়াইল যুবকের তুচ্ছ ব্যবধানে, মালা-ছলে নিক্ষেপিল ধূলী কতিপয়। পড়িল সে ধূলা গিয়া, যুবকের নাক, মুখ, ভরিল নয়নে। যত কিছু চতুরতা ফুরাল সকলি; পলকে হইল অন্ধ বিবন্ধে পড়িল। চতুরা তপন, কতিপয় পদ দূরে সরি দাঁড়াইল। ঘোর যাতনায় যুবা কহিল কাঁদিয়া। "বুঝিনু তপন, কূটফন্দী হতে তোর গঠিত অন্তর।—হইল উত্তম তুই দিলি শিখাইয়া।"

কহিল তপন। "নহিলে যে হাত হতে নারি এড়াইতে।"

কহিল যুবক। "কতবার এড়াইবে ভাবিতেছ আর! কৌশল আমার, তোমা হতে কূটতর জানিও নিশ্চয়! আমার ফন্দীতে, নিশ্চয় বন্দিনী তুমি হইবে আবার।"

কহিল তপন। "বেশ চিনিয়াছি আমি কৌশল তোমার! তোমারি ত কলবলে, ডোঙ্গা জোড়া ঘাট ছাড়া হইল বৈকালে! কিন্তু আর এইরূপে, পারিবে না এ তপনে ধরিতে আঁধারে। যদি পার কভু, নিশ্চয় তপনে তুমি পাইবে তখন!—দেখিব যুবক এবে দেখাব তোমায়, তোমার কৌশল কত, কৌশল আমার।"

এই বলি তাড়াতাড়ি, সন্দেশের হাঁড়ী আর শাড়ীযোড়া লয়ে, চলিল তপনমণি নিশার গভীরে।—অম্বিকার ভয়ে সতী, দিলা বরাষাদী ত্যাগ দিলা চাঁদপুর। রক্ষিতে সতীত্ব ধন, পথের ভিখারী এবে সাজিল সুন্দরী। চলিলেন চিন্তাকুল প্রান্তর ভাঙিয়া। "স্বরগের মধু দিয়া, সৃজিল বিধাতা কোথা কোমল কুসুমে। হায় সেই মধু, মাছিরে বিলাতে তিনি দিল কি আদেশ?—এ হতে ঘৃণার কথা আছে কি সংসারে?"

সপ্তম সর্গ।

দেখিতে দেখিতে বেলা দ্বিতীয় প্রহর, জ্বলিল প্রখর রবি বিশাল আকাশে, বরষিল বিষরাশি ধরণী উপরে। অভাগী তপনমণি, পথপর্য্যটনে আহা ক্লান্তা অতিশয়, পশিল এ হেন কালে কনৌজে নগরে। সুন্দর সরসী এক হেরিল তথায়, নির্ম্মল সলিল যার, তাহারি যৌবন সম দুলিছে চঞ্চল। পশি সেই সরোবরে, সোপানের এক পাশে বসিল দুঃখিনী। শিলার উপরে তথা রহিয়াছে লেখা।—"নিষেধ এ সরোবরে পুরুষ প্রবেশ।" আনন্দে সে লেখা পাঠ করি সে সুন্দরী, চিন্তিলেন মনোমাঝে। "এই স্থলে অনায়াসে কাটাইব নিশা; নিরাতঙ্ক স্থল ইহা বেষ্টিত প্রাচীরে।"

রূপসী রমণী কত, বালিকা সুন্দরী, করিতেছে জলকেলি, ভাসিছে সলিলে। অবগাহি স্বর্ণদেহ শুচিছেন কেহ, কেহ মাজিছেন দন্ত। ভাসায়ে কুন্তলরাশি কোন বা রূপসী, করণে অঙ্গুলী ঠেলি দিতেছেন ডুব। আবাল বালিকা দল, চরণে ছুঁড়িয়া জল খেলিছে সাঁতার। বাতাসে জুড়ায়ে দেহ, সুদেহী তপন, ইচ্ছিল পশিতে জলে। ভাসিছে গায়ের তৈল ঘাটের সলিলে, বিবর্ণ হয়েছে জল। জন্মিল অরুচি তাই নামিতে তথায়। ত্যজি সেই স্বর্ণঘাট, কতিপয় পদদূরে চাহিল নামিতে। অমনি রমণী এক, ঘাট হ'তে মধুস্বরে কহিল তাহারে। "কি মা তুমি করিতেছ, নামিও না ঐ স্থলে যাইবে ডুবিয়া! অবগাহ চাহ যদি করিতে সুন্দরি, কেন না আসিছ এই নিরাপদ স্থলে?"

এই মধু সম্ভাষণে অমনি তপন; স্বর্ণ সোপানে ফিরি আইল

আবার। জননী-রূপিনী সেই রমণীর আগে, আসি দাঁড়াইল সতী ; কৃতজ্ঞতা সহকারে করিল প্রণাম।

এইরূপ কৃতজ্ঞতা করিতে স্বীকার, অবাক নয়নে, তপনের মুখপানে চাহিল সকলে। কহিল প্রথমা সতী পরিতোষ প্রাণে। "কার মেয়ে মা গো তুই এলি কোথা হতে? এ কাঁচা বয়সে, এত সুশীলতা মরি শিখিলি কোথায়?"

পাশ হতে অন্য সতী কহিল অমনি। "তাই ত মা একি হেরি! কোন্ স্বরগের পরী প্রসবিল এঁরে!—মা তুমি কোথায় হতে আইলে এখানে?"

কহিল তপনমণি বিনীত বদনে। "দুঃখিনীর মেয়ে মাগো আমি অভাগিনী, বরাষাদী গ্রাম হতে এসেছি এদেশে।" এই বলি ভালে কর রাখিলা দুঃখের।

বরাষাদী নাম তাঁরা শুনিতে তথায়, পরস্পর ঠারাঠারি লাগিলা করিতে। হাসিল মুচকি কেহ, কেহ কারে সঙ্গোপনে টিপিল কৌতুকে। জননী-রূপিনী সেই প্রথমা রমণী, জিজ্ঞাসিল মধুহাসি। "তোমারি সে গ্রামে, আছে নাকি সতী এক, বিধবা সুন্দরী তিনি সাবিত্রী সাক্ষাৎ? গভীর নিশায় নাকি আসি তার পতি, বসায়ে কনক রথে, অতি সমারোহে, গিয়াছে লইয়া সাথে স্বরগ-ভবনে?"

হাসিল তপনমণি মনে আপনার। উত্তরিল মধুভাষে। "মাগো সে বিস্তর কথা, কহিব পশ্চাতে।—পাতিলে হেথায়, স্বকাজ ভুলিবে সবে, সহিতে হইবে গিয়া গঞ্জনা গৃহের!—সারিয়া সকল কাজ নিশ্চিন্ত হইয়া, এ কথা পাতিলে সুখ পাইবে সকলে, শুনিবে কৌতুকমুখী।"

কহিল সকলে। "কোথায় তোমার দেখা পাব মা তখন ?— অন্তরের এ লালসা পূরিবে কেমনে ?"

কহিল তপনমণি। "এখানেই রব মাগো যাইব কোথায় ? অতি অভাগিনী আমি, এসেছি এদেশে, খাটায়ে শরীর কাল কাটাইব বলি।"

প্রশ্নিল সকলে। "আইলে রজনী তুমি রহিবে কোথায় ?"

কহিল তপন। "কোন এক তরুতলে রহিব পড়িয়া।"

প্রশ্নিল আবার। "ভয় তুমি পাইবে না একাটি থাকিতে ?"

কহিল তপন। "কেন মা কিসের ভয়, পুরুষ প্রবেশ যবে নিষেধ এখানে।"

জিজ্ঞাসিল সবিস্ময়ে, প্রথমা রমণী সেই জননী রূপিনী। "কেমনে জানিলে তুমি, নিষেধ এ সরোবরে পুরুষ-প্রবেশ ?"

কহিল তপন। "এই ত মা ঘাটে তাহা রহিয়াছে লেখা।"

অমনি প্রথমা নারী কহিল চমকি'। "তাই ত মা তোর প্রতি, দেখি যে গো সরস্বতী রহিয়াছে সখা! মুখেতেও দেছে বিধি সুধা স্বরগের! রূপেও গড়িল তোরে ভুতলে অতুল! কেন যে আবার তবে, করিল কপাল তোর এত অন্ধকার! না পারি বুঝিতে মোরা সে লীলা বিধির।"

কহিল তপনমণি ছাড়িয়া নিশ্বাস। "করিয়া থাকিব পাপ পূর্ব্ব জন্মে কোন, তারি প্রতিফল, দিতেছেন নিরঞ্জন ভুঞ্জিছি বসিয়া।" এই বলি ক্ষুণ্ণমনা হইল সুন্দরী।

কহিল প্রথমা সতী, অতি দয়াবতী। "লহ মা বিশুচি তনু, চল তুমি এক সাথে আবাসে আমার।—কন্যা এক নিরুপম, দিয়াছে বিধাতা মোরে চারুলতা নামে, সম-বয়সিনী সেটী হইবে

তোমার ; তাহারি সহিত মিশি থাকিবে তথায়, নাহি পাবে কোন ক্লেশ !—যাইবে মা তুমি ?"

কহিল তপনমণি অতি কুতুহলি। "শুভক্ষণে মাগো আমি পশিনু এ সরে ; হেন দয়াবতী সহ হইল সাক্ষাৎ।" এই বলি করপুটে কহিল ফুটিয়া। "তবে মাগো একমাত্র এই নিবেদন। অন্দর মহলে, মলমূত্র পরিষ্কার, কিম্বা সমকাজ, যাহা আদেশিবে দাসী পালিবে সকলি।—বাহিরের কাজে কোথা নারিব যাইতে।"

উত্তরে কহিলা সেই দয়াবতী সতী। "পূর্ণিমার চাঁদ তুমি যৌবন-আকাশে, এ হেন বয়সে, বাড়ীর বাহিরে তোমা কেন মা ছাড়িব ?—চিন্তিওনা কোনরূপ ! বাড়ী কি বাহিরে, কোন কাজ মা তোমারে নাহি আদেশিব। মেয়ের মতন তোমা রাখিব যতনে, দেখিব স্নেহের চোখে।"

কহিল তপনমণি মধুর নিনাদে। "আমিহ কি আপনাকে মা বলি ডাকিব ?" অমনি সলিল রাশি বহিল নয়নে।

কহিল সুন্দরী স্নেহে চুমি সে তপনে ! "কোন জন্মে মেয়ে মোর ছিলি কি গা তুই ? কেন মা এতেক মায়া বসাস্ পরাণে। শুনি মধুভাষা তোর, ক্রমশঃই শিলা সম হইছি অবশ।" এই বলি বুকে রাখি চাপিল তপনে।

কহিল তপনমণি আপনার গুণে। "মা আপনি কৃপাময়ী দয়ার সাগর ! পর-দুঃখোচ্ছ্বাসে, ও তব সাগরে বান আপনিই ডাকে। তাই মা এ দুঃখিনীরে দেখাইছ দয়া।" এই বলি পুনঃ পদে করিলা প্রণাম।"

কহিলা প্রথমা সতী। "ঈশ্বরে প্রণাম কর, সেই দেখাইছে দয়া কি সাধ্য আমার !"

এইরূপে কতক্ষণ করিয়া আলাপ, সুষমা তপন স্নান করি কুতূহলি, শুচিলা স্বর্ণ তনু। পরিলা নূতন শাড়ী, ধরি ছায়া সে নারীর চলিলা পশ্চাতে। সেই সরসীর পাশে, একই প্রাচীরে গাঁথা অট্টালিকা এক, দেখিল সম্মুখে সতী; সেই আবাসেতে তারা পশিল হরষে।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম সর্গ।

মর্ত্তে সুরপুরী প্রায় নগরী কনৌজে, অতি সুশোভিত স্থল জনাকীর্ণ ভূমি। ইষ্টক রচিত পথ, দুধারে ভবন-শ্রেণী ভীম অট্টালিকা, বিতরিছে শ্বেতশোভা কাতারে কাতারে। স্থলে স্থলে পুষ্পবন, মন্দির দেউল; তার মাঝে নানা সাজে, বসিতেছে দেব-দেবী উজল বিভায়; কুলবালা ডালা করে, পূজিতেছে অবিরত সরস কুসুমে। এই নগরীর মাঝে বেষ্টিত কাননে, শোভে একখানি গৃহ দ্বিরদ-নির্ম্মিত। ইষ্টক প্রাচীরে ঘেরা বাড়ীর চৌদিক। পূরব পারশে তার, হাসিছে সরসী এক নির্ম্মল সলিলে। তার পাড়ে ঘন তরু, সুশোভিত ফল ফুলে বিবিধ ধরণে। শাখায় শাখায় পাখী গায় মধুস্বরে।

পশ্চিম পারশে শোভে মহিলা মহল। তিনটী ভবন যুক্ত ভীম অট্টালিকা; প্রাঙ্গণের মধ্যভাগে, দাঁড়াইছে সবগুলি একই কাতারে। দ্বিতল আবাসগুলি, প্রতি তলে তার, বিরাজে সুন্দর 'হল' বারেণ্ডা দক্ষিণে। উত্তর, পূরব আর পশ্চিম বিভাগে, দুইটী করিয়া কক্ষ হলের দুদিকে। দাঁড়াইছে পুরীত্রয়, একই চাতাল পরে সম-ব্যবধানে; দ্বিতলে দ্বিতলে গাঁথা, পোল সহকারে! প্রস্তর নির্ম্মিত সেই চারু চাতালের, নামিছে

সোপানাবলি চারিদিক হতে, পড়িয়াছে দীর্ঘাকার হরিত প্রাঙ্গণে, বিকাশিছে শ্বেত শোভা নব তৃণাসনে।

এই চিরানন্দ গৃহে, নিরানন্দ অতি; বসেন নগরপতি, বিপিন-বিহারি বাবু প্রবীণ পুরুষ। বয়সে সত্তর পার, ধর্ম্মভীরু জন, শ্রবণে বধির অতি; সতত কাতর আর, আপন সংসার ভার করিতে বহন।

'কেশব' নামেতে মাত্র একটী সন্তান, উচ্চঃশিক্ষা প্রাপ্ত জন, সুন্দর পুরুষ। কিন্তু সে যুবক, নাহি স্বীকারিল কভু বশ্যতা পিতার। নাহি দেখে রাজ কাজ, প্রজা নাহি পালে; পালে তিনি দুষ্টদলে দেশের যতেক। নাহি পূজে দেব-দেবী, নাহি পশে কভু তিনি কোন দেবালয়, নাহি লয় পদধূলি। পূজে তিনি কামদেবে, পশে সে মন্দিরে, যথায় বসতি করে বিধবা সুন্দরী। নব বিবাহিত পত্নী অতি রূপবতী, কিন্তু সে সতীরে, কভু না বাসিল ভাল; দিয়াছে তাড়ায়ে, পিত্রালয়ে সে যুবতী করিছে বসতি। আপন পত্নীর সাথে পাতিয়া বিবাদ, পরঃনারী তরে সদা ফিরিছে পাগল।—এই ত পুত্রের দশা বিপিন বাবুর। তা' পরে আবার, চারুলতা নামে তাঁর কন্যা নিরুপম, ষোড়শী রূপসী তিনি অতি মনোহরা, সাজিয়াছে স্বয়ম্বরা। বার বার কতবার, বিবাহের তরে করি পাত্র নির্ব্বাচন, কন্যার অমতে, হইলেন অপ্রস্তুত সমাজ সভায়; যে হেতু বিপিনবাবু, সতত অসুখী সেই কন্যা পুত্র লয়ে।—তার পর পরিবার চাঁপালতা নাম; তিনিহ নহেন কম। অধিক আব্দার স্নেহে, সেই ত জননী, পালি ছেলে মেয়ে দ্বয়ে করিল এমন। কাজেই বিপিন বাবু সব কাজ পরিহরি, বৈষয়িক কার্য্যগুলি করেন কেবল।

মধ্যম পুরীতে বাস করে চারুলতা, পূরবে কেশবচন্দ্র ; পশ্চিমে বিপিন বাবু প্রবীণ পুরুষ। একদা বসিছে চারু ভবনে আপন, একাটী নির্জ্জন স্থলে। কপালে রাখিয়া কর, সম্মুখে খুলিয়া লিপি করিতেছে পাঠ ; তা'সহ শীতল শ্বাস, থাকিয়া থাকিয়া সতী করিছে নিক্ষেপ। মাঝে মাঝে আঁখি হ'তে, টপ্ টপ্ শব্দে জল পড়ে পত্র 'পরে। অমনি সভয়ে, মুছিছে নয়ন দুটী মুছিতেছে লিপি।

এ রূপে ভাসিছে বালা নয়নের জলে। এদিকে জননী চাঁপা, পশ্চাতে আসিয়া, দেখিছে মেয়ের দশা নিঃশাড়ে দাঁড়ায়ে। এইরূপ কতক্ষণ থাকিয়া নীরব, হইলা অধীর অতি ; 'চারুলতা' বলি তারে সম্বোধি' ডাকিলা।

পাইয়া মায়ের শাড়া অমনি সে মেয়ে, গোপনে মুছিয়া আঁখি কহিল বসিতে। বসিলা জননী পাশে জিজ্ঞাসিলা হাসি। "কে লিখিল এই লিপি ? ত্রিপুরার রাজপুত্র কুমার প্রতাপ, অথবা লিখিল তব মাসী কুমিল্লার ?—কাহার হাতের লেখা স্বাক্ষর কাহার ?"

জননীর মুখ পানে চাহি চারুলতা, কহিলা মধুর লাজে। "তাঁহারি হাতের লেখা, কিন্তু লিপি খানি, আসিছে কুমিল্লা হতে মাসীর স্বাক্ষরে।"

কহিল জননী হাসি। "কুমার প্রতাপ তবে, তোমারি মাসীর গৃহে আছেন এখন। আহা সে অভাগী, ঐ পুত্র দেবরের পাইয়া এ ভবে, ভুলিয়াছে স্বামীশোক। পালিয়াছে পুত্রপ্রায়, সর্ব্বস্ব দিয়াছে, তোমারেও দিবে তার এই সাধ মনে। আহা এ সোনার সাধে দেখ ত কি রূপে, অর্পিছে বিষাদ রাশি তোমার

জনক !—দিয়াছে ত ছেলেটারে ঠেলিয়া গোল্লায়, মেয়েটারও মাথা এবে চাহিছে মুড়াতে।”

কহিলেন চারুলতা মধুর বচনে। “বাবার অন্যায় রাগ হেরি চিরকাল।—দাদার অমত যদি জানিতে পারিল, কেন তবে সেই স্থলে দিল তার বিয়ে !—একেলা আপন মতে বাজাইবে ঢাক, তবে কেন হেন লাজ না পাবে সমাজে ?”

কহিলেন চাঁপালতা দুহিতার আগে। “লজ্জা অপমান মাগো পাক্ ক্ষতি নাই।—দেখ দেখি সেই রাগে, ছেলেটার সর্ব্ব-নাশ করিল কি রূপ !—কেমন সুন্দর ভাবে, চালাইতে ছিল বাছা রাজকাজগুলি, তিনিহ তাহাতে, পেয়েছিল অবসর প্রবীণ বয়সে। রোষ পরবশে, তাড়াইল গদি হতে গেল সে গোল্লায় ; নিজেও পড়িল, হাড় ফাটা খাটুনিতে এ বুড়া বয়সে।”

কহিলেন চারুলতা। “আবার দেখ মা তুমি! কি রূপ আছিল দাদা হইল কি রূপ।”

কহিলেন চাঁপালতা। “সাংসারিক কার্য্যে বাঁধা না রহে যে জন, সে জন কেন না কহ, দুর্জ্জন সবার সাথে মিশি অবশেষ, হইবে কুপথগামী ?—কেশব(ও) ত সেই রূপে হয়েছে এরূপ। তবে তার তরে তারে, দোষিব কেমনে ?—যে জন করিল এটী, অন্যায় তাহার !—তোমার(ও) ত সেই দশা চাহিছে করিতে। সোনার সন্তান আহা কুমার প্রতাপ, তাহারে ছাড়িয়া, পাড়িছে বিয়ের কথা দত্তদের বাড়ী।—মরুক দত্তকে নিয়ে।—বল বাছা কোন্ কথা লিখেছে লিপিতে।”

সুচারু হাসিনী চারু, মায়ের আদেশে, খুলি লিপি খানি পাঠ করিল সম্মুখে।—

"চিরপ্রিয় চাঁপালতা, অনুজা স্নেহের! করি আমি আশীর্ব্বাদ, তোমারে চাঁপারে আর কুমার কেশবে; জানাই কুশল বার্ত্তা।— চারিদিন হতে আজি কুমার প্রতাপ, করিছেন আসি বাস আবাসে আমার। এই অবসরে, মায়ার পুতলি মোর চারু লতা সতী, আসে যদি এই দেশে আমার সমীপে; দিই আমি সমা-রোহে বিবাহ তাহার। পাঠাব শিবিকা এক সহচরী সহ, রহিবে পাইক সাথে; সেই শিবিকায়, চারুরে তুলিয়া তুমি দিবে সযতনে। আর সাবধানি তোমা, মর্ম্ম এ পত্রের, নাহি কর কোন রূপে কাহারে প্রকাশ। নাহি কহ গুপ্তকথা, কেশবে অথবা তব স্বামীরে আপন।"

তোমারি অগ্রজা আমি,
সতী সরোজিনী।

এই রূপে পত্র পাঠ করি চারুলতা, চাহিল মায়ের পানে। কহিল জননী সতী চিন্তিত বিষম। "আইলে শিবিকা জানিতে পারিবে কথা জনক তোমার।—সে দশায় সর্ব্বনাশ ঘটিবে নিশ্চয়।" এই বলি গালে হাত রাখিল চিন্তার।

কহিলেন চারুলতা সুচারু হাসিনী। "নাহি জানাইলে তিনি জানিবে কেমনে?—মাসীর আবাসে যাব, তাতেও অমত তাঁর হইবে ভাবিছ?"

কহিল জননী। "বল মা বুঝায়ে তবে, কি আমি কহিব গিয়া জনকে তোমার!—চির বদ্ধকালা তিনি, দেখিও বাধায়ে জ্বালা না যেন বসেন!"

কহিলেন চারুলতা। "কালা না হইবে যদি, তবে কেন হেন জ্বালা,—এ সংসার জ্বালা বল সহিব আমরা?"

কহিলেন চাঁপালতা বিরক্ত বিষম। "দূর কর্ মা গো তুই সে সকল কথা বল। কি করিব এবে!"

কহিলেন চারুলতা সুমধুর স্বরে। "বাবারে এরূপ তুমি কহিবে বুঝায়ে।—আসিবে শিবিকা এক কুমিল্লা হইতে, চারুলতা যাবে তায় আবাসে মাসীর; আইলে সে যান, যেন তিনি কোন মতে নাহি তা' ফিরান!—এইমাত্র কহি কাণে সরল কথায়, লইবে উত্তর তাঁর।"

কহিলেন চাঁপালতা। "তবে আমি চলিলাম, এখনি কাচারী হতে আসিবেন তিনি। এখনি পাতিব কথা।" এই বলি কুতূহলি, নামিলেন নিম্নতলে চাঁপালতা সতী।

"কাচারী হইতে আসি, এইমাত্র বসিছেন সে প্রবীণ জন; দূর হ'তে হেরি চাঁপা, সুচারু ব্যজনী লই' আইলা সম্মুখে। হেলায়ে দুলায়ে পাখা, মধুমাখা মুখে, কহিতে লাগিলা সতী। "কাচারী হইতে কহ আইলে কখন?"

বধির বিপিন বাবু, কি তিনি শুনিল, উত্তরিল এইরূপ। "কোথায় কিনিনু কাঁচা সুপারী, কখন?—তবে যদি চাও— দেশেতে অভাব নাই পাইব বিস্তর।"

কহিলেন চাঁপালতা অন্তরে আপন। 'ভাল আমি কালা নিয়া পড়িনু জ্বালায়!' অনন্তর ভাবান্তরে কহিলা আবার। "কহিতেছি আমি! দপ্তরের কাজ তব সমাপ্ত হইল?" এই বলি পুনরপি দুলাইলা পাখা।

বুঝিলেন বিপরীত, বদ্ধকালাজন। "চারুর বিয়ের কথা দত্তদের বাড়ী, তাই কি কহিছ তুমি!—তোমার অমত যবে, কেমনে সমাপ্ত আমি করি সে কথার।"

কহিলেন চাঁপালতা চঞ্চল বিষম। “আইনু যেনবা আমি, চারুর বিয়ের কথা সুধিবারে এঁরে !”

কহিল বিপিন বাবু শুনিল যেমন। “কি বল ?—চারুর বিয়ে দেবে বুধবারে !—যা’ইচ্ছা করগে আমি কহিবনা কিছু। তবে কিনা এক কথা ; করিওনা লগ্ন কভু প্রতাপের সাথে। ঘোর মূর্খ ছেলে সেটা কেশবের যোড়া।—জিজ্ঞাসিনু আমি তারে—‘পড়ালেখা কতদূর করিয়াছ বাবা ?’ বাবা তায় উত্তরিল। ‘পড়ালেখা করি নাই, গণ্ডমূর্খ আমি, তা’ বলে কি প্রবেশিব হাড়ির সংসারে ?’ দেখ ত ঘৃণার কথা, অহঙ্কার কত !—এতই কুলীন তিনি, হাড়ি আমি হইলাম তাহার সমীপে।—এতে তারে মেয়ে দান করি কি প্রকারে ?”

কহিলেন চাঁপালতা অন্তরে আপন। “কালা যদি না হইবে, এত জ্বালা কেন তবে সহিব পরাণে।—সুন্দর স্বভাব সহ সে বাছা কোথায়, লজ্জিত বদনে ধীরে কহিল চরণে ;—‘লেখা পড়া যা করিনু। তণ্ডুল টিপনে প্রভু, প্রবেশিবে অনায়াসে হাঁড়ীর সংবাদে।’ ইনি তায় কি বুঝিল, চারুর বিয়েতে বাদ সাধিয়া বসিল।—কতকাল আর, যমরাজে ফাঁকি দিয়া জ্বালাবে আমায় ?”

কহিল বিপিন বাবু বুঝিল যেমন। “চারুর বিয়েতে বাদ সাধিনু বলিয়া, যমরাজ প্রায় তাঁরা জ্বালাবে আমায় !’—আহা কি সুন্দর মাথা পেয়েছ সুন্দরি !—কি বাদ সাধিতে তুমি দেখিলে আমায় !—তাহারাই, দেখ তুমি,—দেখ বিবেচিয়া ! হাড়ি মুচী বলি কত দিল গালাগালি।”

এইরূপ কতক্ষণ পতিপত্নী দোঁহা, কি কথায় কোন্ কথা

লয়ে বিবাদিল। অবশেষ চাঁপালতা স্থিরিল এমনি। 'এই সব তর্ক লয়ে, হট্টগোল করি ফল কি তায় পাইব।' অনন্তর সবে ক্ষান্ত দিয়া সে সুন্দরী, কহিলেন মধু হাসি।—'তা'দেরি ত সব দোষ দেখি এ বিষয়ে!"

হাসিল বিপিন বাবু, নয়নে নয়নে চাহি কহিল চাঁপারে। "এতদিনে বুঝিয়াছ, বস তবে কাছে।—এইবার বল দেখি, সেই স্থলে কন্যাদান কেমনে উচিত?"

কহিলেন চাঁপালতা। "কখনই নহে।"

ভুলিল স্বামীর মন পত্নীর কথায়, ধরিলেন শান্ত ভাব। পাতিলেন চাঁপালতা কথা আপনার। "এসেছে একটী পত্র কুমিল্লা হইতে! তাই আমি জানাইতে আইনু তোমায়।"

শুনিল বিপিন বাবু, সেই পুরাতন কাণে এ নূতন কথা। জিজ্ঞাসিল মধু হাসি। "চারুর কি বরপাত্র?—কার পুত্র তিনি!—ভাল হয় দেখে শুনে কহ তুমি কথা!"

চিন্তিল চঞ্চল চাঁপা। 'আবার এ কোন্ জ্বালা। এতেক চীৎকার মোর, কোনই যে কাজে নাহি আসিল এ কাণে!' অনন্তর প্রকাশিয়া কহিল সুন্দরী। "পাত্র নহে,—পত্র—লিপি!' এই বলি দেখাইল, বাম করতলে বামা ঘুরায়ে আঙ্গুল। "লেখা আসিয়াছে—তুমি, বুঝিয়াছ এবে।"

বুঝিল বিপিন বাবু কহিল হাসিয়া। "তাই কেন নাহি বল আসিয়াছে 'চিঠি'।—পাঠাইল কোন্ জন?"

কহিলেন চাঁপালতা। "লিখেছে চারুর মাসী।"

কহিল বিপিন বাবু সুধীর বচনে। "লিখেছে চারুর মাসী!—কি লিখেছে তায়?"

কহিতে লাগিল চাঁপা, একে একে বুঝাইয়া পৃথক কথায়। "চারুরে যাইতে তথা লিখেছেন তিনি।"

প্রশ্নিল বিপিন বাবু। "কেন সব ভাল বটে ?"

কহিল অমনি চাঁপা। "পীড়িত আছেন তিনি।"

কহিল বিপিন বাবু, পীড়ার সংবাদ শুনি পীড়িত অন্তরে। "দেও পাঠাইয়া তবে।—আমিহ না হয়, সেই সাথে গিয়া তারে আসিব দেখিয়া।"

কহিলেন চাঁপালতা অন্তরে আপন। "তা'হলেই লগ্ন ভস্ম করিবে চারুর।" অনন্তর ভাবান্তরে কহিল বুঝায়ে। "চারুকে পাঠায়ে দিয়ে, দেখ কি সংবাদ পাও যাইও তখন।—তত কিছু নয়, মাথা, ধরেছে কেবল।"

আবার কালার কাণে, শুনিলেন বিপরীত, কহিলেন ধীরে। "ভূতে ধরিয়াছে ?—কুমিল্লা ভূতের দেশ, তাই ত চারুকে তবে কেমনে পাঠাই ?"

ভাবিলেন চাঁপালতা, ঝালাপালা অতি। 'হাড় ঝাড়া কালা এটা বে-আড়া বিষম।' কহিলেন উচ্চৈঃস্বরে। "ভূতে কেন ধরিবে গো, ধরিয়াছে মাথা।"

কহিল বিপিন বাবু। "তাই কেন নাহি বল ধরিয়াছে ব্যথা। —বাতের মতন নাকি ?"

কহিলেন চাঁপালতা কথা আপনার। "চারুকে লইতে, পাঠাবে শিবিকা তিনি শুভ শুক্রবারে।"

কহিল বিপিন বাবু।—"তা বেশ, যাইবে চারু !"

কহিলেন চাঁপালতা পাখা দোলাইয়া। "ফিরায়ে দিওনা যেন, আইলে পাল্কী !"

কহিল বিপিন বাবু। "কহিয়া রাখিলে যবে ফিরাইব কেন?—আইলে শিবিকা পাবে সংবাদ তাহার!"

কহিলেন চাঁপালতা। "মনে থাকে যেন!"

কহিল বিপিন বাবু বুঝিল যেমন। "তার আর মনে আমি কি বল করিব!"

এইরূপে কথা শেষ করিয়া সুন্দরী, স্বামীরে লইয়া, পশিলেন হাসিমুখে কক্ষের ভিতরে।

মায়েরে বিদায় দিয়া চারুলতা সতী, বসিছেন একাকিনী। হতাশ নিশ্বাস, ফেলিছেন ধীরে ধীরে লিপির উপরে। একটী সুন্দর কথা আছিল লিপিতে, মায়ের সমীপে তাহা রাখিয়া গোপন, পড়িছেন এবে একা সজল নয়নে।—

"কহ লো প্রকৃত বালা! পরিয়া শোকের মালা
কেন ভব-কুঞ্জ-মাঝে বেড়াইছ গড়িয়া?
সম্মুখে নবীন তরু, কেন না লতিকে চারু,
বিকাশিছ প্রেমপুষ্প এ তরুতে চড়িয়া?

এস গলে গলে মিলি, তোমারে মাথায় তুলি,
এস প্রিয়তমে তুমি সোহাগেতে গলিয়া!
মলয় অনিলে দুলে, প্রেমভরে ফুলে ফুলে,
নাচ এ হৃদয় পরে অলঙ্কারে ঝলিয়া!

এই রূপ চারুলতা, করিছেন লিপি পাঠ, বিলাপিছে বসি সহসা সিঁড়ীর দ্বার কাঁপিল অমনি, তা' সহ আইল, তরুণী রূপসী এক বিজলী রূপিনী। সুগোল দেহিনী বালা গোলাপী অধরা, যৌবন বাঁপিছে হৃদে; গহনা বিহীনা তনু, দুকূল বসনা।

চাহি যুবতীর প্রতি চারুলতা সতী, ডাকিলেন ইশারায়, বসাইলা পাশে; আরম্ভিলা কাণকথা। সম বয়সিনী দু'টী সুচারু হাসিনী, শোভিল মখ্‌মলাসনে দুটী পদ্মফুল।

এই যে রমণী রত্ন আইল এখন, বসিল চারুর পাশে, পরিচিতা এই সতী আমা সবাকার।—যথায় প্রস্তর 'পরে রহিয়াছে লেখা, 'নিষেধ এ সরোবরে পুরুষ-প্রবেশ'। সেই সরসীর নীরে, দেখেছি এ নারী-রত্নে মণিময় ঘাটে।—এই চারু-লতা সতী, ইহার(ই) জননী, আনিল এ অবলারে সেই স্থল হতে। ইনিই সে আমাদের দুঃখিনী তপন।

এই আবাসেতে আসি অভাগী তপন, পেয়েছে চাঁপার স্নেহ, পিরিতি চারুর; ভুলিয়াছে পুরাতন বেদনা মনের। রাজকন্যা সম সতী, চারুলতা সহ, অসীম আনন্দে কাল কাটাইছে হেথা।—নাহি জানে গৃহকাজ, কলসী কলসী জল তোলা সারাদিন; সন্ধ্যা আগমনে আর, বসিয়া প্রাঙ্গণে, নাহি কুচাইতে হয় বিচা-লির রাশি। প্রাঙ্গণের এক পাশে এ নূতন দেশে, রোপিছে কদলী তরু, তার(ই) সেবা বিনা কাজ নাহি সে সতীর।

কতক্ষণ কাণকথা কহিয়া তপন, জিজ্ঞাসিল মধু হাসি। "শুনিনু ত সব কথা বারতা মধুর, কিন্তু তুমি বিধুমুখি! এ মহা মিলনে, পাইবে কি কোন প্রেম প্রত্যাশিছ মনে?—জানি আমি শুনিয়াছি; 'বড়র পিরিতি নাকি বন্ধন বালীর।"

কহিলেন মধুহাসি চারুলতা সতী। "কি তুমি কহিছ সই! পিরিতি কি বড় ছোট মানে কোন কালে।—নাহি জান যবে তবে কি আর কহিব, যে ছলে আবালে, আমি অবলারে তিনি বাসিলেন ভাল! কত যে ফুটন্ত ফুল তুলি কুতূহলি,

সাজাতেন অঙ্গ মোর; কত কি আনিয়া আর, তোষিতেন অবিরত, কি কব তোমারে। আবাল হইতে ভালবাসি এইরূপে, যৌবনে জীবন কিনি, পারিবে কি অনাদর করিতে আমার?— একান্তই করে যদি, অদৃষ্টের লেখা বলি গণিব তখন।”

কহিল তপনমণি মধু সম্ভাষণে। “পুরুষের ভালবাসা কিরূপ প্রকার, নাহি যবে জানি ভাই কহিব কেমনে?—তবে তব মুখে আমি শুনি যেই রূপ, তাহাতে এমনি ভাবি,—তুমিই স্থন্দরি, গিয়াছ বিকায়ে তার মধুর পিরিতে, কিনিবারে কিন্তু তাঁরে নাহি পারিয়াছ।—দেখিয়াছ স্থনয়নে, তাহাই তাঁহার, গুণরাশি এই রূপে করিছ কীর্ত্তন;—আশার ছলনে ভুলি, কুহকে আঁখির, মনেরে ভুলায়ে তুমি রাখিছ আপন।—পুরুষের জাতি ভাই, জাতি ভয়ঙ্কর, একের উপরে স্থির কভু না হইল।”

শুনিয়া মলিন মুখে কহে চারুলতা। “নির্ম্মল দর্পণে সই, যেইরূপ পরিস্কার দেখ তব মুখ;—তা'হতে যে পরিস্কার, সে হৃদি দর্পণে তাঁর দেখি মুখ আমি!—এমন নির্ম্মল যিনি, তাঁর প্রেমে সন্ধিহান হইব কেমনে?”

কহিল তপনমণি। “আরশী সদৃশ ভাই হৃদয় যাঁদের, দেখিতে নির্ম্মল অতি; তাঁহাদেরি আগে, যে জন দাঁড়ায় মুখ দেখে সে আপন; তা'পরে আবার যবে সরে সে অভাগী, অমনি ছায়ারে দূর করে সে দর্পণ।—শুনিয়াছি আমি, পুরুষ আপন প্রাণ নাহি বেচে কভু।”

কহিলেন চারুলতা বিষণ্ণ বদনে। “মুখাগ্রে বসিলে ভাই, হেরি যদি প্রাণে তার ছায়াটী আমার; তাই কি সৌভাগ্য কম রমণীর তরে! অবিরত করি সেবা, জপি নিরন্তর, তথাপি অন্তর

যদি না পাই তাঁহার, অদৃষ্টের দোষ মোর জানিব তখন।—তাঁরে কেন দোষ দিয়া, হইব পাপের ভাগী আমি অভাগিনী।—শুনিয়াছি আমি, রমণীর কমনীয় হৃদয় মন্দিরে, দিয়াছে বিধাতা এক গুণ মনোহর; সেই মহা গুণে, ইচ্ছিলে কিনিতে পারে প্রাণ পুরুষের।"

কহিলা তপনমণি প্রফুল্ল বদনে। "দীর্ঘজীবী হও তুমি সতী সুহাসিনি, রহ চির সুখ ভোগে স্বামী-সহবাসে। মধু বিতরিণী তুমি, তোমা হেন ধনে, কেন না গাঁথিবে তিনি গলে কুতূহলি!—কে আছে জগতে সই এমন পাষাণ, সেবা যত্নে মন যাঁর নাহি যায় কেনা?" এই বলি শিরঃভাগে করিয়া চুম্বন, কহিলা বিষণ্ণমুখী। "যে ক'দিন আছ ভাই, অভাগী তপনে চুমা দিও এই রূপে।—চির বিদায়ের চুমা, এই চুমা চিরকাল থাকিবে স্মরণে।—" এই বলি অশ্রু সতী চাপিলা চোখের।

কহিলেন চারুলতা চুমিয়া তপনে। "কেন সই হেন রূপে, হতাশ চুম্বন তুমি দিতেছ আমায়? প্রাণ সমতুল তুমি, তোমারে কেমনে, চিরবিদায়ের চুমা দিব লো সজনি!—যাইয়া সে দেশে সই, শুভ অবসরে, পাঠাব শিবিকা তোমা; আরোহি তাহাতে তুমি যাইবে তথায়!—রহিব আমরা সুখে সেই সুরদেশে।"

কপালে তুলিয়া কর নীরব নিশ্বাসে, কহিল তপনমণি। "আর কার তরে তুমি প্রেরিবে শিবিকা। তোমার অভাবে, এ ভবনে আর সই রহিব কি আমি? তুমিহ যাইবে ভাই আমিহ যাইব; সেই দেখা শেষ দেখা হইবে দোঁহার।"

সুচারু নয়নে চাহি কহে চারুলতা। "কেন ভাই কোথা যাবে? আমার অভাবে, কি অভাব এ ভবনে হেরিবে ভাবিছ?"

কহিল তপনমণি মুছিয়া নয়ন। "এই যে যৌবন 'কাল'

পাইয়াছি আমি, এই কালান্তক কাল, তাড়াইছে অভাগীরে সব দেশ হতে। তুমি যাই রক্ষিতেছ, তাই এ আবাসে বাস করিতেছি সুখে, তুমি গেলে কহ এরে কে আর রক্ষিবে?”

চমকি চাহিল চারু কহিল অমনি। “জনক জননী মোর, কভু অযতন তব নাহি ত করিল। কমলাক্ষী তোমা, দেখিও রক্ষিবে তারা যত্ন-সহকারে!”

কহিল তপনমণি। “তারা ত যত্নিবে অতি, জানি তা উত্তম; কিন্তু তদধিক; নাহি কি যত্নিবে, ভাই, কেশব তোমার?— তখন কি গতি সতি, হইবে আমার?”

জিজ্ঞাসিল চারুলতা। “মন্দ কোন ভাব তুমি স্বভাবে তাহার, কভু কি পাইলে সতি?”

কহিল তপনমণি। “কই ভাই ভাব তাঁর নহে ত সুন্দর! আতঙ্গি তাহাই, কেমনে সঙ্গিনী বিনা থাকিব এখানে?”

কহিলেন চারুলতা প্রবোধ বচনে। “ডরিওনা সই তুমি, কোন অত্যাচার নাহি হবে তব পরে। ব্যবস্থা তাহার, সুন্দর ধরণে আমি যাইব করিয়া।” এইরূপ কাণ-কথা কহিছে দু'জনে, সহসা জননী চাঁপা, ডাকিয়া উভয়ে লয়ে গেলেন চলিয়া।

দ্বিতীয় সর্গ

আইল পূর্ণিমা নিশা, সন্ধ্যাহার পরে, চারুলতাসহ পাশি শয়ন-মন্দিরে, শুইল তপনমণি। নানা কথা উপকথা পাতি পিরিতের, হইলেন নিদ্রাতুর হারাইলা জ্ঞান। আইল নিশীথ-কাল, নীরব হইল দেশ গভীর নিদ্রায়। অম্বরের শিরভাগে ভাসি পূর্ণশশী, বিতরি উজল কর হাসাইল দেশ।

এ হেন সময়ে, জাগিল তপনমণি, জলহাভিলাষী; যে হেতু চারুরে, ধরি করপদ্মে সতী চাহিলা জাগাতে; কিন্তু সে সুন্দরী, বিভোরা নিদ্রার ঘোরে নারিল উঠিতে। পরন্তু তপন-মণি, সাহসে নির্ভর করি আইলা বাহিরে। হেরিল অলিন্দে আসি চন্দ্রমার করে, পূরিয়াছে সব দেশ, বহিছে মলয়ানিল হাসিছে প্রাঙ্গণ; চারিদিকে তরুরাজি, ফুল-অলঙ্কার পরি নাচিছে হরষে।

এরূপে তপনমণি, হেরিছেন প্রকৃতির প্রফুল্ল যৌবন, সহসা নয়ন, কদলী তরুর দিকে ফিরিল তাহার, তা'সহ পরাণে, বাজিল বিষম শেল। প্রাণ সমতুল সেই ঝাড় কদলীর, তার আড়ে দাঁড়াইছে, একটি শ্বেতাঙ্গ ষাঁড়, খাইছে মুড়ায়ে। স্বামী সম সমাদর করে যে তরুর, সে তরুর এই দশা, সহিলনা প্রাণে। দ্বিতল হইতে সতী ধীরে অবতরি, খেদাইলা জন্তুবরে। পলাইল ষাঁড়, খিড়কি কপাট পার হইল পলকে। ছুটিয়া সুন্দরী, চাহিল কপাট খানি আঁটিতে অর্গলে। অমনি সহসা, সেই কপাটের পাশ হতে এক যুবা, ধরিয়া সে কর তার লইল টানিয়া।

সুশীলা তপনমণি, নাহি হারাইল জ্ঞান পড়ি সে বিপদে। চাহিল নয়ন মেলি, চিনিল অমনি, প্রভুর তনয় তিনি আপনি কেশব, সেরূপে ধরিয়া কর লইয়াছে টানি। এরূপ বিবন্ধে পড়ি চতুরা তপন, কোনরূপ চঞ্চলতা নাহি দেখাইল। লজ্জা-বতী লতাসম জড়ীভূত ভাবে, বসিলা ভূতলে মাত্র, কহিলা সাহসে। "এ নিশা নীরবে, কেন যুবা এইরূপে ধরিছ আমায় ?"

কহিল যুবক যেন, পাইল সাহস। "কেন না বুঝিয়া লহ, কেন ধরিয়াছি !—তব সুধা আগমনে, দেখ রসবতি, আঁধার ভবন মোর উজ্জ্বল কেমন !"—

কহিল তপনমণি মধু সম্ভাষণে। "তা যেন তাহাই, কিন্তু তাতে কোন্ সাধ উদিল পরাণে, কি চাহ কহিতে তায় ?"

কহিল কেশবচন্দ্র সহাস বদনে। "এ হৃদি দেউল মোর চির অন্ধকার, এতে যদি পদার্পণ করিতে বারেক, জ্বলিত তা'হলে এতে বাতী স্বরগের।"

কহিল তপন যেন নারিল বুঝিতে। "কি তব প্রস্তাব যুবা না পারি বুঝিতে !—হৃদয়ে দেউল কোথা ?—বুকে কেন পদার্পণ করিব কাহার, জ্বালিব বা কেন বাতী ?"

সাহসে কেশবচন্দ্র কহিল বিবরি। "যেমন সবার সাথে, সরলাক্ষী সতী তুমি করিছ আলাপ, দিতেছ মধুর চুমা !—আমিহ ত একজন এই আবাসের, কেন তবে অভাগারে, সেই সুরসুধা হতে রাখিছ বঞ্চিত ? এই ত প্রস্তাব মোর কহিনু খুলিয়া।—কহ এ কথায় তুমি কি চাহ কহিতে ?"

শেল-সম এই বাণী পশিল শ্রবণে, রসবতী তপণের ; তথাপি সে সতী, চাপিয়া মনের ব্যথা ; ভাণমুখে সে যুবকে কহিলা

লজ্জায়। "এ নিশা নীরবে, ও কথা কি কথা যুবা চর্চ্চিছ আপনি ?—ছি ভাই, কেন না কর দিতেছ ছাড়িয়া !—লজ্জায় ডুবিছে আঁখি—ঘরমে শরীর।"

কহিলা কেশবচন্দ্র নিরাতঙ্গ মনে। "চল গিয়া বসি মোরা সরসীর তীরে, জুড়াই শরীর দুটী শীতল বাতাসে।"

কহিল তপনমণি ছলনা খেলায়ে। "না ভাই—না ভাই, আমি যাইব না কোথা !—না ভাই, না ভাই ছাড় !"

তপনের ভঙ্গিমায়, ক্রমশঃ যুবক, পাইল সাহস প্রাণে। কোমল পরশে ধরি, সে চারু চিবুক, সে ফুটন্ত পদ্ম পানে চাহি সম্ভাষিল। "চাহ লো নয়ন মেলি, দেখাও মধুর হাসি মাধুরী রূপের ! আর কতকাল, এরূপে জ্বালিবে প্রাণ ও বিজলী বাণে !—এস চল কর ধরি নাচিয়া নাচিয়া, যাই মোরা কুতূহলি, নির্জ্জন বিরলে গিয়া জাগাই বাসর ?

কহিল তপনমণি এরূপ শ্রবণে। "চির অভাগিনী আমি বিধবা রমণী, কি সুখ এ পোড়া ভালে আছে তা জাগাবে ?— বৃথায় সতীত্ব রত্ন হারাইয়া শেষ, কলঙ্কের ডালি শিরে বেড়াইব বহি ; পঙ্কিল করিব তনু, কালীমা মাখিয়া মুখে ভ্রমিব ভুবনে। পুরুষ, পুষ্পের ভ্রম নিমিষের তরে !—সারিয়া আপন কাজ, ফিরিয়াও আর নাহি চাহে পুষ্প পানে।"

এইরূপ শুনি যুবা, পাইল আপন প্রাণে প্রবল সাহস, কহিল হৃদয় খুলি। "কেন হেন চিন্তা তুমি করিছ তপন ! হৃদয়ের অধিশ্বরী করিব তোমায় !—মাখিব আমিহ মুখে, একান্তই কালী যদি মাখাই তোমায়।" এই বলি, তোষামোদ, মধুসম্ভাষণে যুবা করিলা বিস্তর।

চাহি নয়নের কোণে, কহিল তপনমণি মধুর বচনে। "এতটুকু না কহিলে, বিধবা তপনে ফাঁদে ফেলিবে কেমনে।"

কহিল কেশবচন্দ্র। "তা কেন তপনমণি! জান ত সকলি আমি করিয়াছি কিরে, পরিবার লয়ে ঘর কভু না করিব। তবে সে দশায়, পদ্মিনী রূপিনী তুমি, কেন না ফুটিবে সেই বাসরে আমার?—যে আস্থা দিতেছি, কভু পস্তাইতে নাহি হইবে কহিনু।"

কহিল তপনমণি। "রমণীর আশাপুষ্প, সামান্য আস্থায় ফোটে পাপ্‌ড়ি ছড়ায়ে, তাই তারা অবশেষ মরে পস্তাইয়া। সেই আশা-প্রিয়-জাতি আমিহ যখন, কেন না ভুলিব তবে এ তব আস্থায়?—আবার এমনি ভাবি, বিবাহ করিয়া করে পত্নী-ত্যাগ যিনি, তাঁর আস্থা করি হায় কেমনে বিশ্বাস?—আবার আবার ভাবি, রমণী সূচিকাপ্রায়, হেরিলে চুম্বক, তীব্র আকর্ষণে জ্ঞান হারায়ে আপন, সহজেই পরাভূত হয় তার মুখে। আমিহ না হই কেন, যা থাকে কপালে।"

কহিল কেশবচন্দ্র। "সূচিকার মত যদি, বারেক তোমারে, পারি লো ধরিতে মুখে; এ জনমে আর, ছাড়িব কি মুখ হতে ভাবিছ এমন!—হৃদয়ে হৃদয়ে মিশি কাটাইব কাল। কু-চিন্তা অন্তরে স্থান দিতেছ বৃথায়!"

কহিল তপনমণি। "সকলি ত বুঝিতেছি, তথাপি ভাবিছি; —যদি কেহ বীরবলে ধরি সূচিকায়, চুম্বকের মুখ হতে করেন পৃথক, রাখেন মুষ্টিতে বাঁধি; তখন তখন যুবা কি হবে উপায়?"

কহিল কেশবচন্দ্র সহাস বদনে। "জান না কি রসবতি, সূচিকা তখন, সেই মুষ্টাবদ্ধ জনে দংশি কি প্রকারে, সাধে সে

উদ্ধার নিজ, পতির সহিত গিয়া মিশে মুখে মুখে ?—প্রেমের প্রবল স্রোত বহিলে সবেগে, কার হেন সাধ্য সে যে রোধে তার গতি। তেমনি আমরা দুটী, মনের প্রবল বেগে মিলিব আবার। —করি চিন্তা পরিত্যাগ, এস মোরা বসি গিয়া নির্জ্জন গোপনে, কহি কাণকথা তথা বিবিধ ধরণে!" এই বলি আরবার, করিলা যতন তথা তপনমণির।

কহিল তপনমণি। "আজিকার কথা যুবা নহে ত দেখিছি! ভগিনী তোমার, যাঁর পাশে সারানিশা আছিনু শয়নে;—ডরি আমি, পাছে তিনি, জাগিয়া সন্ধান মোর করেন চৌদিক! সে দশায় লাজ কহ রাখিব কোথায় ?"

কহিল কেশবচন্দ্র। "নাহি সে জাগিবে, বৃথা কেন হেন চিন্তা গাঁথিছ পরাণে!—নিরভয়ে এস তুমি আমার সহিত!"

মিনতির ছলে সতী কহিল অমনি। "কেন না আমার মাথা খাইয়া আপনি, বিলম্বিছ ক্ষণকাল এই দ্বারদেশে। সেই অবসরে, আসিব দেখিয়া চারু আছে কি দশায়।—যাইওনা কোথা, আসি এইস্থলে দেখা পাই যেন আমি।"

কহিল কেশবচন্দ্র। "ফিরিবে ত শশিমুখি ?"

কহিল তপন। "প্রতীক্ষা আমার তুমি করিবে ত হেথা ?"

কহিল কেশব। "দেখা যাবে, আর তুমি, ফির কি না ফির!"

কহিল তপন। "দেখিব অপেক্ষা তুমি কর কি না কর ?" এইরূপে দেখাইয়া মৌখিক প্রণয়, করিলা গমন সতী। আইলা যথায়, শুইছেন চারুলতা কুসুম শয়নে। সুধীরে, পরশি করে, অতি সাবধানে, জাগাইলা সে নিদ্রিতা অতুল পুতুলে, কহিলা বিবরি কথা অতি সঙ্গোপনে।

শুনি চারুলতা সতী অতি বিষাদিত, কহিলা তপনে ধীরে। "দ্বারেতে রাখিয়া যদি আসিয়াছ তারে, এখনি যাইব আমি। দেখ না কি শিক্ষা দিয়া আসি দুষ্টজনে।" এই বলি শয্যাত্যাগ করিলা ধীমতি।

কহিল তপনমণি সহাস বদনে। "চল তবে সহচরি, আমিহ পশ্চাতে তব থাকিব লুকায়ে।"

এইরূপ স্থিরীকৃত করি চারুলতা, চলিলেন অগ্রগতি; চলিলা তপনমণি তাহার পশ্চাতে। এ দিকে কেশবচন্দ্র, ভগিনীরে হেরি, তপন ভাবিয়া তারে সম্বোধি' কহিল। "দেখ রসবতি, মশায় আমার দশা করিছে কিরূপ, তথাপি আদেশে তব, এই দেশে স্থিরভাবে রয়েছি দাঁড়ায়ে।"

এতেক কহিতে যুবা, বিজলী নয়নে চাহি চারুলতা সতী, কহিলা দাদার প্রতি। "এই হেতু বটে তুমি এ নিশা নীরবে, দাঁড়াইছ এ দশায় মশার প্রদেশে! নির্ম্মল পিতার কুলে, এই রূপে কালী তুমি চাহিছ ঢালিতে!—ভগিনীর সমতুল সুষমা তপন, তার প্রতি এই কথা! স্বকরে পরশি কাণ, এ কথা কু-কথা ত্যাগ কর দেখি তুমি!"

বিবন্ধে কেশবচন্দ্র পড়িল বিষম। স্থির ভাবে কতক্ষণ নীরবে দাঁড়ায়ে, রহিলেন নতমুখে; তবে কতক্ষণে ধীরে লাগিলা কহিতে। "কি কথা কু-কথা আমি কহিনু তপনে, যেহেতু এরূপে, আইলা অনল রাশি বর্ষিতে আমারে?"

কহিলেন চারুলতা। "যা কিছু কয়েছ, তোমারি কথায় তার পেয়েছি প্রমাণ। এক্ষণে রাখিয়া মান, তপন হইতে ক্ষমা লহ তুমি চাহি; শপথ করিয়া আর কহ এঁর পদে, কখন

কস্মিন কালে, কু-চোখে ইঁহার পানে আর না চাহিবে।" এই বলি মধু ভাষে, তপনে আপন পাশে লইল ডাকিয়া।

কহিল কেশবচন্দ্র। "কেমনে মানিতে পারি; কহ ত বিচার তব এ হেন অন্যায় ? নির্দ্দোষী, কাহার কাছে স্বীকারিব দোষ ?" এই বলি দেখাইল রোষ আপনার।

কহিলেন চারুলতা। "নাহি যদি স্বীকারিবে, এখনি চীৎ-কারে পাড়া করিব মাথায়।" এই বলি দেখাইলা চঞ্চল মূরতি।

চারুরে চঞ্চল হেরি, ডরিল কেশব, ভাবিতে লাগিল মনে। "তাই ত কি করি এবে! তপনের আশা, কেমনে শপথ করি করি পরিত্যাগ।" অনন্তর তপনের ধরি করদ্বয়, কহিতে লাগিল যুবা পরিহাস ছলে। "ক্ষমা তুমি কর সতী কেশবে তোমার!—কহিনু, কস্মিন কালে, আমি কিম্বা কোন মোর ওয়ারীসান মাঝে, আর তব প্রেম-আশা কেহ না করিবে। যদি করে কিম্বা করি, সে সকল জাল মাত্র জানিও আপনি! আদা-লতে নামঞ্জুর, অগ্রাহ্য হইবে। এতদর্থে সতী তোমা, বাহোস বাহালে মোর, বিনা অনুরোধে, এই মহা ছাড় পত্র দিলাম লিখিয়া।" এই বলি দাঁড়াইল মূরতি আকারে।

এইরূপ উপহাস করিতে কেশব, হইলা রুধিরমুখী চারুলতা সতী; নাচায়ে বিজলী বাহু কহিলা অমনি। "পিতার স্বাক্ষর আমি চাহি এ দলিলে, যাইব এখনি তাঁরে আনিব জাগায়ে।" এই বলি হইলেন গমনে চঞ্চল।

ডরিল কেশবচন্দ্র, ধরিল চারুর কর কহিল বিনয়ে। "কেন হেন চঞ্চলতা দেখাইছ চারু!—তুমিই কহনা কেন, কিরূপ কহিলে তুষ্ট হইবে তপন ?"

করিলেন চারুলতা কঠোর আদেশ। "মা বলি তপনে তুমি ডাক একবার, অথবা তদ্রূপ পত্র লিখ এই স্থলে! তা' হলে স্বাক্ষর নাহি চাহিব কাহার।"

কহিল কেশবচন্দ্র। "তাতেই সন্তোষ যদি, দিতেছি সে কথা আমি লিখি তোলাপাঠে।—অতিরিক্ত এ দলিলে রহিল প্রকাশ! আমি যদি নাহি পারি, সন্তান সন্ততি যত ওয়ারীসান মোর, তপনে মা বলি তারা ডাকিবে সকলে।" এই বলি বায়ুগতি, পলকে সে স্থল ত্যাগ করিলা যুবক। তা' দেখি সুষমা চারু, প্রস্তর নয়নে চাহি রহিলা অবাক।

কহিল তপনমণি অমনি হাসিয়া। "আসামী পলায়ে গেল কি তুমি করিলে?"

কহিলেন চারুলতা। "চল এবে যাই মোরা করিগে শয়ন।"

তৃতীয় সর্গ।

বাহির দালানে আসি, বসিছে রাখাল রাম রূপস পুরুষ। তার পাশে হাসি মুখে বসিছে কেশব, ঘাঁটিছে ফাঁটিছে তাশ, খেলিছে দুজনে। তপনের তরে প্রাণ থাকিয়া থাকিয়া, জ্বলিছে সে অভাগার ; নাহি জানে কি উপায়ে, পাইবে সে সুষমারে, করিবে আপন। রাম রাখালের পাশে আসিয়া তাহাই, বসিছে সে আসক্তির যুক্তি নিরুপণে।

চির কামাতুর রাম রাখাল রূপস, লম্পট কুলের শ্রেষ্ঠ দুষ্ট অতিশয়। মুখের মধুতে তার মজে কুলবধূ, হয় জড়ীভূত জালে। নয়ন হইতে তুলি অঞ্জলি লজ্জার, দেয় ধর্ম্মে জলাঞ্জলি অভাগী সকলে। এইরূপে মজাইয়া, কুল-বধূকুলে, আপন স্বার্থের সিদ্ধি করে সে লম্পট।

রূপস পুরুষ দলে, আবার এদিকে, রাখিয়াছে বশীভূত করি চারিদিকে ; না করে বিশ্বাস সত্য কভু সে কাহারে, কিন্তু নিজ যাদুবলে বসিয়াছে সবাকার বিশ্বাস-মন্দিরে। এইরূপ মধ্যভাগে বসি যে যোজক, করে ধন উপার্জ্জন পাপ যোজনায়। পিতার সর্ব্বস্ব যথা উড়াইয়া ফুঁকে, এই বৃত্তি মহাবৃত্তি ধরি বসিয়াছে।

এই রাম রাখালের, পাপ মন্ত্রণায়, জ্ঞানবান কেশবের এ দশা এখন। আহা এ যুবক, সবাকার অগ্রগণ্য ছিল এ নগরে। প্রবীণ জনকে করি অবসর দান, চালাইত রাজ কাজ সুন্দর ধরণে। প্রবীণ জনক তায়, পাইল অসীম সুখ বার্দ্ধক্য বয়সে। বিবাহিত পত্নী ত্যাগ করিতে সন্তান, জ্বলিল জনক তায়। সেই অপমানে, সাধিল অন্যায় দ্বন্দ্ব, তাড়াইল গদী হতে নির্দ্দয়

শরীরে; হাড়-ফাটা-পরিশ্রমে পড়িল আপনি।—এইরূপে অবসর পাইতে কেশব, রাম রাখালের দলে লেখাইল নাম। এই নরকের পথে, কে তারে আনিল, এই স্থলে সেই কথা সমস্যা বিষম!

রাম রাখালের পাশে, এরূপে কেশবচন্দ্র বসি কতক্ষণ, কহিল মধুর স্বরে। "একটী সুন্দর কথা, কহিব তোমারে স্থির করিয়াছি মনে; দেখিব কি দয়া তায় দেখাও আমায়।"

শুনিয়া রাখাল রাম চাহি বক্রচোখে, কহিল কেশবে হাসি। "আমিও একটী কথা—অতি চমৎকার, রাখিয়াছি গাঁথি মনে, জিজ্ঞাসিব তোমা।"

কহিল কেশব। "কি কথা সে কথা দাদা কহ তা প্রকাশি?"

কহিল রাখাল। "কি দোষ তোমার কথা কহিতে প্রথম।"

কহিল কেশব চাহি রাখালের পানে। "তুমি না শুনেছ ইহা,—নহে ত এমন।—কি আর কহিব দাদা, একটী রূপসী, করিছে বসতি আসি গৃহে আমাদের। দেবতা রূপিনী সেটী উপমা রূপের, সুর সুন্দরীর প্রায় চটুলা অতুল! সেই পাখীটির তরে, এ পোড়া পরাণ আমি রেখেছি পোড়ায়ে।"

কহিল রাখাল শুনি মধু সম্ভাষণে। "ছুঁড়ীটা বিধবা না কি অতি রূপবতী, যৌবন কাঁপিছে হৃদে বাণ-মদনের?—কত দূর ইষ্টসিদ্ধ হইল তা' শুনি?"

কহিল কেশবচন্দ্র,—যে ছলে তপনে, ধরিল সে নিশা কালে; আর যেই ছলে, পলাইল সে সুন্দরী অপার কৌশলে। অবশেষ কাঁদি পদে নিবেদি কহিল। "ভাই আমি তার তরে রয়েছি মরিয়া, করহ উদ্ধার তুমি এ যাত্রা আমায়!"

কহিল কপট রোষ প্রকাশি রাখাল। "আর আমি কি করিব!—ফাঁদ কাটি যেই পাখী করে পলায়ন, পড়ে কি সে আর কভু কোনরূপ ফাঁদে?—বাড়ীতে কি ঐ কাজ করে কোন জন?—আনাড়ী তোমারে আমি না কহিব কেন?"

কহিল কেশব। "বাড়ী ছাড়া কবে তারে পাইব বাহিরে? নাহি তারে পাও তুমি বিধবা তেমন।—দেখ যদি সুশীলতা, সাক্ষাৎ সাবিত্রী বলি করিবে বিশ্বাস।"

কহিল রাখাল রাম। "বাড়ী ছাড়া করিবার, নারিলি করিতে যদি ফন্দী কোনরূপ, তবে আর এই কাজ কি তুই শিখিলি!"

কহিল কেশবচন্দ্র। "এবে ত তোমারি করে অর্পিনু সে ভার, দেখি কি কৌশলে, পার তারে করিবারে বাড়ীর বাহির।"

কহিল রাখাল রাম। "না ভাই, নারিব আমি, কাজ নাই আর তব ভিজান কথায়।—তুমি ছাড়াইবে কোষ, আমি যেন দাঁড়াইব মাথায় কাঁঠাল। কমটী ত হাবা তুমি নহ দেখা পাই!"

বিরস বদনে হাসি কহিল কেশব। "দাদা তুমি সেই ধনে, নাহি রাখ কোনরূপ লালসা তোমার!—উপপত্নী নহে ভাই, পত্নীরূপে তারে আমি করিব গ্রহণ। এ দশায় দয়া ভাই দেখাও আমায়।" এই বলি রাখালের পরশিল পদ।

কহিল রাখাল হাসি। "পত্নীতে বরিবে যদি, পিতার নিকটে তবে কর সে প্রস্তাব। লুকাইয়া প্রেম চুরি কি কাজ করিয়া, পাও যদি সেই প্রেম পবিত্র ধরণে!"

কহিল কেশব। "সেরূপে হইত যদি, কভু এইরূপে নাহি সাধিতাম তোমা!—কি তব অভাব ভাই, আমর এ ধনে কেন এ ভাব দেখাও? চাহ মুখ তুলি দাদা রাখ এ মিনতি!"

কহিল রাখাল রাম। "তব সম ধনেশ্বর হইতাম যদি, তা'হলে সে কথা তুমি পারিতে বলিতে।—ধন বিনা কার মন কহ পাওয়া যায়? তবে আর কিসে নাই অভাব আমার?"

কহিল কেশবচন্দ্র হাসিয়া ঈষৎ। "তাই কেন ধন তুমি করিয়া গ্রহণ, এ মনের সাধ ভাই দিতেছ পূরায়ে।—সেই ধনে অনায়াসে, তুমিও নূতন প্রেম পাইবে বিস্তর।—দেহ সব কথা ত্যাগ, তাই কর তুমি। আনিতেছি শত মুদ্রা, দিতেছি তোমায়, দেহ মনোযোগ দাদা এ কাজে আমার।"

কহিল রাখাল রাম। "একান্তই ধন যদি লই তোমা হতে, লইয়া সামান্য কিছু, কি কাজ দুর্নাম ক্রয় করিয়া আমার।—আর এই তুচ্ছ ধনে, কেমনে বা মন কহ পাইব কাহার? কাজ নাই ভায়া! বৃথা এ কাদায় পদ না চাহি রাখিতে।"

কহিল কেশবচন্দ্র। "না হয় দিতেছি ভাই মুদ্রা দুই শত! নাহি হও অসন্তোষ, রাখ দোঁহাকার মাঝে বন্ধুত্ব বজায়!" এই বলি ধরি কর, কহিলেন আরবার মিনতির ছলে। "সহোদর সম তুমি, দেখ এ কেশবে, ভালবাস অবিরত; স্মরিয়া তাহাই, একবার মুখ পানে চাহ সুনয়নে!"

কহিল রাখাল রাম সহাস বদনে। "সহোদর সম তাই কি আর বলিব, যা তুই আনিবি মুদ্রা! ততক্ষণ আমি, করিতেছি এ কাজের নানা আয়োজন।"

আবার মিনতিছলে কহিল কেশব। "এখনি আনিয়া টাকা দিতেছি তোমায়; কিন্তু কোন রূপ মন, তপনের প্রতি ভায়া রাখিও না তুমি! দেখিও এ কথা ভাই, দেখিও, দেখিও, হইও না যেন শেষ বিশ্বাস-ঘাতক!"

কহিল রাখাল রাম অমনি চমকি। "তেমনি বিজয়া তুই পাইলি আমায়!—কনিষ্ঠ লক্ষণ ভাই এ রামের তুই, উর্ম্মিলা বধূর সাথে, এ রাম করিবে প্রেম ভাবিলি এমন!"

এরূপ কহিতে রাম, অমনি কেশব, গেলা চলি হাসিমুখে আবাসাভিমুখে। বসিল রাখাল, গুড়াইতে তাস গুলি প্রফুল্ল বদনে; এ হেন সময়ে, বিদেশী যুবক এক, কোথা কোন দেশ হতে আসি জিজ্ঞাসিল। "এ নগরে, কোন্ ধারে করেন বসতি, বিপিন বিহারী বাবু পারেন কহিতে?"

কহিল রাখাল রাম, আগন্তুক ব্যক্তি পানে ফিরায়ে নয়ন। "কন্‌জৈয়ের রাজা তিনি, তাঁর সহ কহ শুনি কি কাজ তোমার?"

এই যে বিদেশী জনে হেরিছ পাঠক! পরিচিত জন ইনি আমা সবাকার; অম্বিকা ইহার নাম। ইনিই তপনে, ধরেছিল একবার প্রাঙ্গণে তাহার; তারপর পুনরায় ধরিল সে অভাগীরে শ্মশান প্রদেশে, যথায় হতাশ হয়ে, এতাবৎকাল, ভ্রমিছে সন্ধান করি। আজি এত দিনে, এসেছে কন্‌জৈয়ে পাপী পাইয়া সন্ধান।

রাম রাখালের আগে আসি সে যুবক, যদিও হৃদয়ে প্রাণ কাঁপে ধকধকি, তথাপি সাহসে ভর করিয়া কহিল। "আবাসে বিবাদ করি মায়ের সহিত, হইয়াছে নিরুদ্দেশ রমণী আমার। শুনিনু এমনি, বিপিন বাবুর বাড়ী আছে সে এখন। আসিয়াছি তাই ভাই—কি আর কহিব!"

চতুর রাখাল রাম, অম্বিকারে ডাকি, বসায়ে আপন পাশে হাসি জিজ্ঞাসিল। "কহ ত কি নাম শুনি পত্নীর তোমার, আর তব কোন দেশে বসতি কোথায়?"

কহিল অম্বিকা। "তপন তাহার নাম, বাস বরাষাদী।"

প্রশ্নিল রাখাল। "তুমিই কি সুষমার বিবাহিত পতি?"

অমনি অম্বিকা ঘোষ কাঁপিল পরাণে, কহিল কম্পিত স্বরে। "আজ্ঞে আমি বিবাহিত।"

কহিল রাখাল। "আজ্ঞে তুমি বিবাহিত, কিন্তু না খুলিছ কেন কাহার সহিত।" অনন্তর মনে স্থির করিল এরূপ।—এ ঠেটা বেটাও নহে কম জুয়াচোর, এটারেও দেখা পাই, হৃদয় করেছে কালী তপনের তপে, খেয়েছে নয়নবাণ।

কহিল অম্বিকা। "তাহারি সহিত আজ্ঞা আর কার সাথে।" এই বলি ইতস্ততঃ করি কতক্ষণ, কহিল ঈশ্বরে স্মরি। 'হা বিধি এ যাত্রা তুই তরাস্ আমায়, এ ব্যাটাও দেখি নহে শঠ সাধারণ।'

কহিল রাখাল রাম। "আমার আবাসে আসি বসিছে সে বামা; বিধবা বলিয়া আর, দিতেছে সে পরিচয় সবার সম্মুখে।—বিধবার পতি তুমি কহ ত কেমন?"

কতক্ষণ ইতস্ততঃ করি সে বিদেশী, কহিতে লাগিল ধীরে। "সহিয়া যন্ত্রণাসীম কলহ অপার, আসিয়াছে পলাইয়া; তাই ভাঁড়াইছে প্রভু, ঐ রূপ পরিচয় দিতেছে এখানে। আমারে দেখিলে, এখনি চিনিবে প্রাণ কাঁপিবে তাহার।"

কহিল রাখাল রাম আপন কৌশলে। "আমিহ তাহাই ভাবি, ভয়ের কারণে, বিধবার পরিচয় দিয়াছে সুন্দরী!—কিন্তু এই পরিচয়ে নহে কি প্রকাশ, কি রূপ যন্ত্রণা প্রাণে দিয়াছ তাহার?—সধবা হইয়া, বিধবার পরিচয় সাধে কি দিয়াছে?"

কহিল অম্বিকা যেন এড়াইল বাধা। "সে কথা স্বীকার আমি করি শতবার! পীড়ন হয়েছে প্রভু—হয়েছে পীড়ন!"

কহিল রাখাল রাম। "বুঝিনু ত সব কথা, এবে যেন অবলারে লইয়া আপনি, আলয়ে যাইতে চাহ! আর সেই রূপে, তুলিতে শাণিত খাঁড়া করিতে প্রহার!"

কহিল অম্বিকা শুনি সরল স্বভাবে। "তা'কি আর পারি প্রভু, তা'কি আর পারি।"

কহিল রাখাল। "তা'ত তুমি নাহি পার, কিন্তু সেই কথা করি কেমনে বিশ্বাস!"

কহিল অম্বিকা। "তবে কি সে পরিবারে পাইব না আমি?"

কহিল রাখাল। "তাই বা কেমনে আমি, পরধন ঘরে ভরি পারিব রাখিতে?—চাহ যদি তারে, কর তবে এক কাজ কহি যেইরূপ।—নির্ব্বিঘ্নে লইয়া যাও পত্নীরে আপন।"

কহিল অম্বিকা। "যাহা আদেশিবে দাস পালিবে এখনি, কভু না অমত হবে।"

কহিল রাখাল রাম। "তোমার সহিত লোক দিতেছি আমার, লইয়া তাহারে; যাও তুমি বরাষাদী, দেশে আপনার। গ্রামের প্রধান যারা প্রবীণ পুরুষ, কতিপয় জনে তুমি আন এইখানে; তাঁদের সাক্ষাতে, তপনে তোমার করে করিব অর্পণ। নহে কি লইয়া গিয়া, ধরিবে ধারাল ছুরি সরল গলায়।"

ঘুরিল এ কথা শুনি অম্বিকার শির; ভাবিতে লাগিল মনে। "এইবার দেখি দোঁকে ফেলাইল পাপী।" অনন্তর ধীরে ধীরে লাগিল কহিতে। "এই দূরান্তর দেশে, কে তাঁদের মাঝে প্রভু চাহিবে আসিতে?—যদি একান্তই তবে, কথায় আমার, না হয় বিশ্বাস তব। অন্যরূপ কার্য্য এক করুন আপনি। রাখুন প্রতিভূ রূপ অর্থ কতিপয়, দিতেছি গচ্ছিত আমি। যদি

তপনের প্রতি, কোনরূপ অত্যাচার করি এর পর, করিবেন সেই ধনে বঞ্চিত আমায়।”

শুনি এই কথা রাম হাসিল মরমে। ‘এ বেটাও কম নহে, ঠিক ধরিয়াছে মোর লালসা ধনের।’ অনন্তর কহিলেন প্রকাশ্য ভাষায়। “এ কথাও কভু তব নহে নিন্দনীয়! ভাল তবে কহ, কি ধন প্রতিভূ রূপে রাখিবে গচ্ছিত?”

কহিল অম্বিকা। ‘শত মুদ্রা রাখিতেছি, দরিদ্র যেমন!”

কহিল রাখাল। “শত মুদ্রা নহে মূল্য তপনমণির।—পাঁচ শত মুদ্রা তোমা হইবে রাখিতে!”

এইরূপ তর্কাতর্কি করি কতক্ষণ, চারি শত মুদ্রা, শেষ রাখিল অম্বিকা ঘোষ রাখালের করে। রাখাল পাইয়া ধন, মিটাইল সব গোল কহিল হাসিয়া। “কোথায় লইয়া তুমি যাইবে তপনে, শিবিকা কোথায় তব?”

কহিল অম্বিকা। “না জানি শিবিকা পাই কেমনে কোথায়, নহি পরিচিত জন আমি এ নগরে।”

কহিল রাখাল রাম। “নহ যবে পরিচিত, আমিই শিবিকা তোমা দিতেছি আনায়ে।—কহ এ জায়ারে লয়ে যাইবে কোথায়?” এই বলি উচ্চ স্বরে ডাকিল চাকরে।

কহিল অম্বিকা ঘোষ। “কুমিল্লায় করে বাস ভগিনী আমার, সেই নিরাপদ স্থলে, এবে এ জায়ারে ভায়া লয়ে যাব আমি। রাখিব না এঁরে আর মায়ের নিকট।”

এতেক শুনিয়া রাম, অমনি দাসের প্রতি করিল আদেশ। “যা তুই শিবিকা এক আনিবি এখনি।” এই বলি আঁখিতলে কি তারে ঠারিল, মুচকি হাসিয়া দাস দৌড়িল বাতাসে।

এরূপ আদেশ দাসে করিয়া রাখাল, অম্বিকার পানে চাহি কহিল হাসিয়া। "এইখানে ক্ষণকাল করুন বিশ্রাম, আশ্রম হইতে, এখনি আসিব আমি তোমার সমীপে।" এই বলি রাখি তারে সে চতুর জন, প্রবেশিল অন্তঃপুরে সহাস বদনে।

রাখাল চলিয়া গেল। কপোলে রাখিয়া কর অম্বিকাচরণ, চিন্তিল আপন মনে। "টাকাকড়ি সব কিছু, লইল ত ছলকলে ভুলায়ে কৌশলী—কি যে খেলা খেলাইবে না পাই ভাবিয়া।—আমার মনের কথা, চতুর যে রূপ, জেনেছে নিশ্চয় সব।—দেখা যাক বিধাতার মানস কিরূপ।"

এ দিকে রাখাল রাম প্রবেশি আবাসে, রাখিল সে টাকাগুলি অতি সাবধানে। তবে অন্য দ্বার দিয়া হইল বাহির, দাঁড়াইল প্রতীক্ষায়, যে পথে কেশবচন্দ্র আসিবে নিশ্চয়।—রাম রাখালের খেলা কেমন কুটিল, সুদূর দর্শনে পাঠ করুন পাঠক!

এরূপে রাখাল রাম দাঁড়াইয়া পথে, চিন্তিল আপন মনে। "দুই হাত দুই দিকে প্রসারি কৌশলে, লভিনু ত বেশ কিছু। এবে এ তপনে, কাহারে করিব দান না পাই ভাবিয়া!—তার আর কোন্ চিন্তা।—রমণীর জাতি, যে পারে লুটিতে বলে ধন সে তাহার, এই ত আমার শাস্ত্রে লেখা চিরকাল।"

এইরূপ চিন্তা মাঝে রহিছে মজিয়া, ছুটিয়া কেশবচন্দ্র আইল অমনি। কথিত দ্বিশত মুদ্রা প্রদানি রাখালে, কহিল বিনয় বাক্যে। "আত্ম সমর্পণ দাদা করিনু তোমায়!—দেখিও, রাখিও মান, মনের মানস!"

অর্থ লয়ে স্বার্থপর কহিল হাসিয়া। "কেন মিছামিছি চিন্তা করিস্ পাগল।—দেখ্ না এ কাজ তোর করি কি কৌশলে।

—একটা বিদেশী লোকে রেখেছি জপায়ে, দিয়াছি চুড়ান্ত শিক্ষা বিবিধ ধরণে। তপনের স্বামী সাজি এখনি সে পাপী, তোমার পিতার আগে, শিবিকা লইয়া সাথে করিবে গমন; জায়া বলি উল্লেখিয়া মাগিবে তপনে। চির ধর্ম্মপরায়ণ জনক তোমার, নিশ্চয় সে শিবিকায়, দিবেন তুলিয়া তারে, বিনা বাক্যব্যয়ে। পরন্তু সে জন, শিবিকা লইয়া যবে হইয়া বাহির, ছুটিয়া পড়িবে মাঠে; গতিরোধ করি তার দাঁড়াইবে তথা, বাধাবে বিবাদ ঘোর। সেই অবসরে, বাহকসমূহ যত শিক্ষিত আমার, ছুটিবে শিবিকা লয়ে, একাকী উঠিবে, সেই দূরবর্ত্তী মোর অরণ্য মন্দিরে।—কহ সে মন্দির সম, আছে কি নির্জ্জন স্থান এ তিন ভুবনে?”

কহিল কেশবচন্দ্র পুলকিত অতি। “বিশেষ সরেস ফন্দী এই ত নিশ্চয়!—সে বন-মন্দিরে যদি পাইনু তপনে, পাইনু তাহারে নিজ অন্তর-মন্দিরে।”

কহিল রাখাল হাসি। “কিন্তু সাবধান তুমি, এবারেও যেন, হাত হতে পাখীটীরে না দেও উড়ায়ে।—যাও তুমি এইক্ষণে, নগরের প্রান্তভাগে কর গে ভ্রমণ।”

এইরূপে বুঝাইয়া, কেশবে বিদায় রাম দিয়া কুতূহলি, চলিল যথায়, অম্বিকা বসিছে একা নীরব চিন্তায়।—শিবিকা আনিয়া দাস, দেখিল তথায়, রহিয়াছে প্রতীক্ষায়; কাণে কাণে কাণকথা কহিছে দু'জনে। সম্বোধি অম্বিকা ঘোষে গম্ভীর বচনে, কহিল রাখাল রাম। “আর নাহি চিন্ত তুমি!—জায়ারে তোমার ভায়া পাইবে এখনি।” এই বলি দাস পানে চাহি আদেশিল। “ইহারে লইয়া, যাও তুমি শীঘ্রগতি, যথায় বিপিন বাবু বসেন দালানে।” এই বলি অম্বিকারে পুনঃ সম্বোধিল। “নিরাতঙ্ক

সঙ্গে তুমি যাও এ দাসের, এখনি সে জন, দিবেন জায়ারে তব তুলি শিবিকায়। পাইবে আপন ধন আপন পরাণে।”

এই বলি অম্বিকারে করিয়া বিদায়, কতক্ষণ সেইস্থলে চিন্তিল রাখাল। “রাম রাখালের খেলা আরম্ভিল এবে। যাই তবে দেখি গিয়া থাকি অন্তরালে, অম্বিকা কেশবে বাধে কিরূপ বিবাদ!” এই বলি তথা হতে করিল প্রস্থান।

চতুর্থ সর্গ।

দাসের সহিত চলি অম্বিকাচরণ, আইল যথায়, বসিছে বিপিন বাবু দালানে আপন। দূর হতে ইশারায় দেখাইল দাস, ধরি সে ইশারা-সূত্র সে চতুর জন, বিপিন বাবুর পদে নমিল অমনি। তা’ দেখি বিপিন বাবু, ‘না-তওয়ান’ প্রজা বলি বিবেচি তাহারে, জিজ্ঞাসিল ধীর স্বরে। “কি হেতু পড়িছ পায়, কে বাবা আপনি?—এমন করিয়া যদি, সকলেই চাহিবেন রেহায়ী করের; রাজকর কহ আমি যোগাব কিরূপে?”

কহিল অম্বিকা ঘোষ বিনম্র বচনে। “প্রজা আমি নহি প্রভু, আসিয়াছি পাদপদ্মে অপর কারণে।”

কহিল বিপিন বাবু সুধীর বচনে। “প্রজা যদি নহ তুমি, কহ তবে কি কারণে এসেছ এখানে?”

কহিল অম্বিকা ঘোষ। “সুচারু রূপিনী এক তরুণা রমণী—মাসাবধি হতে আজি, আসিয়া আবাসে তব করিছে বসতি। তাহারি উদ্দেশে, আসিয়াছি পদদেশে শিবিকা লইয়া। দয়া এবে এই দাসে করুন আপনি।”

হায় সে বধির জন শিবিকা দেখিয়া, ভাবিলেন অন্যরূপ, কহিলেন ধীরে। "কুমিল্লা হইতে তুমি আসি'ছ কি বাবা ?"

কহিল অম্বিকা। "আসি নাই তথা হতে যাইব তথায়।"

স্থিরিল বধির বৃদ্ধ। 'চারুলতা হেতু, আসিয়াছে সেই যান কুমিল্লা হইতে।' অনন্তর প্রকাশিয়া কহিল তাহারে। "ভাল তুমি এইস্থলে কর অবস্থান, মহিলা মহলে আমি দেই এ সংবাদ।" এই বলি অন্তঃপুরে পশিলা প্রবীণ।

চারুরে বসায়ে পাশে, অন্দর মহলে, আনন্দে জননী বসি বাঁধিছে কবরী ; বসিছে তপন মণি দোঁহাকার মাঝে, জিজ্ঞাসিছে হাসি মুখী। "আজি ত চলিল চারু আবাসে মাসীর ; কিন্তু আমি অভাগিনী, বিরহে উহার, হইব চঞ্চল অতি ; হেরিব এ গৃহখানি ঘোর অন্ধকার।"

কহিলেন চাঁপালতা হতাশ হৃদয়ে। "চির অভাগিনী চারু, দেখ যদি শুভক্ষণে আসে মা শিবিকা, তবেই ত হয় পূর্ণ মনের মানস। আর যদি ভাগ্য ওর হয় পরিষ্কার, তবেই ত বাসরের সাজিবে সুন্দরী।"

এইরূপ কত কথা, কহিছেন চাঁপালতা, হতাশ নিশ্বাসে ; সহসা বিপিন বাবু, সহাস বদনে তথা আসি উপজিল। "কি আর দেখিছ, চারুর শিবিকা আসি অপেক্ষিছে দ্বারে। দেহ সাজাইয়া ত্বরা, বিলম্বে কি ফল ?"

কহিলেন চাঁপালতা অতি কুতূহলি। "বিলম্ব কিছুই নাই, এখনি শিবিকা গিয়া দিন পাঠাইয়া, দিতেছি তুলিয়া তায় চারুরে আমার।" এই বলি সুহাসিনী, স্বামীর সহিত, হইলেন অগ্রসর কতিপয় পদ।

গেল চলি বৃদ্ধ জন, আইল শিবিকা, রাখিল প্রাঙ্গণ 'পরে। পরি বেশ ভূষা আদি, সাজিলা অপ্সরী প্রায় চারুলতা সতী। মায়ের চরণ-রেণু লইলা যতনে, তপনের শিরোভাগে করিলা চুম্বন। "থাকিও তপন তুমি আবাসে আমার, যাইয়া কুমিল্লা আমি যা কিছু ঘটিবে, লিখিব সে সব কথা জানাইব তোমা। পাই যদি অবসর, ডাকিয়া তথায় সই লইব নিশ্চয়। তোমার পিরিতি, নারিব ভুলিতে কভু, কহিনু তোমায়।" এই বলি আঁখি দুটী মুছিলা আঁচলে।

নয়নে সলিল-রাশি কহিল তপন। "যাও তুমি শশিমুখি, চিন্তিওনা আর! যেরূপে পারিব, রহিব আবাসে তব, অপেক্ষিব সুসংবাদ সুষমা তোমার।" এই বলি সচঞ্চলা, সুচারু চারুর শিরে করিলা চুম্বন।

এরূপে সে চারুলতা কাঁদায়ে সকলে, আরোহিলা শিবিকায় সজল নয়নে। আইল বাহক বৃন্দ, তুলি সেই যান, চীৎকারে জাগায়ে পথ ছুটিল পবনে। আশা পরিপূর্ণ প্রাণে, অম্বিকা চরণ, দ্রুতগামী শিবিকার লইল পশ্চাৎ।

হাসিছে অম্বিকা ঘোষ, জনম সফল, আজি এতদিনে তার করিল বিধাতা। পাইল তপনে তিনি পূরিল মানস। নগরের প্রান্তভাগে, এদিকে কেশব বসিতেছে আশামুখে; অম্বিকা হইতে, লুটিবে তপনে তথা আপন কৌশলে। কিন্তু অভাজন, নাহি জানে শিবিকায়, বসিছে ভগিনী তার চারুলতা সতী। সে দিকে আবার, চিন্তিছে রাখাল রাম,—কি মহা কৌশলে, এ দুই জনের চোখে ফেলাইয়া ধুলি, তপনে আপন করি লইবে সে পাপী। এইবার আসিয়াছে দৃশ্য ভয়ঙ্কর।

পঞ্চম সর্গ।

শিবিকা চলিছে আগে, অম্বিকা পশ্চাতে, দৌড়িয়াছে ঊর্দ্ধ-শ্বাসে। ক্রমশঃ নগর ছাড়ি, উচ্চ এক ভূমি 'পরে আইল শিবিকা ; যথায় সে ভূমি খণ্ডে, সাজিতেছে তরুরাজি নিবিড় দশায়। সেই অন্ধকার দেশে, অতি সঙ্গোপনে, বসিছে কেশবচন্দ্র মন্দ কামনায়।

মাড়াইয়া সেই ভূমি, শিবিকা হইল পার, পড়িল মাঠেতে ; তার পর প্রবেশিল অম্বিকাচরণ ; হেরিয়া কেশবে তথা, জিজ্ঞাসিল ঊর্দ্ধশ্বাসে দিশাহারা প্রায়। "কহ ভায়া এই দিকে, দেখিলে কি কোন এক শিবিকা যাইতে ?"

অমনি কেশবচন্দ্র, সুবদ্ধ মুষ্ঠায় তার ধরি করদ্বয়, জিজ্ঞা-সিল অবরোধ করি তার গতি। "কোথায় বসতি তব কহ দেখি শুনি ? যাইবে কোথায় তুমি ?"

কহিল অম্বিকা অতি তৎপর হইয়া। "দেহ ছাড়ি গতি মোর, রোধিওনা পথ,—গমনে চঞ্চল আমি—বাড়ী বরাষাদী।"

কহিল কেশব তারে ধরি বীর বলে। "আমিহ চঞ্চল অতি, জানিতে এ শিবিকায় লইয়া কাহারে, যাইছ কোথা তুমি। নাহি প্রকাশিলে নাহি ছাড়িব তোমায়।"

কহিল অম্বিকা ঘোষ সরোষ ভাষায়। "যেখানে হইবে ইচ্ছা, জায়ারে আমার, যাইব লইয়া আমি ; কে তুমি তা সুধা-ইতে, রোধিতে বা গতি ?—রাখিয়া আপন মান দেহ পথ ছাড়ি ; পথিকের সাথে কেন এ বৃথা বিবাদ ?"

কহিল কেশব রোষে। "নাহি প্রকাশিলে ত্রাণ কভু না

পাইবে।” অগত্যা অম্বিকা তারে কহিল কাতরে। “জায়ারে লইয়া ভায়া, কুমিল্লা নগরে আমি চলেছি চঞ্চল! রোধিও না গতি মোর দেহ পথ ছাড়ি?”

কহিল কেশব। “কে তোমার জায়া শুনি কি নাম তাহার, বিবাহ বা কি কৌশলে করিলে কোথায়।” শুনিতে এরূপ ঘোষ কহিল সভয়ে। “শুনি সে সকল কথা কি কাজ তোমার; বৃথা বাধা দিয়া পথে—শিবিকা আমার, কেন এইরূপে ভায়া দিতেছ চালিয়া?”

কহিল কেশবচন্দ্র রোষে কম্পমান। “জানি আমি চিনি তোরে, মহা দুষ্টমতি, অশিষ্ট আচার তোর রাষ্ট্র চরাচরে।—শ্রবণে বধির অতি জনক আমার, না বুঝিয়া তাই, দিয়াছেন শিবিকায় তুলিয়া তপনে। এইরূপে নারী চুরি করি সুকৌশলে, কেন না হইবি বল গমনে চঞ্চল? ধরিয়াছি তাই তোরে—শুনিলি বর্ব্বর! এখনও মঙ্গল যদি চাহিস্ আপন, যা চলি এ পাপ আশা করি পরিত্যাগ; নচেৎ মরিবি পাপী খাইয়া প্রহার!”

শুনিয়া অম্বিকা ঘোষ কাঁপিল পরাণে, ঘোর সর্ব্বনাশ মনে গণিল আপন। “হায় বুঝি ধনে প্রাণে মরিনু এবার!” এই রূপ ভাবাগণা করি কতক্ষণ; হৃদয়ে সাহস বাঁধি কহিল কেশবে। “আমিহ চিনেছি তোমা, পাইলে সুযোগ, হর পরনারী তুমি কর অত্যাচার; যেহেতু এ হেন বনে, এরূপ তস্করাকারে বসিছ লুকায়ে!—এই কথা লয়ে, চল দেখি যাই তব পিতার সমীপে!”

এতেক কহিতে ঘোষ, সবলে কেশব তার ধরি গলদেশ, নিক্ষেপিল ধরাতলে; প্রহারিল বীরবলে লাগিল কহিতে। “যাইতে হবেনা আর, এখানেই হবে তোর চূড়ান্ত বিচার।”

বিবন্ধে পড়িয়া এবে অম্বিকাচরণ, বিদারি পবন-পথ করিল চীৎকার। "কে আছ কোথায় ভাই, আসি এ বিপত্তিকালে উদ্ধার আমায়।"

শুনি সে গভীর স্বর, দেশবাসী যত, আইল ছুটিয়া তথা, তা' সহ রাখাল রাম আসি দেখা দিল। অম্বিকার বক্ষদেশে বসিছে কেশব, দেখিল, নয়ন কোণে তাড়নিল তারে। "কি করিস্ হতভাগ্য, আসিছে জনক তোর যা তুই পলায়ে!"

এইরূপ রাখালের পাইয়া ইঙ্গিত, পলাইল অভাজন পবন গতিতে। সে গতির প্রতি চাহি, হাসিল গ্রামের লোক ঘোর কোলাহলে। কতক্ষণ পরে তবে, অম্বিকার পানে চাহি কহিল রাখাল। "কেন হেন রূপে পড়ি করিছ চীৎকার?"

অমনি অম্বিকা অঙ্গ ঝাড়ি দাঁড়াইল, কহিল ক্রন্দন করি। "পড়িয়াছি দাদা আমি করে তস্করের; শিবিকা হরিয়া মোর, না জানি সে দুরাত্মন্ গেল কোন দিকে।—হায় আমি হারাইনু সর্ব্বস্ব আমার।"

অম্বিকার পানে চাহি, নগর-নিবাসিগণ লাগিল কহিতে। "নাহি কর চিন্তা তুমি, শিবিকা তোমার, পাইবে দেখিতে পথে। পলায়েছে সেই জন, উঠিতে পড়িতে, ছুটিয়াছে বীরবলে, কহিনু তোমারে। হরিতে শিবিকা তব, কই আর অবসর পাইল সে জন।" এই বলি দেশবাসী হাসিল সকলে।

কহিল রাখাল রাম আপন কৌশলে। "হরিত জাঙ্গালাকার, ঐ যে সম্মুখে গ্রাম দেখিছ তোমার! ঐ দূর গ্রামে, পশিল শিবিকা তব দেখিনু এখনি।—যাও তুমি ঐ গ্রামে পাইবে সে যান।" এই বলি কর তার ধরি ধৃষ্টতায়, বিপরীত পথ এক

দিল দেখাইয়া।—অম্বিকা মানিল কথা, সেই পথ ধরি, শিবিকা পাইবে ভাবি, দৌড়িল সবলে।

গেল চলি তথা হতে অম্বিকা চরণ, ক্রমশঃ ভাঙ্গিল ভিড়। বাহক সকলে তথা দেখিল রাখাল, দাঁড়াইছে এক পাশে সশঙ্কিত অতি। শিবিকা না হেরি সাথে জিজ্ঞাসি কহিল! "শিবিকা কোথায় তোরা আইলি রাখিয়া?"

কহিল বাহকবৃন্দ কম্পিত অন্তরে। "ঘোর কোলাহল মোরা শুনি এই স্থলে, পাইনু পরাণে ভয়। অর্দ্ধ পথে তাই সেই শিবিকা আমরা, রাখিয়া আইনু এক তরুবর তলে। বাঁধিয়াছি দড়ী দিয়া দ্বার প্রতি দিকে, রাখিয়াছি সঙ্গোপনে নিরাপদ স্থলে।—এইরূপ করি প্রভু, হাঙ্গামার মূল হেতু আইনু জানিতে। নহে বেড়া-ছেড়া-মেয়ে, বড় ঘরে সিঁধ দিয়া করেছি বাহির ; তাই এইরূপ ভয় পাইছি পরাণে।"

কহিল রাখাল রাম সহাস বদনে। "নিবেছে সকল গোল, নাহি কোন ভয়! যা তোরা শিবিকা লয়ে, আশুগতি বন-গৃহে করিবি গমন। এরূপ আদেশ দিয়া বাহক সকলে; হাসিতে লাগিল মনে প্রফুল্লিত অতি। "দুই জনে দুই দিকে খেদাইনু যদি, এবার চলিনু তবে, তপনপুষ্পের মধু করিতে হরণ।" এই বলি তথা হতে, বনবাটী পানে, আনন্দিত চিতে রাম করিল প্রস্থান।

অভাগিনী চারুলতা, চল হে পাঠক, দেখি কি দশায় বসি কাঁদে তরুতলে। চির কামাতুর রাম রাখাল দুর্জ্জন, তাহারি কবলে এবে পতিতা সে সতী! কি দুর্গতি, নাহি জানি, আহা অভাগীর ভালে লিখিলা বিধাতা।

কাঁদিছে অভাগী চারু বসি শিবিকায়, গিয়াছে বাহকবৃন্দ কোলাহল-স্থলে। সুদৃঢ় বন্ধনে বাঁধা দ্বার সে যানের, নাহি পারে পলাইতে, নাহি জানে মান সতী রাখিবে কেমনে। এ হেন সময়ে, অপর শিবিকা এক আইল তথায়, ষোলটী বাহক সহ চারিটী পাইক। ছিন্ন কেশী দাসী এক, ডাকিনী রূপিনী, বসিয়া রয়েছে তায় পেচকীর প্রায়।

রাখিলে শিবিকা তথা তরুর তলায়, বাহিরে আইল বৃদ্ধা খুলিল দুয়ার। অভাগিনী চারুলতা বসিছে সে যানে, দেখিল দুয়ার খুলি ; অমনি চমকি তারে সম্বোধি' কহিল। "কেন তুমি চারুলতা, বন্দিনী এখানে ? কেন বা বাহকবৃন্দ, এইরূপে একা তোমা রাখি এ বিজনে, গেল পলাইয়া সবে ?—দূর হতে এই দশা দেখি শিবিকার, সন্দেহিনু মনে আমি, আইনু জানিতে তাই হেতু এ কথার ?"

কহিলেন চারুলতা, বৃদ্ধার সে মুখ পানে চাহি কতক্ষণ "হায় আর কি কহিব, যে দশায় এই দশা ঘটেছে আমার।— তপন নামেতে এক নবীনা রূপসী, বসতি করিছে আসি আবাসে পিতার। হরিতে সে রূপসীরে কোন দুষ্ট জন, একাকী শিবির সহ, আসিয়া পিতার পদে নিবেদি কহিল। "তপন আমা পত্নী, লইতে তাহারে, আসিয়াছি পাদপদ্মে, দেহ দয়া করি। বধির জনক মোর কি তায় শুনিল ; মাসীর প্রেরিত যান ভা সেইক্ষণে ; সেই শিবিকায় মোরে দিল বসাইয়া।" এই ব কাণে কাণে, অবশিষ্ট কথাগুলি কহিল খুলিয়া। "কাঁপি বাহকবৃন্দ, আমারে রাখিয়া, তাই তারা নাহি জানি গিয়া কোথায়। বিধাতা সহায় যাই, তাই দূর হতে তুমি পাই

দেখিতে, আইলে জানিতে হেতু।—দেখ ত দাদার মোর রীতি কি ভীষণ?" এই বলি ভালে কর রাখিলা সুন্দরী।

কহিল অমনি বৃদ্ধা। "এবে তুমি চিন্তা দূর কর সুলোচনে! বস এই শিবিকায়! যাও চলি কুতূহলি আবাসে মাসীর। এদিকে বসিব আমি তব শিবিকায়, দেখিব কেশবে শিক্ষা না দিই কেমন!"

কহিলেন চারুলতা সেরূপ শ্রবণে। "পার যদি কোন ছলে, দাদারে আমার তুমি করিতে সুশীল; প্রাণ ভরা পুরস্কার পাইবে নিশ্চয়।" এই বলি নানা রূপে করিলা মিনতি।

কহিল অমনি বৃদ্ধা সহাস বদনে। "আমি নাহি পারি কাজ কি আছে এমন! তবে কি না এক কথা,—মাসীর আবাসে গিয়া কুমিল্লা নগরে, পার যদি গুপ্তভাবে থাকিতে তথায়।—(রহিবে এমনি ভাবে, জনক জননী তব কিম্বা সহোদর, কেহই উদ্দেশ যেন না পান তোমার।)—দেখ তুমি সে দশায়, কেশব উত্তম শিক্ষা না পায় কেমন!"

কহিলেন চারুলতা। "তাহাই রহিব আমি!—জনক জননী মোর, কোন মন্ত্রবলে, পাইবে না কিছুতেই উদ্দেশ আমার। কেশবে সুশীল তুমি কর কোনরূপে।"

এইরূপে কথা শেষ করি দুই জনে, শিবিকার বিনিময় করিল অমনি। বসিল চারুর স্থলে স্থবিরা রমণী; আর চারু-লতা, সেই শিবিকার দ্বার দিলেন বাঁধিয়া; বসিলেন অন্য যানে বৃদ্ধার আসনে। এইরূপে করি দোঁহে যান বিনিময়, গেলা চলি সুহাসিনী কুমিল্লা নগরে, রহিল স্থবিরা তথা, সেই শিবিকায় বসি সেই তরুতলে।

ষষ্ঠ সর্গ।

চারি দিকে বনরাজি দুর্গম গহন, তার মাঝে কেলি-গৃহ রাম রাখালের; খড়ের আবাস খানি, বেষ্টিত চৌদিক তার, সুচারু প্রাচীরে। তরুতল হতে তুলি বৃদ্ধা রমণীরে, আনিল বাহকবৃন্দ এই কেলী ঘরে। শিবিকা হইতে বৃদ্ধা হইয়া বাহির, প্রবেশিল কেলিগৃহে, বসিল সে দ্বারদেশে বাহক সকলে।

রাক্ষসী রূপিনী বৃদ্ধা তপনের ভাণে, আবরিলা অবয়ব; ছাড়িতে লাগিল শ্বাস; যেন কোন দুরাচার, ধরি অবলারে, দেখাইছে বীরবল আনি এ বিজনে।

কুলবালা ছলে বৃদ্ধা বসি এক পাশে, কাঁদিছে ফুঁপিছে একা; অমনি রাখাল রাম আসি উপজিল। সন্ধ্যার সময় এই, আসিছেন নিশা দেবী লইয়া আঁধার। মন্দিরের চারি দিক বনরাজিসহ, ক্রমশঃই হইতেছে গাঢ় অন্ধকার। পরন্তু রাখাল রাম, একটী সুন্দর আলো জ্বালি সেই স্থলে, তাড়াইল তমঃ রাশি; তবে ধীরে ধীরে আসি সহাস বদনে, বসিল তপন ভাবি ডাকিনীর পাশে। পঞ্জরস্থি সার বামা পেচকী মুখিনী; তার সেই পৃষ্ঠদেশে, কমল পরশে কর ফিরায়ে কহিল। "ছি ভাই তপন! এতদূর লজ্জাতুরা হইছ কেমনে?"

পরশ পাইয়া বৃদ্ধা, লজ্জাবতী লতা হেন গেল জড়াইয়া, বসিল সামান্য সরি, আইল নিবায়ে যেন প্রভাতী প্রদীপ। অমনি গুণ্ঠনসহ, ছুঁইল রাখাল তার লোলিত চিবুক, কহিল সরস ভাবে। "কোন্ কাননের এই, পরিমল মুখী পুষ্প ছুঁইয়াছি আমি?—পাই যদি এ কুসুম, সযতনে গাঁথি হৃদে রাখি চির-

কাল; এ জনমে আর কভু করি কি পৃথক?—কই করখানি কেন নাহি প্রসারিছ, রাখিতেছ করে কর, তুষিছ প্রেমিকে?” এই বলি ধীরে ধীরে, গলদেশ বেড়ি বাহু রাখিল রাখাল।

ফুৎকারে ফুৎকারে এবে দমকে দমকে, কাঁদিতে লাগিল বৃদ্ধা সে প্রেম পরশে। তা' দেখি রাখাল রাম কহিল আবার। “প্রেমের আসনে বসি রসবতী তুমি, এইরূপ রসিকতা দেখাও কেমনে? আলাপের স্থল এই, বিলাপ এখানে তব সাজে কি সুন্দরী?” বল দেখি সৌদামিনি, এ বিজন দেশে, কে আছে কোথায় আর তুমি আমি বিনা।—খপ্ করি একবার, মুচকি হাসিয়া, টপ্ করি গলা মোর ধরিতে কি দোষ?—এস ভাই দুটী প্রাণে প্রেম করি মোরা।”

এইরূপ তোষামোদ করিতে রাখাল, নাকে মুখে পিশাচিনী লাগিল কাঁদিতে। সেই নাসিকার রস, করাঙ্গুলে তুলি, (যেন বা দেয়াল ভ্রমে) রাখালের শিরদেশে লাগিল মুছিতে।

এইরূপে রস রাম মাখি সর্ব্ব গায়, নাহি প্রকাশিল রোষ, ঘৃণা কোনরূপ; কহিল রসিক রাজ সরস ভাষায়। “নাসিকার রসে যাঁর সুবাস এতেক, রসনায় বাস তাঁর না জানি কতই! বারেক বিতরি মধু, কোকিলার স্বরে সুধা কর বরিষণ, জীবন জুড়াই শুনি।”

এই কথা শুনি বৃদ্ধা, দু'চারি অঙ্গুলি সরি বসিল লজ্জায়। কহিল তা' দেখি হাসি চতুর রাখাল। “কেন প্রিয়ে সশঙ্কিতা, বসিছ সরিয়া, পলাইছ কোল হতে?—নাসিকার রসে তব, অসন্তোষ নাহি আমি হইনু সুন্দরি! দেখ না বিবেচি' কেন, বহুনী বেলার ক্রেতা, অশ্রদ্ধা আমার প্রতি আছে কি করিতে?”

কাঁদিল ডাকিনী শুনি কহিল কাতরে। "অবলা বালিকা আমি, ও কথা কি কথা তুমি বলিছ আমারে? দয়া করি অবলারে, দেহ পঁহুছিয়া ঘরে মিনতি রাখিয়া!"

কহিল রাখাল হাসি। "এই ত আবাস ভাই! দাস আমি পাশে; এ হতে উত্তম স্থল আছে কি কোথায়?"

কহিল ডাকিনী কাঁদি। "পায়ে আমি পড়ি তব দেহ মোরে ছাড়ি। নাহি কহ ঐ কথা আমার সহিত। ধর্ম্ম পরায়ণা আমি, এই পাপ পথে, কভু নাহি প্রবেশিব কোন মন্ত্রবলে।"

কহিল রাখাল। "ও কথা এখানে তুমি কর পরিত্যাগ? এস মোরা করি প্রেম, মধুর আলাপ!"

কহিল ডাকিনী। "কেমনে করিব, প্রেম, যবে সেই ধন আমি নাহি রাখি হৃদে? জ্বলন্ত অঙ্গার প্রায় হৃদি যে নারীর, জ্বলিতেছে প্রেমানলে; সে হেন রমণী রত্নে করিয়া সন্ধান, পাতিলে প্রণয় আশ পূরিবে প্রাণের, আমায় ছাড়িয়া দেহ।"

কহিল রাখাল হাসি। "আগ্নেয় পর্ব্বত তুমি, তোমা সমা আর আমি পাইব কোথায়?—সহস্র যতনে যদি এ গিরি বারেক, নিক্ষেপে অনল শ্বাস; আহা মরি সে দশায়, করিবে যে শতধারে হীরা বরিষণ।"

কহিল ডাকিনী। "কর তবে তোষামোদ, তুষার পর্ব্বত, নাহি জানে কোন কালে বর্ষিতে অনল।—কেন মজাইতে চাহ, মজিবে না যিনি।"

কহিল রাখাল। "যদি না মজিবে জান, মজাইলে কেন?' দেখ চাহি সুলোচনে, সাজায়েছ প্রেমরসে কিরূপে আমায়, দেখায়েছ কি সোহাগ!—এতেও নীরব যদি রহি এই স্থলে,

তুমিই নিন্দিবে কবে অধম প্রেমিক।—এস আমি মান তব করিছি ভঞ্জন, দিতেছি দূরিয়া লাজ।” এই বলি বায়ুবেগে, সে বামার আবরণ খুলিল মুখের।

গুণ্ঠণ খুলিতে রাম, অমনি বিকট হাসি হাসিল ডাকিনী, পাতিল পেত্নীর ঠাট। তা’ দেখি রাখাল, খই হেন খোলা হতে পড়িল লাফায়ে, দাঁড়াইল দূরে গিয়া। “এ মাগী এখানে কে গো! মাগো কি বালাই! এই কি তপনমণি, প্রশংসা যাহার, ধরিত না কেশবের সরস বদনে?—পত্নী পরিত্যাগ করি, এইরূপ রুচি বটে জন্মিল তাহার!”

পাতিল প্রেমের কথা কহিল ডাকিনী। “অবলারে কুল হতে করিয়া বাহির; অকূল সাগরে এবে, কেমনে কঠিন প্রাণে চাহিছ ভাসাতে?—এস হে রসিক রাজ, বসিয়া পারশে, হাসিয়া হাসিয়া কথা কহ সুমধুর!—এতরূপে কেঁদে কেঁদে এতরূপে সেধে, পা দিয়া ঠেলিছ শেষ, কি তব বিচারে?—অবলা রমণী আমি কুলের কামিনী, এ কেমন অত্যাচার আমার উপরে?”

কহিল রাখাল রাম ঘৃণা সহকারে। “মা মাসী, আমার তুমি, পিরিতের কথা, পাতিওনা মা আমার, মাফ কর তুমি!”

কহিল ডাকিনী। “পূরাইতে পাপ আশা, সাজে কি তোমায়; হরি অবলারে, করি কুলের বাহির, এ রূপে ‘মা’ বলি দূর করিতে তাহারে?—তবে ত যুবক তুমি! বাড়ীতে মা বলি আজি ডাকিছ যাহারে; কালি তার সাথে প্রেম পার করিবারে!—এ হেন জীবনে তব, কেন নাহি দাও তুমি ধিক্ শতবার।”

প্রস্তর প্রতিমা প্রায় নীরবে রাখাল, বিষময় বাণীগুলি শুনিল বৃদ্ধার। আপন চরিত্র ’পরে লজ্জিত বিষম, নিন্দিল

কতই রূপে আপনে আপনি; কহিল অস্ফুট স্বরে। "এ হেন পাপের কাজ, আর এ জীবনে, কভু না করিব আমি। যথেষ্ট হয়েছে মোর, দেহ পরিত্রাণ; আর তুলিও না কোন বারতা প্রেমের। দেহ অবসর, অবগাহি জলে তনু করি পরিষ্কার, যাই চলি আবাসে আপন।—রাখাল পাইল শিক্ষা আজি এত দিনে।" এই বলি যোড় করে দাঁড়াইল তথা।

"সে কেমন কথা যুবা, তা'কি হয় কভু?" এই বলি রসবতী, রসিক রাজের কোঁচা ধরিল সবলে। বাধিল দু'জনে যুদ্ধ ঘোর হুড়াহুড়ি, ছিঁড়িল সে কোঁচা তার, পলাইল দ্রুতপদে এমনি কহিয়া। "যথেষ্ট সেজেছি মাগো নাসিকার রসে, ছাড় এবে প্রাণ লয়ে করি পলায়ন।"

রাখাল পলায়ে গেল, প্রাণ ভরি একবার হাসিল ডাকিনী; তার পর মনে মনে লাগিল কহিতে। "আর এই স্থলে থাকা না দেখি উচিত। চলিনু এখন আমি, এতেই যথেষ্ট শিক্ষা পাইবে কেশব।—এই যে বসন জীর্ণ, মুছি নাক চোখ আমি চলিনু ফেলিয়া, এই বস্ত্র অস্ত্ররূপে, প্রবেশিবে অভাগার চিরিবে হৃদয়।" এই বলি সেই স্থলে, রাখিল ঝল্লিকা এক করিল প্রস্থান।

অফুরন্ত চিন্তা লয়ে, আইল কেশবচন্দ্র অমনি তথায়। নীরব সে কেলীগৃহে কেহ মাত্র নাই, জ্বলিছে একটী দীপ, জোনাকী আকারে আলো করিছে সে পুরি। অনন্তর মন্দিরের ভ্রমিল চৌদিক, চিন্তিতে লাগিল মনে। "এ নিশা নীরবে যবে, দেখিনু পাপাত্মা রামে পশিতে সলিলে, অবগাহি বিশুচিতে পঙ্কিল শরীর; তখনি জানিনু, কোন্ সর্ব্বনাশ মোর করি সে দুর্জ্জন, পলাইছে সেই রূপে মুখ লুকাইয়া।—এই ছিল মনে

তার, এমনি করিয়া, সমূলে মুখের গ্রাস কাড়িল আমার, করিল কলসীসহ এ মধু হরণ !”

এইরূপে কতক্ষণ, বিলাপিল আত্মগত অভাগা কেশব। তবে কতক্ষণে, ধীরে ধীরে পায় পায়, আইলা তথায়, যথায় সে বৃদ্ধা নারী, বসেছিল ইতিপূর্ব্বে রাখালের পাশে।—ভিজিছে আসন তথা নাসিকার রসে, বিষম ঘৃণিত ভাবে, হেরিল অভাগা ; অমনি পরাণে তার, প্রবল পবন সহ বরষিল শিলা। প্রস্তর প্রতিমা প্রায় সেই দৃশ্যাবলী, লাগিল দেখিতে তথা ; শীতল নিশ্বাস, ছাড়িয়া ছাড়িয়া আর রহিল চাহিয়া। কতক্ষণ এইরূপে রহি সেই স্থলে, কহিল আপন মনে। “এই লীলাস্থল হায়, এই লীলাস্থল !—এই স্থলে সর্ব্বনাশ,—হায় সর্ব্বনাশ পাপী করিল আমার।” এই বলি অভাজন, চিন্তার নয়ন মেলি লাগিল কহিতে। “এই ছিল মনে তোর, ধনে প্রাণে হত্যা মোরে করিলি দুর্জ্জন ! আর এ কলঙ্কডালি রাখি মোর শিরে, পালাইলি পরিস্কার, তপনে আপন করি লইলি কৌশলে।—হায় আমি কি করিনু, কেন তোর পরামর্শে করিনু প্রবেশ !” এইরূপে কত চিন্তা গাঁথিয়া অন্তরে, শেষ সে কেশবচন্দ্র ত্যজিল সে স্থল। নাহি জানে অভাজন, কি মুখ লইয়া, করিবে প্রবেশ এবে আবাসে আপন। নাহি জানে কি কহিবে, প্রভাতে যখন, এ লজ্জার কথা তারে সুধাইবে লোকে।

সপ্তম সর্গ

ত্যজি সেই বনদেশ বিষাদিত অতি, চলিলা কেশবচন্দ্র। কঞ্জই নগরে পশি, নিরজনে একস্থলে করিল শয়ন। বিভাতিলে বিভাবরী আইলে প্রভাত, প্রভাতী পেচক সম, পশিল অদৃশ্য ভাবে আবাসে আপন। শয়ন মন্দিরে গিয়া, জানালার কোলে, রাখিয়া কপোলে কর বসিল বিলাপে। 'হা তোরে, তপনমণি! কি চোখে দেখিনু আমি হইনু পাগল! আর এ জনমে কি রে, এ ছার জনমে! তোর সেই শশিমুখ পাইব দেখিতে?—কি আমি করিনু হায়, হায় কি করিনু—হা পাপিষ্ঠ রাম তুই, এমনি করিয়া বজ্র হানিলি হিয়ায়?"

এইরূপে বিলাপিছে বসি নিরজনে; সহসা জানালা দিয়া, হেরিল তপনে তথা ভ্রমিছে প্রাঙ্গণে। অর্দ্ধ উলঙ্গিনী বামা পুষ্প পারিজাত, ঢলিছে যৌবন ভরে। জলদ-বরণী কেশ, পড়িছে নিতম্বে তার ঢাকিছে শরীর; খেলিছে বিজলী তায় বিভা বদনের। খসিয়াছে হৃদি হতে চঞ্চল অঞ্চল; নাচিছে যুগল কুচ সুগোল সুন্দর।

সেই শোভা নিরুপম হেরি সুষমার, দুরু দুরু কেশবের কাঁপিল পরাণ; তা'সহ ভাবনা এক উদিল অন্তরে।—'কেমনে তপনমণি, রাখালের হাত হতে পায় পরিত্রাণ!' এ দিকে তপনমণি, সহসা যেমন, ফিরাইল চক্ষুর্দ্বয়, হেরিল কেশবে। অমনি হইল দেখা নয়নে নয়নে, বাজিল বিষম লাজ। সামলি বসন সতী, গেল পলাইয়া; চাঁপার চরণে গিয়া কহিল নিবেদি।

"বসিছে কেশবচন্দ্র আসিয়া আবাসে ; যাও তারে জিজ্ঞাসিবে, চারুর শিবিকা কালি কেন সে ধরিল ?"

অমনি সুন্দরী চাঁপা আইলা চলিয়া, যথায় কেশবচন্দ্র বসিছে নির্জ্জনে। আসি সন্তানের পাশে, জ্বলন্ত নয়নে বামা চাহি জিজ্ঞাসিলা। "কেমন কুপুত্র তুই, কেন বল দেখি, আপন ভগ্নীর কালি ধরিলি শিবিকা।" এই বলি সরোদনে, করিতে লাগিলা তারে নানা তিরস্কার।

শুনিতে মায়ের মুখে এ ভীষণ বাণী ; অমনি ঘুরিল তথা শির কেশবের। কি যে সর্ব্বনাশ হায় করিল চারুর, উজ্জ্বল অক্ষরে তাহা, কে যেন সে বক্ষে তাঁর লাগিল আঁকিতে। 'হায় তবে কি করিনু, হায় কি করিনু! ভাই হয়ে ভগিনীরে, পরায়ে বেশ্যার বেশ হায় এইরূপে, কেমনে তুলিনু রাম রাখালের কোলে ?' এই বলি অভাজন কাঁদি কতক্ষণ, মজিল তখনি এক নূতন চিন্তায়। 'তপনের অন্বেষণে, আইল ত এ আবাসে অম্বিকাচরণ ; চারুরে পাইয়া—গেল কি তার কৌশলে ?' অনন্তর সেই কথা কাতরে কাঁদিয়া, জননীর পানে চাহি লাগিল কহিতে। "কহ বিবরিয়া মাতা, এ কেমন কথা ,—তপনে লইতে হেথা পিতার সদনে, আইল অম্বিকা ঘোষ ; তার সেই শিবি-কায়, কেমনে তোমরা, চারুলতা ভগিনীরে দিলে বসাইয়া ?—নগরের প্রান্তভাগে হেরি আমি তারে, জিজ্ঞাসিনু 'শিবিকায় কে বসে তোমার ?'

অমনি সে দুষ্টমতি করিল উত্তর। 'বসিছে তপনমণি রমণী আমার।' কহিনু অমনি তারে। 'আমার আবাস হতে আসিছে যখন, বিশেষতঃ পিতা মোর বধির শ্রবণে, এ হেন

দশায়, তল্লাস এ শিবিকার লইয়া ছাড়িব ?’ এই কথা লয়ে দোঁহে বাধিল বিবাদ, জুটিল দেশের লোক। আমারেই জনে জনে নিন্দিল তথায়, নিরুপায় হয়ে তারে হইল ছাড়িতে।—এই ত মা অপরাধ যা কিছু করিনু।”

কেশবের মুখে শুনি সে ভীষণ বাণী, বিবর্ণ হইল মুখ জননী সতীর। শিরে করাঘাত করি কহিল কাঁদিয়া। “এ কথা কি কথা তুই কহিলি কেশব!—অম্বিকা তাহার নাম, তপনের পতি!—তবে যে তপনমণি, কহ ত কেমনে; বিধবা বলিয়া দিছে আত্ম পরিচয় ?—কি হইল ওরে বাপ, বল কি হইল!”

কহিল কেশবচন্দ্র, জননীর পানে চাহি প্রখর বচনে। “তাই যেন হল পাপী পতি তপনের, তপনও হইল যেন পত্নী সে জনের; কিন্তু কহ দেখি মাতা, তার সেই রথে, চারুকে চাপায়ে তুমি দিলে কোন্ জ্ঞানে ?—দেখ দেখি কি হইল, আপন স্বকুলে কালী ঢালিলে আপনি।” এই বলি শিরে কর রাখিল কেশব।

এরূপে কেশবচন্দ্র, যদিও আপন দোষ লইল লুকায়ে; কিন্তু যেই দাবানল, মায়ের বচনে তার জ্বলিল পরাণে। নিবারিতে সে ভীষণ অগ্নি নরকের, সাগরেও পশি সে কি হইবে সক্ষম ?

কাঁদিল জননী শুনি সন্তানের আগে। “হায় যদি পোড়া নাহি হইবে কপাল, কেন তবে হবে তোর জনক বধির।—কি শুনিতে কি শুনিয়া, সেই ত এ সর্ব্বনাশ সাধিল আমার।—হায় আমি কি করিনু, কোন্ চোরে বিলাইনু হার এ গলার!”

এইরূপে আর্ত্তনাদ করি কতক্ষণ, চলিলা সুন্দরী, যথায় তপনমণি দাঁড়াইছে দূরে। কাঁদি দুনয়নে বামা, একে একে সব কথা বিবরিল তারে। শুনিয়া তপনমণি, শিরে করাঘাত

করি কহিল কাঁদিয়া। "ঐ মা পাপিষ্ঠ দুষ্ট অম্বিকার ভয়ে, অভাগী বিধবা আমি, করিয়াছি দেশ ত্যাগ কি আর কহিব।—হায় গো চারুর ভালে একি মা ঘটিল?" এই বলি সরলাক্ষী, কাঁদিয়া চাঁপার বক্ষে পড়িল আছাড়ি।

এইরূপে কতক্ষণ কাঁদি উভরায়, তপনে লইয়া করে, চলিলেন চাঁপালতা স্বামীর চরণে। কাঁন্দিয়া কাঁন্দিয়া তথা দ্বন্দ্বি কতরূপে, বিবরি কহিল বার্ত্তা সে বধির জনে।

শ্রবণ করিয়া সব সে প্রবীণ জন, কতক্ষণ জ্ঞানশূন্য রহিল চাহিয়া, তবে কতক্ষণে, কাঁদিলা মানের কান্না রমণীর আগে। "তিরস্কার করি আর, কি তুমি করিবে বল পাইবে কি ফল?—যা ছিল কপালে, তাই এই দিনে প্রিয়ে বসিনু ভোগিতে।—কি করিবে বল আর, করিবে কি বল?—সম্প্রতি একথা, রাখ মনে লুকাইয়া অতি সঙ্গোপনে; কুলবিনাশন এই কাহিনী ভীষণ, নাহি কর কর্ণান্তর কহিনু তোমারে। কেশবেও এই কথা কহ বুঝাইয়া।" এইরূপে উপদেশ দিয়া পরিবারে, করিলা বিদায় তারে; বসিলা আপনি একা নীরব রোদনে।

ধরি তপনের কর চাঁপালতা সতী, পশিলা শয়ন গৃহে; কাঁদিতে লাগিলা বসি বাঁধিয়া দুয়ার। এদিকে কেশবচন্দ্র, তপনের প্রেম আশে দিয়া জলাঞ্জলি, কাঁদিছে বসিয়া একা ভগিনীর তরে। তরল নাসিকা-রস সেই রাক্ষসীর, রাখালের কেলী গৃহে, বিগত নিশায় যাহা আইল দেখিয়া; ভীষণ সে দৃশ্যাবলী, অবিরত মনে তার লাগিল জাগিতে। তা' সহ বর্ষিল প্রাণে, ঝড়াকারে ঘৃতাসিক্ত জ্বলন্ত উহনি। হায় সেই অভাজন, সেই যাতনায়, মারিল কপালে কীল, খুঁড়িল নখরে আঁখি

ছাড়িল হৃদয়। কভু গরজিল রোষে, কভু বা আবার, নির্দ্দোষী রাখালে স্মরি লাগিল দোষিতে। "এই ছিল মনে তোর, যদিচ ভগিনী মোর কোন চক্রদোষে, পড়িল কবলে তোর ; উচিত কি তোর, তারে, করিতে হরণ ?—হায় আমি অভাজন, করিনু এ হেন কাজ নারি প্রকাশিতে।"

এইরূপ কতক্ষণ কাঁদি আত্মগত, হইল নীরব যুবা ; তবে কতক্ষণে, কহিতে লাগিল পুনঃ মনে আপনার। 'আমিই হইব যদি সুশীল সন্তান, পরনারী প্রতি আঁখি যদি না রাখিব, তবে কি এ বিষফল হইত ভুঞ্জিতে।—হা তপনমণি, কেন আমি তোর প্রতি, পাপ-পরিপূর্ণ চোখে চাহি নিরখিনু, হারাইনু ভগিনীরে কেন কুলক্ষণে ?—আমারি এ পাপে আমি, এই মহা অনুতাপে পড়েছি জড়ায়ে।'

অজ্ঞান আকারে যুবা, এইরূপ কতক্ষণ কাঁদি নিরজনে ; বাহিরিলা অতঃপর আবাস হইতে। চলিলা যথায়, বসিছে রাখাল রাম দালানে আপন ; একাকী চরণ-দ্বয় ধরি সে জনের, কহিল কাতরে কাঁদি। "দে ভাই ফিরায়ে তুই, যে নারী রতনে কালি করিলি হরণ !—সহোদর সম তুই, এই কাজ বল ভাই করিস্ কেমনে ?—ফাটিছে হৃদয় মোর না পারি ফুটিতে, যেই কলঙ্কের কালী তুলিয়াছি শিরে।—যা হবার হইয়াছে, কহিব না কারে আমি, কহিও না কারে ; অধিকন্তু আর, দিতেছি সহস্র মুদ্রা দে তারে ফিরায়ে !—রবে না গোপনে কথা পাইবে প্রকাশ, জাতি কুল ভাই আমি সব হারাইব।"

অবাক্ রাখাল রাম কহিল হাসিয়া। "সেই মড়া মুখীটারে, এতই কি চোখে তোর লাগিয়াছে ভাল ?—ন্যাকার-মুখিনী-মাগী,

কাঁসিয়া অস্থির ; তারে আমি হরিয়াছি !—এরূপ বিশ্বাস, কেমনে করিস্ তুই না পাই ভাবিয়া।”

নয়নে সলিল রাশি কহিল কেশব। “কেন ভাড়াইস্ ভাই ! সহে না যাতনা প্রাণে দে ভাই ফিরায়ে !”

মনের গোপন কথা রাখি সঙ্গোপনে, এরূপে কেশবচন্দ্র কহিল তাহারে। কিন্তু সে রাখাল, নাহি রাখে কোন রূপ চারুর সংবাদ, বুঝিতে নারিল কথা কহিল হাসিয়া। ‘বল দেখি সে মাগীর, কতটা ন্যাকার তুই করিলি ভক্ষণ ?—পানে খাওয়াইল তোরে কিম্বা অন্য রূপে ?—”

কহিল কেশব। “কেন ভাই হেনরূপে হাসিয়া উড়াস্ ?”

কহিল রাখাল। “পাতিস্ হাসির কথা না হাসি কেমনে ?”

কহিল কেশব। “তবে যেন নাহি তুই চাহিস্ ফিরাতে।”

কহিল রাখাল। “কোথায় পাইব তারে ফিরাইব বল !—পাগল হতেও তোরে হেরি যে পাগল।”

কহিল কেশবচন্দ্র জ্ঞানশূন্য প্রায়। “একান্তই কুলে মোর, ঢালিবি কালীমা স্থির করিলি অন্তরে ?”

কহিল রাখাল এবে হাসি উচ্চ হাস। “বেশ হাসাইতে দেখি আইলি প্রভাতে !—তপন কি জায়া তোর—কামিনী কোলের ?—যদিই হরিয়া থাকি, তোর কুলে কালী তায় পড়িল কেমনে ?—দেখ ত মূর্খের কথা কিবা অপরূপ !”

কহিল কেশব কাঁদি বালকের মত। “জায়া হলে ভায়া আমি, বোধ হয় এতদূর নাহি কাঁদিতাম।”

কহিল রাখাল রোষে। “জায়ার লাগিয়া, কবে বা কাঁদিলি তুই কাঁদিবি আবার !—যা আমি হরিয়া তারে বেশ করিয়াছি।”

এই বলি গৃহে পশি বাঁধিল দুয়ার। "এমন বর্ব্বর তুই কভু না ভাবিনু।"

কহিল কেশবচন্দ্র রোষে কম্পবান। "দেখিস্ দেখিস্ তবে, কি দশা পাপিষ্ঠ তোর করি এর পর।" এই বলি সেই স্থল করি পরিত্যাগ, ফিরিল কাঁদিয়া ঘরে। "কি আর করিব তোর, পারিব কি আমি!—মজাইনু কুল যবে আপনি আপন। তোর কেন বৃথা দোষ দিই অকারণে।—রে দুষ্ট কেশব তুই পাপিষ্ঠ অধম! বল কি করিলি স্থির?—এততেও মতি তোর নাহি কি ফিরিবে?—এখনও কি পাপী তুই, চাহিবি করিতে প্রেম তপ-নের সাথে?—ঐ শোন্ দৈববাণী, কিরূপে বিমানে বসি দেব দেবী যত, করিতেছে তিরস্কার রে অভাগা তোরে!—ঐ শোন্ কি কহিছে—"যা কেশবচন্দ্র তুই! সুষমা তপনে, মা বলি ডাকিবি ক্ষমা চাহিবি চরণে! তাহারি সে পদতলে, রয়েছে উদ্ধার তোর রয়েছে চারুর।—দয়া করি একবার, যদি সে রমণী, ডাকে তোরে পুত্র বলি; নরক যন্ত্রণা হতে পাইবি উদ্ধার; ভগিনীও তোর, যেখানেই থাক্ কিন্তু থাকিবে নির্ম্মলা!—যা চলি চরণে তার রাখিবি মস্তক!"

অজ্ঞান আকারে যুবা, পাগলের প্রায় পশি আবাসে আপন, পড়িল আছাড়ি তথা প্রাঙ্গণ উপরে। এ দিকে জননী চাঁপা অন্দরে বসিছে, কান্দিছে খুঁড়িছে আঁখি, তপন যতনে জল দিতেছে বদনে। কেশবের দশা দেখি অমনি সুন্দরী, সেই জলপাত্র হাতে আইল ছুটিয়া। যে কেশবে হেরি সতী সদা সশঙ্কিতা, নাহি মাড়াইত ছায়া কভু যে জনার; আজি সেই কেশবের আসিয়াছে জল দান করিতে বদনে। ধীরে ধীরে

আসি সতী, স্বকরে যুবার শিরে সিঞ্চিল সলিল, চেতনা পাইল তায়; তা'সহ অমনি, ধরিল দু'খানি পদ তপনমণির; হৃদি বিদারক স্বরে কহিল কাঁদিয়া। "কর ক্ষমা অভাগারে, দ্বিতীয়া সাবিত্রী তুমি সুষমে তপন!—যেই পাপ আঁখি আমি রাখি তব পরে; হায় তারি প্রতিফলে, ভগিনীরে এ সংসারে হারাইনু আমি!—আমারি এ পাপে, এই অভিশাপে চারু পড়েছে বিধির।—কর ক্ষমা দয়াবতী; তুমি না ক্ষমিলে, ভগিনী আমার নাহি পাইবে উদ্ধার।—কেশব সন্তান তব, জানিও মা তুমি, আপন জঠর-জাত!—পূজনীয়া আজি হতে হইলে আমার, রহিব চরণে বাঁধা মা তোমার আমি।—উন্মাদ পাগল বলি না ভাব আমায়, পুত্র বলি কোলে তুলি লহ মা স্নেহের!—কর মা স্বীকার তুমি, নরক যন্ত্রণা হতে উদ্ধার আমায়।"

এরূপে চরণ ধরি করুণ নিক্কণে, কাঁদিলে কেশবচন্দ্র; দুঃখ নিশা তপনের, তখনি তথায় যেন হইল প্রভাত; বহিল নয়নে, আসারে শিশির ধারা আনন্দ সলিল। পরন্তু তপনমণি, বিচলিত চিতে, ছাড়িয়া নিশ্বাস এক, কহিল কেশবে। "চিনিলি কি এতদিনে সতীত্ব পরের?—হ' তুই সুশীল বাপ, ক্ষমা তোরে এই ক্ষেত্রে করিলাম আমি! দে ছাড়ি চরণ মোর!"

এতেক কহিতে সেই সুষমা তপন; কাঁদিল চরণ ধরি আবার কেশব। "এই পদতলে তব, রয়েছে স্বরগ মোর ছাড়িব কেমনে?—যেই হুতাশন মাগো, জ্বলিতে আছিল প্রাণে অভাগা আমার; মা বলি ডাকিতে তোমা, সেই ঘোর দাবানল নিবেছে এখন। একবার মাতা তুমি, অন্তর হইতে, ডাক আমি অভাজনে সন্তান বলিয়া!—ডাক মা বারেক তুমি, করিওনা লাজ; লহ

তুলি কোলে স্থান দেহ মা স্নেহের ! ডাক মা বারেক তুমি ডাক মা বারেক ! শত তীর্থ করি লোকে যাহা না পাইল, এক ডাকে মা তোমার পাইব তা' আমি। আজন্ম তপস্যা করি, বনে বসি ঘাস রাশি ফুটাইয়া গায়, যাহা না পাইল কেহ ; মা তোমার এক ডাকে, সেই মহাধন আমি পাইব এখনি !—ডাক মা 'সন্তান' বলি, এই তব ডাকে—চিরপ্রিয় চারু তব পাইবে উদ্ধার।"

হৃদি বিদারক স্বরে, এরূপে কেশবচন্দ্র কাঁদিলে চরণে ; আর্দ্রিল তপনমণি দ্রবিল দয়ায় ; খুলিল স্নেহের আঁখি। মরতে প্রকৃতি সতী, আকাশে অপ্সরী, নাচিল উল্লাসে মাতি ; হাসিলেন সিংহাসনে আপনি ঈশ্বর। ক্রমশঃ তপনমণি হইল শিথিলা, উদিল বাৎসল্য মায়া পূরিয়া পরাণ।—বাহুতে বেড়িয়া সতী অমনি কেশবে, তুলিলা আপন কোলে কহিলা কাঁদিয়া। "আয় রে মায়ের কোলে মায়ার সন্তান।" এই বলি হৃদে তারে রাখিল স্নেহের।

এইরূপে কতক্ষণ রাখিয়া হৃদয়ে ; কহিলা তপনমণি, নয়নে সলিল রাশি, গদগদ স্বরে। "মা বলি ডাকিলি যদি আমি অভাগীরে, মায়ের আদেশ তবে, সদাসর্ব্বক্ষণ বাপ করিস্ পালন। হেমাঙ্গিনী বধূ আহা, সরস দশায়, রহিয়াছে পিত্রালয়ে, নীরব রোদনে কাল কাটিছে তাহার।—দেহ অনুমতি আমি আনি সেই ধনে, সুখের আবাস বাঁধি তোমার কল্যাণে।— রাখ বাপ এই কথা মায়ের তোমার !"

এতেক কহিতে মাতা অমনি সন্তান, পরশি চরণদ্বয় লাগিলা কহিতে। "কোন কথা মাতা নাহি সুধাও আমায় ?—তোমার আদেশ, ভক্তি সহকারে শিরে রাখিব আমার।"

অমনি তপনমণি, কেশবের মুখ পানে চাহিল বারেক, মায়ে পোয়ে চোখো-চোখী হইল অমনি।—আহা কি সুন্দর দৃশ্য।—

একের নয়ন যুগে ভাসে ভক্তি রাশি,
অন্যের নয়ন হতে স্নেহ পড়ে খসি।

আহা কি, সুন্দর দৃশ্য! এই দৃশ্য এতদিন আছিল কোথায়?—যে কেশবচন্দ্রে হেরি সদা আতঙ্কিতা, সুষমা তপন মণি; সেই ত কেশব এই, তার প্রতি কেন তবে মমতা এতেক? সেই ত কেশব এই, হায় যেই জন, লভিতে ইহার প্রেম, যেরূপে পারিল, দেখাইল বারে বারে আশিষ্ট-আচার?—অবিরত পাপ পথে বিচরি এ জন, অবিরত কলুষিত করি নিজ তনু, দেখ কি পবিত্র পথ, পথ স্বরগের, পাইয়াছে ভাগ্যধর! দেখ বিধাতার লীলা কৌশল অপার! কেমন সুন্দর ভাবে রেখেছে পুণ্যের পথ পাপের পারশে!

তপনের আলিঙ্গন চুম্বন মধুর, পাইল কেশবচন্দ্র হাসি সে মুখের। কিন্তু এই কাজে, নাহি কণামাত্র পাপ, পুণ্যই কেবল। বিচরিতে পুণ্য-পথে যদি চাহ কেহ, ফিরাইয়া ধর তবে ধারণা মনের। অন্তরে ভরিয়া পাপ, যে পথে চলিবে, চয়িবে কেবল পাপ, কিন্তু পরিস্কার প্রাণে পুণ্যই কেবল।

তৃতীয় ভাগ।

প্রথম সর্গ।

প্রেরিলা কেশবচন্দ্র, কত স্থলে কত লোক ভগ্নীর সন্ধানে। কিন্তু সেই সতী, পশি কুমিল্লায় তথা মাসীর আবাসে, বসিছে কৌশল করি নিরুদ্দেশ ভাবে; যে হেতু উদ্দেশ তার, নারিল করিতে কেহ ফিরিল হতাশ।

চাপিয়া চক্ষের জল চাঁপালতা সতী, পাষাণে বাঁধিল বুক; কেশব ছাড়িল আশ চারু ভগিনীর; থামিল তপনমণি কাঁদি কতকাল। এইরূপে ছয় মাস গেল অতিবাহি।

তপন আপন গুণে, পুত্রবধূ হেমাঙ্গীরে পাইল আলয়ে, বাঁধিল সুখের ঘর। আপন পত্নীর প্রেমে মজিল সে জন, হইল সুশীল এবে, ছাড়িল অসৎপথ সঙ্গত-অধম। জনক সন্তোষ অতি, বসাইল পুনঃ তারে গদিতে আপন। আর চাঁপালতা সতী, তপনে আপন কাজে করিলা 'বাহাল'।

গৃহিণী হইয়া সতী সেই আবাসের; রহিলা অশেষ সুখে রাখিলা সকলে। দাস দাসী, প্রতিবাসী, সবাকার পরে, দেখাইত কত রূপে কৃপা আপনার; কহিত হাসিয়া কথা, কভু

নাহি দিত ব্যথা মরমে কাহার। মায়ের মমতা যত, হেমাঙ্গী সতীর প্রতি করিত বর্ষণ। বধূটিও মা বলিয়া ডাকিত তাহারে, দূরিত সকল ক্লেশ।—গর্ভজাত পুত্রপ্রায় ভাবিত কেশবে, তিনিহ তদ্রূপ ভক্তি করিতেন তাঁরে। এইরূপে তপনের, কাটিতে লাগিল তথা জীবন মধুর।

এই হালে কতকাল গেল অতিবাহি, একদা প্রবীণা এক, সত্তুরা রমণী, প্রবেশিল সে আবাসে সহাস বদনে। স্থবির শরীর তার কাঁপিছে বাতাসে, উড়িছে রূপালী চুল। দুইটী দশন মাত্র, মিশি পরা তায়, হাসিছে বিকট হাসি, দেখাইছে ঠাট। নয়ন কোটরগত, তাতেই হানিছে বামা শর ভয়ঙ্কর। পরিয়াছে সূক্ষ্ম বস্ত্র বাঁধিয়াছে কুচ, বিকচ লোচনা বৃদ্ধা হাসিছে মুচকি। অবাক আবাসবাসী, হেরি সেই ঠাটরাশি, অদ্ভুত ব্যাপার।

ফিকি ফিকি হাসি বুড়ী চাহি আড় চোখে, নিরখিল চারি ধার। দূর হতে চাঁপালতা হেরি সে বৃদ্ধারে, আইল নিকটে তার, জিজ্ঞাসিল সুহাসিনী মধু সম্ভাষণে। "কে তুমি আবাসে পশি, করিতেছ কহ শুনি কিসের সন্ধান ?"

চাহিয়া চাঁপার পানে অমনি সে বামা, টিপিল নয়ন দুটী। তা' দেখি কহিল চাঁপা চঞ্চল বিষম। "কে মা গো আইলি তুই! টিপিস্ নয়ন কেন কি হেন কারণে। কেন বা দেখাস এত ঠাট অপরূপ ?"

'ফিক্' করি হাসি বুড়ী কহিল অমনি। "থামনা গো ক্ষণ-কাল!—আনিয়াছি কোন এক সুন্দর সংবাদ, কহিব সে কথা আমি, একা তপনের কাণে, নহে, অন্যজনে।"

এতেক কহিতে বৃদ্ধা, অমনি সে কর তার ধরি চাঁপালতা, কহিল সংশয় মানি। "কে তুই, এখানে কেন, বল্ তা খুলিয়া ? নহে তপনের নাহি পাইবি সাক্ষাৎ।"

এরূপে ধরিতে কর, মুখরা সে নারী, কহিল অশ্লীল ভাষে। "হ্যাদে মাগী যেন মোরে ধরিয়াছে চোর! দে ছাড়ি আমার কর, দু'কথা তপনে আমি এসেছি বলিতে।"

কহিলেন চাঁপালতা, রুষ্টমুখী স্থবিরার নিরখি নয়ন। "আমার আবাসে আসি, এইরূপ চড়া কথা কহিস্ কাহারে ? বাঁচাইবি প্রাণ যদি, বল তবে কি কারণে আইলি এখানে ?"

অমনি কহিল বুড়ী রোষে কম্পবান। "মানি আমি তোরি যেন হইল আবাস ; খুন, তুই তাই নাকি করিবি আমায় ?—দেখ' ত মাগীর রীতি, কুঁদুলে কেমন!—যার কথা, কব তারে,—এ মাগী কেন গা পথে আইল লুটিতে ?" এই বলি কর বুড়ী, টানিতে, অমনি চাঁপা দিলেন ছাড়িয়া।

ভাবিলেন চাঁপালতা মনে আপনার। 'যদিও কর্কশী বটে, তথাপি নিরখি এরে ন্যায়-পরায়ণা। যাহার বারতা বুড়ী কহিবে তাহারে। এ হতে উত্তম কাজ কি আছে জগতে ?' এইরূপ চিন্তি মনে, তপনমণিরে সতী ডাকিলা তথায়। আইলে সে মরালিনী, স্থবিরার পানে চাহি সম্বোধি' কহিল। "এই ত তপনমণি আসি দাঁড়াইছে, কহ কি কহিবে এঁরে!"

হেরি তপনের রূপ সরস যৌবন, অবাক নয়নে বৃদ্ধা, কতক্ষণ তার পানে রহিল চাহিয়া ; তবে কতক্ষণে, কহিল চাঁপার প্রতি অপ্রীতি বচনে। "আনিয়াছি গুপ্তকথা কহিব করণে, তুমি কেন এইস্থলে রহিলে দাঁড়ায়ে ?"

এরূপ কহিতে বৃদ্ধা, কহিল তপনমণি অসন্তোষ অতি। "কে তুমি গা কেন হেথা ?—গুপ্ত কথা নাহি আমি শুনি কভু কার !—সবার সম্মুখে বল নহে যাও চলে।"

তপনের কথা শুনি, 'ফিক্ ফিক্' করি বৃদ্ধা হাসি সম্বোধিল। "মা আমার ভাবিয়াছে, কু-কথা মায়ের কাণে আইনু কহিতে।" এই বলি ঘন ঘন টিপিল নয়ন।

কহিল তপনমণি। "কু-কথা না হবে যদি, কেন তবে তুই, মায়ের নিকটে মোর কহিতে ডরাস্ ?—কোথাকার এ বালাই পশিল আবাসে ? আইল টিপিতে চোখ !"

চাঁপারে 'জননী' বলি সম্বোধিলে সতী, কহিল অমনি বুড়ী। "জননী তোমার ইনি, তা কি আমি এতক্ষণ পারিনু বুঝিতে।— ক্ষমা তুমি কর মাগো, যা আমি কহিনু।" এই বলি করদ্বয় ধরিল চাঁপার।

কহিল তপন। "কহ তুমি আসিয়াছ কি কথা লইয়া ?"

কহিল অমনি বৃদ্ধা টিপিয়া নয়ন। "কি হবে শুনিয়া কাণে, দেখিও নয়নে, এস তুমি আশুগতি বস শিবিকায় ; চল সাথে যেই পথে লয়ে যাই আমি !—পাইবে তথায়, পরম পিরিতি তুমি ; কহিনু তোমারে।

কহিল তপনমণি উপহাস ছলে। "কোথায় কোথায় শুনি, এ হেন পিরিত আমি পাইব যাইলে ?"

কহিল আবার বৃদ্ধা টিপিয়া নয়ন। "পাইবে পাইবে তুমি ; এস আশুগতি !—দেখ না কি স্বরসুখ, জাগিছে কপালে তব আমার আলাপে।" এই বলি কর বৃদ্ধা ধরি তপনের, দেখাইলা মায়া তায় করিয়া চুম্বন।

সবলে ছাড়ায়ে কর কহিল তপন। "কে তুই, সহসা কর ধরিস্ আমার।—তোর সাথে কেন আমি যাইব কোথায় ?"

কাকুতি মিনতি এবে আরম্ভিল বুড়ী, কহিল বিনয় বাক্যে। "আয় মা মিনতি করি, ধরি তোর কর।—দেখ্ মা স্থবিরা আমি একান্তুরা নারী !—রাখিলে আমার কথা ভাল তোর হবে।"

কহিল তপন। "কোথা লয়ে যাবি যেন বলিবি না তাহা ; এমনি যাইব আমি।—দেখ ত আক্কেল খানা হাবাতে মাগীর !

'ফিক্' করি হাসি বুড়ী কহিল আবার। "মা আমার ভাবিয়াছে, মজাইতে মায়ে, মন্দ কোন অভিপ্রায়ে আসিয়াছি আমি। কিন্তু নাহি জান মা গো, আমার পিরিতে, পাইবে সে জনে তুমি, যার তরে দিবানিশি কাঁদিছ গোপনে !"

কহিল তপনমণি সবিস্ময়ে চাহি। "কে আমার ভালবাসা ? —কারে আমি ভালবাসি প্রাণ সমতুল, কার তরে কাঁদি সদা ? —বলে কি এ মাগী মাগো, বলে কি এ মাগী ?"

কহিল স্থবিরা। "প্রকাশিতে নাম তার নিষেধ আমায়। স্মরিয়া দেখ না কেন, কত সুখ নিশা, পোহাইলা কোলে তার করিয়া শয়ন।" এই বলি পুনরায়, কাকুতি মিনতি বুড়ী করিল বিস্তর, চুমিল সে কর ধরি। "রাখ স্থবিরার কথা, দেখ কত তোষামোদ করিছি তোমার ; লইতেছি কত রূপে আলাই বালাই।—কেমন ও মন মাগো তবু নাহি গলে ?"

এ হেন সময়ে তথা আইল কেশব, চাহিয়া বৃদ্ধার পানে, জিজ্ঞাসিল মধু ভাবে জননী তপনে। "কে, মা, এই বৃদ্ধা হেথা ! কি হেতু তোষিছে তোমা চুমিছে এতেক ?"

কহিল তপনমণি, কেশবের পানে চাহি স্নেহের নয়নে।

"না পারি কহিতে বাপ, এ পাপ কোথায় হতে আইল এখানে। দেহ এই কথা ত্যাগ, যাও তুমি চলি ; আয়োজি' আহার তব, রন্ধন-শালায়, বসিছে হেমাঙ্গী বধূ, চির মধুভাষী ;—যাও তুমি তৃপ্ত তথা হইবে মাণিক !"

এই বলি সেই পুত্রে করিয়া বিদায়, চাহি সে বৃদ্ধার পানে লাগিলা কহিতে। "করে ধরি অনুনয় করিলে বিনয়, কহ ত গা সতী তুমি ! কোন্ কুলবতী কুল করে পরিত্যাগ ?—এ কেমন জ্বালা মাগো, কোথা হতে এল এই পায়ে-পড়া বুড়ী ?"

কহিল স্থবিরা শুনি। "কুলের বাহির কবে কহিনু হইতে। তোমারি ত ভালবাসা ডাকিছে তোমায়।—গোপনে পিরিতি করি নিশার গভীরে, এবে এত ন্যাকা কেন হইছ জননি ?"

রোষিল তপন মনে শুনি এই কথা। "বিধবা রমণী আমি, পিরিতি কাহার সাথে করিনু কোথায় ?—কোথাকার মড়ামুখী আইল এ বুড়ী, যা আসিছে মুখে যে গো বলিছে তাহাই।"

হাসিল স্থবিরা শুনি কহিল অমনি। "বিধবা রমণী যদি, তবে মা কেমনে, প্রসবিলে এই হেন জুয়ান সন্তান ? কেমনে বা আর, বসিতেছ বধূ লয়ে শাশুড়ী হইয়া ?"

একথা শুনিতে চাঁপা, বদনে বসন দিয়া হাসি সঙ্গোপনে, কহিল তপনে টিপি। "কেন না কহিছ এবে, প্রসবিলে কি প্রকারে এ হেন সন্তান। বিশেষতঃ বয়সেতে দ্বিগুণ তোমার।"

কহিল তপন। "তাই ত অবাক আমি আক্কেলে মাগীর।"

কহিল স্থবিরা। "ভাড়ায়োনা মা আমার, জানি আমি সব ! —এ পুত্র কেশব তব, যে নিশা নীরবে, যেরূপে লইল জন্ম জঠরে তোমার ; আর সে সময়ে, সেই ভালবাসা তব, যেরূপে

ধরিল সেই প্রসব বেদনা ; অবিদিত তার কিছু নাহি মা আমায়।—বল দেখি যাবে কি না, সেই ভালবাসা যদি ডাকে মা তোমায় ?”

এতেক শুনিতে সতী, মজিলেন কতক্ষণ নীরব চিন্তায়। পড়িল অমনি মনে। যে ছলে কেশব তারে, নিশার গভীরে, ধরেছিল একাকিনী কপাটের পাশে ; আর সে দশায়, যে ছলে সুন্দরী চারু উদ্ধারিল তারে।—অমনি চেতনা পাই, স্থবিরার পানে চাহি কহিল হাসিয়া। “তবে কি চারুর তুমি এনেছ সংবাদ ?” এই বলি কর তার ধরিল হাসিয়া।

কহিল স্থবিরা এবে ভয়ে কম্পবান। “দিয়াছে মাথার কিরে, মাগো আমি নাম তার না পারি করিতে। না চাহ যাইতে সাথে, ক্ষতি নাই তায়, দেহ মা ছাড়িয়া আমি পলাই নির্দ্দোষ ! —কি কাজ পড়িয়া মোর প্রকোপে তাঁহার !”

উদিল আনন্দ ধ্বনি, ধরিল বৃদ্ধারে ; জনে জনে সমাদর করি বসাইল ; বসিল সকলে পাশে, দাস দাসী আসি তারে ঘেরি দাঁড়াইল। কাঁপিতে লাগিল বৃদ্ধা, কসায়ের গরু ! জিজ্ঞাসিল চাঁপালতা, নয়নে সলিল রাশি—চিহ্ন আনন্দের। “বল মা সে মেয়ে মোর, কি দশায় কোন্ দেশে আছে গো এখন। বল মা খুলিয়া সব, ভয়ের কারণ কোন নাহি এ কথায়।” এই বলি মিনতিলা সকলে মিলিয়া।

কহিল স্থবিরা কাঁদি। “মা গো তার কথা আমি কহিব কেমনে, নিষেধের পরে সে যে করেছে নিষেধ।—তবে পারি যদি মাগো, কেশব তোমার, ধরিয়া থাকেন এবে চরিত্র উত্তম। তাহারি কারণে মাত্র, এতদিন নিরুদ্দেশ রহিয়াছে সতী।”

কহিলেন চাঁপালতা অতি কুতূহলি। “বল তুমি প্রাণ খুলি;

ফিরিয়াছে মা গো মোর চরিত্র পুত্রের।” একে একে এবে বুড়ী লাগিল কহিতে।—যে ছলে কেশবচন্দ্র, তপন ভাবিয়া ধরে শিবিকা চারুর, বাধায় বিষম দ্বন্দ্ব ; যে ছলে বাহকবৃন্দ, তরুতলে সেই যান রাখি পলাইল। আর যেই ছলে বৃদ্ধা গিয়া সেই স্থলে, চারুকে উদ্ধার করি সে বিপত্তি হতে, পাঠায়ে কুমিল্লা দেশে আবাসে মাসীর, বসিল আপনি সেই আসনে তাহার। তা' পরে বাহকবৃন্দ তুলিয়া ইহারে, যে ছলে লইয়া গেল অরণ্য মন্দিরে ; আর যেই ছলে, রাম রাখালেরে খেলা দেখাইল ইনি। শুনি এ কাহিনী সবে হাসিল অধীর।”

এইরূপে সব কথা বিবরি কহিলে, আনন্দে পূরিল গৃহ ; স্থবিরার পানে চাহি, কহিলেন চাঁপালতা সহাস বদনে। “মা গো তুমি আমা সবা তুলিলে স্বরগে।—মা গো সে মেয়ের তরে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, নয়নে হয়েছি অন্ধ, হৃদয় করেছি আর বরল-আলয়।—বল মা সে মেয়ে মোর আছে গো কেমন, আর বিবাহের তার কহ কি হইল ?”

কহিল স্থবিরা শুনি হাসি সুমধুর। “মলয় অনিলে ফুটি, কভু কি কুসুমকুলে দেখনি আপনি, বসিতে ভ্রমরে লয়ে সুখের বাসরে ? তেমনি ত সুরসুখ, ভুঞ্জিতেছে অবিরত কন্যা আপনার।—স্বামী-সোহাগিনী তিনি রাণী ত্রিপুরার, তার সম ভাগ্যধরী কে হবে ধরায়। দাস দাসী লয়ে সতী, শত পত্র পরে যেন ফুটেছে কুসুম।” এইরূপে একে একে কহি সব কথা, অঞ্চলের খেঁাট খুলি কহিল তপনে। “এই তুমি টাকা কড়ি লহ মা গনিয়া, পথের খরচ তব দিয়াছে সে সতী।—লহ মা গণিয়া তুমি, যেমন দিয়াছে আমি এনেছি তেমনি।”

গণিল সে মুদ্রাগুলি কহিল তপন। "লিপি, কই কি এনেছ! দেহ তা' আমায়! দেখিব টাকার কথা লিখিয়াছে কত!" এই বলি সেই স্থলে ডাকায়ে কেশবে, কহিল সকল কথা।

কহিল কেশবচন্দ্র, আনন্দে বৃদ্ধার পানে ফিরায়ে নয়ন। "কই কি এনেছ লিপি দেহ তা খুলিয়া; পত্র না পাইলে, যথাযথ কথা কহ, পাইব কেমনে ?"

কহিল স্থবিরা বৃদ্ধা কাঁদি সকাতরে। "পত্রখানি ও গো আমি হারাইনু পথে।"

কহিল কেশব। "চারুর হাতের লেখা চাহি ত নিশ্চয়; নচেৎ এ মা আমার না পারে যাইতে ! যাও তুমি লিপি লয়ে আসিবে তাহার !—দিতেছি আমরা পত্র, এ মুদ্রার প্রাপ্তি তায় করিব স্বীকার।—হারায়েছ যদি পথ হাঁট দুইবার।"

কহিল স্থবিরা কাঁদি। "টাকা কড়ি সব কিছু দিয়াছি ত আনি, তথাপি লিপির তরে দেখ ত পীড়ন।—হারায়েছি পত্র মাত্র, টাকা হারাইলে, না জানি তোমরা তায় করিতে কিরূপ। —জানিলে এমন, কভু নাহি এই স্থলে আসিতাম আমি।" এই বলি কতক্ষণ, নীরবে মিমাংশি মনে কহিল প্রকাশি। "নাহি যদি যাও বাছা, ছাড়ি বাঁকাবাঁকি টাকা দেহ ফিরাইয়া।"

কহিল কেশব। "টাকা নাহি ফিরাইব, পত্র দিব আমি!"

কহিল স্থবিরা। "পত্র যদি বহিবারে পারিতাম আমি, তবে কি স্বেচ্ছায়, সে পত্র ছিঁড়িয়া পথে ভাসাই সলিলে।"

কহিল কেশব। "কেন শুনি পত্র তুমি না চাহ বহিতে ?"

কহিল স্থবিরা। "চতুর্গুণ কাজ তায় বাড়ে জানি আমি। পাইলে দূরস্থ পত্র কুল বধূকুল; টানাটানি হুড়াহুড়ি করি জনে

জনে, বসিবে পড়িতে তাহা। প্রত্যেক অক্ষর তার, করিয়া চর্ব্বন, কাটাইবে এককাল কাঁদুনী গাহিয়া।—তার পর বসিবেন উত্তর করিতে; অক্ষর না পায় খুঁজি; 'কা—কা' করি মরে লিখিতে 'কাগজ'।—এই সব দেখি শুনি, লিপি-বহা কাজ আমি দিয়াছি ছাড়িয়া।—বাক্‌শক্তি প্রতি মুখে দিয়াছে ঈশ্বর; এর সম বার্ত্তাবাহী লিপি কভু নয়।"

শুনি কতক্ষণ চিন্তা করিল কেশব, তবে কতক্ষণ পরে, তপন-মণিরে স্মরি লাগিল কহিতে। "দেখি এ বৃদ্ধারে আমি হাবাতে গোছের! কিন্তু তা বলিয়া, বিশ্বাস ইহার প্রতি না পারি করিতে।—এ দশায় কহ মাতা কিরূপ করিবে?"

কহিল তপনমণি। "অবলা রমণী আমি—এ কথার কহ বাপ কি উত্তর দিব!—যা তুমি কহিবে এতে করিব তাহাই।"

কহিল কেশব। "একা তোমা এই পথে না পারি ছাড়িতে।"

কহিল তপন। "কে তবে যাইবে সাথে, আছে কে তেমন?"

কহিল কেশব। "আমি আছি, আর বল পাইবে কাহারে।"

কহিল তপন। "বিনা নিমন্ত্রণ, কহ বাপ তুমি তথা যাইবে কেমনে। দেখ না বিবেচি কেন, চারুলতা তায়, পাইবে বিষম লাজ সমাজে আপন!—কি কবে দেশের লোক।"

অমনি স্থবিরা তথা কহিল চমকি। "সঙ্গে আমি নাহি পারি লইতে কাহারে!—আদেশ দিয়াছে তিনি তোমারে লইয়া, তুলিবারে এক তাঁর বন্ধুর ভবনে; তথা হতে তিনি, ডাকিয়া লইবে নিজ বুঝি অবসর।—এ কথার অর্থ কি বা না পারি কহিতে।"

কহিল কেশব শুনি সবিস্ময়ে চাহি। "পরগৃহে লয়ে যাবে? সে দশায় একাকিনী না পারি ছাড়িতে।"

এতেক শুনিয়া বৃদ্ধা চিন্তি' কতক্ষণ, কেশবের পানে চাহি কহিল সুধীরে "একান্তই যাবে যদি, যাইয়া তথায়, এ দোষের দোষী যেন না কর আমায়।—শিরেতে ক'গাছা কেশ, এরি ভয় যত কিছু করি বাবা আমি।"

এইরূপ সেই বৃদ্ধা করিলে স্বীকার, আনন্দে পূরিল পুরি। যে তপনমণি, কভু নাহি মাড়াইত ছায়া কেশবের, নাহি দেখাইত মুখ, না দেখিত যার ; দেখ সে তপনমণি, সেই কেশবের সাথে দূর ত্রিপুরায়, যাইতে স্বীকৃতা এবে সন্তোষ কেমন !—চাঁপালতা এ কথায় আরো পরিতোষ।

পর দিন, দিনস্থির হইল যাত্রার। আইলে প্রভাত, আইল শিবিকা দুটি অতি মনোহর। একটীর মাঝে গিয়া বসিল কেশব ; বসিল বৃদ্ধারে লয়ে, সুষমা তপনমণি অন্যের ভিতরে। চুমি চাঁপালতা সতী, সে দুটী চাঁদেরে কাঁদি দিলেন বিদায়। অমনি বাহকবৃন্দ, তুলিল শিবিকা দ্বয় ছুটিল সবেগে।

দ্বিতীয় সর্গ।

এ দেশ সে দেশ করি নানা দেশ দিয়া, চলিল শিবিকাদ্বয় বিঘোষি চৌদিক ; তৃতীয় প্রহরকালে, পশিল ত্রিপুরা-নাম-সুন্দর নগরে। এ পথ সে পথ ভেদি, আসি উপজিল এক অট্টালিকা-দ্বারে। দ্বিতল বিশিষ্ট সেই সুন্দর আবাস, সম্মুখে প্রাঙ্গণ শোভে অতি মনোহর ; তার পাশে সরোবর, বেষ্টিত চৌদিক তার সুন্দর প্রাচীরে। ফল ফুলে সুশোভিত নানাবিধ তরু, দাঁড়াইছে প্রতি পাড়ে নিবিড় দশায়।

এই ভবনের দ্বারে থামিলে শিবিকা, আইল বাহিরে বৃদ্ধা, আইল কেশব। তপন আপন স্থলে রহিল বসিয়া। কহিল কেশবচন্দ্র বৃদ্ধা-পানে চাহি। "এই কি আলয় সেই, এই কি আলয় ?—মায়েরে আমার তুমি এনেছ যেথানে ?"

উত্তর করিল বৃদ্ধা। "এমনি ত চারুলতা করেছে আদেশ।"

প্রশ্নিল কেশব। "এদেঁর সহিত তার সম্পর্ক কিসের ?"

কহিল স্থবিরা। "শুনেছি কুটম্ব এঁরা, না জানি কিরূপ ?" পশিলে আবাসে, সে সব কথার তত্ত্ব পাইবে আপনি। যাই আমি আশুগতি, আগমনবার্ত্তা তব করিতে প্রচার।" এই বলি অতি বেগে পশিল মহলে।

স্থবিরা চলিয়া গেলে, বসিল কেশব, তপনের শিবিকার আসি দ্বারদেশে। উপদেশ ছলে তবে কথা কতিপয়, কহিল মায়ের কাণে। "মহিলামহলে মাতা প্রবেশি আপনি,—কি রূপ চলন চাল, হাব, ভাব আদি, প্রত্যেক প্রাণীর তথা করি অধ্যয়ন, জানাইও সে বারতা করণে আমার !—নিরাপদ স্থল যদি বিবেচি মা আমি, রাখিয়া যাইব হেথা, নহে কভু নহে।

কহিল তপনমণি অতি কুতূহলি। "পশিলে আবাসে বাপ, সহজে মহিলাকুলে লইব চিনিয়া। আচার ব্যাভারে দোষ পাই যদি কোন, রহিব না এইস্থলে, তোমারি সহিত ঘরে ফিরিব অমনি।" অনন্তর মনে মনে কহিল এরূপ। 'ডরে ঘর-পোড়া গরু হেরি রাঙা মেঘ।'

এইরূপ কাণকথা কহিছে দু'জনে। দাসী সুহাসিনী এক, অমনি অন্দর হতে আইল বাহিরে। কেশবের পানে চাহি, নতশিরে সুবদনী নিবেদিল পদে। "তপন মায়েরে প্রভু লইয়া

আপনি, আসুন দাসীর সাথে।” এই বলি সসম্ভ্রমে, শিবিকা হইতে বামা তুলিল তপনে, লইয়া চলিল সাথে অতি সমাদরে। চলিল কেশবচন্দ্র পশ্চাতে দোঁহার।

হেরিল অলিন্দ হতে উঠিয়াছে সিঁড়ী, ধরিয়া তাহাই সবে উঠিল উপরে। পাইল সম্মুখে তথা, দীর্ঘ কলেবরা এক হল মনোহর, সজ্জিত, সুন্দরাসন, কোমল মখ্‌মলে। শোভিতেছে তদুপরি, সারি সারি কতিপয় সুন্দর বালিশ। সেই হলে পশি দাসী, যতনে আসন দান করিলা কেশবে, কহিল মধুর হাসি। “এই স্থলে কতক্ষণ করুণ বিশ্রাম, মায়েরে রাখিয়া আমি, অন্দর মহল হতে এখনি ফিরিব।”

বসিল কেশবচন্দ্র চাহিল চৌদিক। দেয়ালে দর্পণ গাঁথা, চারি ধারে চারি খানি অতি মনোহর; আর কত শত ছবি চিত্রিত চৌদিকে।—ভ্রমি সে প্রকাণ্ড হল, চিন্তিত নয়ন তার অতীব যতনে, দেখিল সে ছবিগুলি। দেখিল প্রত্যেক তার, দেখাইছে প্রেমরঙ্গ বিবিধ ধরণে—এলায়িত কেশে কেহ বসি বাঁধে বেণী, সম্মুখে দর্পণ রাখি।—কেহবা কাননে পশি গাঁথি নানা ফুল, পরাইছে কুতূহলে প্রেমিকে আপন।—প্রিয়-তমা সহ দ্বন্দ্ব করি কোন জন, করিতেছে পলায়ন, আর সে রমণী তার ধরিয়াছে কোঁচা।—এইরূপ ছবিগুলি দেখি সে দেয়ালে, ভাবিল বিস্তর কথা মনে আপনার।—সহসা ফিরিল আঁখি, দেখিল আবার, দীর্ঘাকার সে হলের অপর পারশে, ধবল বসনে ঢাকা, বাদ্যযন্ত্র কতিপয় রহিয়াছে পড়ি।—আবাসের সাজ-সজ্জা হেরি এইরূপ, চিন্তিলা বিস্তর কিছু সন্দেহিলা মনে; কিন্তু সে চিন্তার স্রোত ফিরিল তখনি, কহিল অমনি মনে। “আমোদ-

প্রমোদ-প্রিয় পরাণী যতেক, দেখেছি বিস্তর আমি, সাজায় আবাস তারা এমনি ধরণে।”

এইরূপ চিন্তিছেন, সহসা অমনি, বাজিল কঙ্কণাবলি মধুর ঝঙ্কারে ; তা’ সহ চমকি যুবা বসিল আসনে। অমনি আইল সেই দাসী সুহাসিনী, শোভে করে স্বর্ণ থাল। নানা আহারীয় দ্রব্য ভরি সেই থালে, রাখিলা যতনে আনি কেশবের আগে। কহিল মধুর হাসি বিধুরা সুন্দরী। “সামান্য সামগ্রী এই, অগ্রে আপনার, ধরিতে করিছে লাজ।—রাখিলে এ অন্নে রুচি গুণে আপনার, আবাস-বাসিনী মোরা হই পরিতোষ।”

আহারে বসিয়া যুবা কহিল দাসীরে। “এতেক সুখাদ্য দিয়া, জনমে আমার, নারিনু তোষিতে কারে এবম্প্রকারে ; যে হেতু লজ্জিত আমি।—তুমি যে পাইছ লাজ, সে কেবল বামা তব মহিমা অপার।”

কহিল কিঙ্করী শুনি মধু সম্ভাষণে। “বাক-শক্তি-হীন মোরা জাতি রমণীর, কেন হেন রূপে লাজ দিছেন আপনি ?”

এইরূপ কত কথা কহিতে কহিতে, করিলা কেশবচন্দ্র আহারের শেষ। লইয়া প্রহীন-পাত্র, রাখিয়া আইল দাসী মহিলা মহলে, সমাদরে পান-পাত্র দিল সুহাসিনী।

তাম্বূল রাখিয়া মুখে, কহিল কেশবচন্দ্র কিঙ্করীর পানে। “আর বিলম্বিতে বামা না পারি এখানে, যাও গিয়া কহ তুমি, গৃহিণীর পাদপদ্মে প্রণাম আমার ; আর কহ মায়ে মোর, বারেক আমার সাথে করিতে সাক্ষাৎ।”

আদেশের দাসী প্রায়, সে সংবাদ লয়ে, গেল চলি পদ্মমুখী, চিন্তিল কেশব। “এ আবাসবাসিগণে সন্দেহি কেমনে !

বংশোত্তম যদি নাহি হইবে ইহারা, তবে কি দাসীর মুখে, এই রূপ মধু কভু পারিত ঝরিতে ?—নিরাপদ স্থল এই, মায়েরে আমার, এখানে রাখিতে দোষ নাহি দেখি কিছু ?—তবে কি না এ আবাসে আসিয়া অবধি, পুরুষ মাত্রেই কারে নাহি দেখি কেন ?—বোধ হয় নাহি ঘরে, গিয়াছে কোথাও !”

এইরূপ চিন্তিছেন, অমনি তপনমণি আইল তথায়, জিজ্ঞাসিল সমাদরে। “কহ এই স্থল মনে ধরি’ছে কেমন ?”

অমনি কেশবচন্দ্র জিজ্ঞাসিল মায়ে।—“স্বভাব, চলন চাল, কথোপকথনে, স্থির সুন্দরীর প্রায় পাইনু ত সবে।—মহলে মহিলাকুলে, কহ মাতা কোনরূপ হেরিলা আপনি ?”

কহিল তপনমণি মধু সম্ভাষণে। “নিতান্ত সরলমনা, দুইটী ভগিনী বাস করে এ আবাসে, তাহারাই গৃহলক্ষ্মী গৃহিণী গৃহের। যদিও লইল তুলি অতি কুতূহলি, তথাপি না জানি বাপ, মরমের কোণে যদি থাকে কোন পাপ !”

প্রশ্নিল কেশবচন্দ্র। “আর এক কথা মাতা চাহি জিজ্ঞাসিতে।—পুরুষ কি এ আবাসে নাহি করে বাস, কই কারে কেন আমি না হেরি এখানে ?—কহ দেখি বিবরিয়া এ কথা কেমন !”

কহিল তপন। “চারুর দেবর নাকি, আগর-তলায়, ধাবিত তুরঙ্গ হতে পড়ি ভূমিতলে, পাইয়াছে সাঙ্ঘাতিক আঘাত মস্তকে ;—গিয়াছেন তাই তথা, এ আবাসে করে বাস পুরুষ যতেক।—সত্য মিথ্যা এ কথার জানেন ঈশ্বর।”

কহিল কেশব। “আরো এক কথা মাতা জিজ্ঞাসিব পদে।—ঐ যে কোণেতে দেখ, শ্বেত-বস্ত্র-তলে, বাদ্যযন্ত্র কতিপয়। কিরূপ গৃহস্থ এরা, এ সন্দেহ কহ করি কেমনে ভঞ্জন ? আইলে

রজনী, কি আমোদে মাতে এরা চাহি তা' জানিতে।—এখান হইতে এবে লইয়া বিদায়, যাইব এখন আমি, করিব নগরে বাস অতি সঙ্গোপনে। আইলে প্রভাত কালি, আবার সহসা আসি করিব সাক্ষাৎ, যাইব জানিয়া, কি দশায় নিশা তুমি পোহাও এখানে?" এই বলি মুখ পানে চাহিল মায়ের।

কহিল তপনমণি সন্তোষ বিষম। "বাপ, তুমি তপনের, তুমি না তত্ত্বিলে, মায়ের সরম তব কে আর রক্ষিবে?" এই রূপে কথা শেষ করিয়া কেশব, বিদায় লইয়া চলি গেল তথা হতে। অমনি তপনমণি, পশিলেন হাসিমুখে মহিলা মহলে।

তৃতীয় সর্গ।

আইল স্থচারু নিশা, সন্ধ্যাহার পরে, মহিলা মণ্ডলী যত, প্রকাণ্ড সে হলে আসি বসিলা সকলে। বসিলা তপনমণি, তারাদল মাঝে যথা রূপবতী চাঁদ।—বসিলেন ইন্দুমতি গৃহিণী গৃহের; তার পাশে স্থহাসিনী, কনিষ্ঠা ভগিনী নাম চপলা সুন্দরী। বসিলা কিঙ্করীদ্বয়, বিরাজমোহিনী আর যুঁইবালা নাম।

প্রহাসি রূপসীগুলি বসি এইরূপে, হাসি খেলি জনে জনে লাগিল করিতে। তুচ্ছরূপ কথা লয়ে, প্রত্যেকে তাহারা, হুড়াহুড়ি করি তথা হাসিল ব্যাকুল।

হাস্যমুখী ইন্দুবালা অগ্রজা সবার, যদিও দিতেছে খেলা, তথাপি কপটী, মাঝে মাঝে করি তাড়া কহিছে সকলে।—"কি করিস্ মা গো তোরা!—এত হুড়াহুড়ী কেন রমণী হইয়া? কুটম্ব বসিছে পাশে, তাও যেন চোখে কেহ না চাস্ দেখিতে?"

কহিল চপলা শুনি চপলা নয়নে। "রমণী হইনু বলি, বাড়ীতেও পায়ে বেড়ী হইবে পরিতে?—ধর তবে এই লহ! রমণী রবনা আর হইব পুরুষ।" এই বলি কাঁচা দিয়া পরিল বসন।—তা'দেখি আবার হাসি উঠিল সভায়।

জিজ্ঞাসিল ইন্দুবালা সহাস বদনে। "পুরুষ হইলি যদি, বিবাহ করিবি কারে, কনে কে হইবে?"

সটান নয়নে চাহি তপনের পানে, কহিল চপলা হাসি। "এই ত আমার কনে বসিছে এখানে!" এরূপ কহিতে চপা, অমনি তাহারে, তাড়নিলা ইন্দুবালা নয়নের কোণে। "এ কেমন পরিহাস? দেখ ত কিরূপে, সরস কুসুমে তুই করিলি মলিন, হইলি নিন্দার পাত্রী অন্তরে উহার।"

তপনের পানে চাহি চপলা সুন্দরী, কহিল সহাসমুখী। "হেঁ ভাই তপন তুমি নিন্দিছ আমায়?"

হাসিয়া তপনমণি করিল উত্তর। "আপন পুরুষে নিন্দা করিল কি কেহ?—কি হেতু করিব তবে? এস তুমি কাছে বস, তোমার হাসিতে আমি গিয়াছি বিকায়ে।"

বসিল চপলা এবে তপনের পাশে, কহিল প্রফুল্লমুখী। "দেখ দেখি কনে আমি পাইনু কেমন!—নাচ্ তোরা নানা মতে, গা সুন্দর গান যত মিলন সঙ্গীত। নবোঢ়া জায়ারে, কর পরিতোষ সবে যেরূপে পারিস্?"

কহিল বিরাজ হাসি। "পুরস্কার পাই যদি, জ্বলন্ত প্রদীপ, তা'হলে মাথায় রাখি নৃত্য করি আমি।"

সুহাসিনী যুঁইবালা কহিল হাসিয়া। "আমিহ গাহিতে ভাই রয়েছি প্রস্তুত।"

কহিলেন ইন্দুবালা হাসি সুমধুর। "আর বাদ্যযন্ত্র যত, দে আনি আমারে! পাই যদি পুরস্কার, দেখ্ তালে তালে বাদ্য বাজাই কেমন!"

কহিল তপনমণি সহাস বদনে। "পার যদি বাজাইতে, নাচিতে উত্তম, আর গান গাহিতে সুন্দর; সে দশায় পুরস্কার, দেবেন এ পতি মোর পাইবে সকলে।" এই বলি সুহাসিনী, চপলার মুখ পানে চাহিলা বারেক।

আইল বেহালা আদি বাদ্যযন্ত্র যত, আইল তা'সহ এক জ্বলন্ত প্রদীপ। বসাইলা ইন্দুবালা, বেহালার বুকে ধনু টানিল সবলে; কাঁদিতে লাগিল যন্ত্র, সে মহা পীড়নে পড়ি পাড়া মাতাইয়া। তা'সহ অমনি, যুঁইবালা গলা ঝাড়ি আরম্ভিল গান। স্বর নাই, সুর নাই, নাহি তাল জ্ঞান; গাহিতে লাগিল বামা, গায় যথা শাখে বসি, নিশীথে কর্কশ-কণ্ঠা পেচকী রূপসী।

লইয়া জ্বলন্ত দীপ বিরাজমোহিনী, মিনতিছে প্রতি জনে। "দে ভাই বসায়ে মোর শিরে এ প্রদীপ।" কিন্তু আবেদন তার, কেহ না শুনিছে তথা প্রমোদে মাতিয়া। হইয়া অধীরা ক্রোধে, লইল কাড়িয়া ছড়ি ইন্দুবালা হতে, বসাইল কীল এক যুঁয়ের কপালে। "না পাই নাচিতে আমি, কেন না প্রদীপ শিরে দিস্ বসাইয়া?" এই বলি সেই স্থলে বসিল বিরাজ। সযতনে যুঁইবালা, দিল শিরে বসাইয়া জ্বলন্ত প্রদীপ। উঠিবে সে বামা এবে, নাচিবে সভার মাঝে নাচ মনোহর। কিন্তু সে সুন্দরী, কাঁপিতে লাগিল ভয়ে, পড়িল প্রদীপ তায় ভাঙ্গিল ভূতলে। তা'দেখি সভার সবে চীৎকারী

হাসিল। "মা গো এ মেয়ের দশা দেখ ত কেমন! নাচিতে নারিবি যদি, কেন এই কেলেঙ্কার বসিলি করিতে!"

কহিল বিরাজ রোষে। "এরূপে ঘেরিয়া মোরে হাসিলে সকলে, কার হেন সাধ্য সে যে, জ্বলন্ত প্রদীপ শিরে পারিবে নাচিতে। আমারে কি ভাবিয়াছ নটী নাটকের?"

কহিল সকলে। "আর না হাসিব মোরা, বস আরবার শিরে বসাই প্রদীপ।" বসিল বিরাজ পুনঃ, দিল তার শির-দেশে বসায়ে প্রদীপ। "নাচ এইবার তুমি দেখাও কৌতুক। দেখি তুমি কোন গুণ ধর এই কাজে।" এই বলি সবে মিলি, বিরাজের মুখ পানে রহিল চাহিয়া। কাঁপিল বিরাজ পুনঃ, টলিল চরণ, করিল অমনি বামা সহসা চীৎকার। "ধর্ লো প্রদীপ ধর! গড়ায়ে গরম তেল পড়িয়াছে শিরে জ্বলিছে কুন্তল মোর।" এতেক কহিতে, পড়িল সে শির হতে অমনি প্রদীপ, পড়িল ছড়ায়ে তেল।

অমনি বিচিত্রভাবে, সভার মহিলা সবে পড়িল ছড়ায়ে। "মা গো এ ছুঁড়ীটা দেখি মারিবে পোড়ায়ে।" এই বলি সভা-স্থলে, কেহ চীৎকারিল কেহ হাসিল ব্যাকুল।

না জানে নাচিতে কেহ, না জানে গাহিতে, নাহি জানে বাজাইতে কেহ সে সভায়, তথাপি প্রমোদে মত্ত প্রত্যেকে তথায়; যে হেতু তপনমণি কহিল হাসিয়া। "কভু না দেখিনু কোথা এ হেন রগড়। পাইনু এ স্থলে সত্য আনন্দ নূতন।"

এ কথা শুনিয়া যুঁই, বিরাজের পানে চাহি কহিল হাসিয়া। "জ্বলন্ত আলোর খেলা কর ত্যাগ তুমি, এস মোরা সঙ দিয়া হাসাই সকলে।—অধিক আনন্দ তায় পাবেন তপন।"

কহিল বিরাজ। "চল তবে তাই মোরা সাজিগে অন্দরে।
—আমি কিন্তু ললনার সাজিব জনক, সাজিও জননী তুমি।"
এই বলি মিলি দোঁহে, পশিল পার্শ্বস্থ গৃহে কৌতুক মুখিনী।

ক্রমে তপনের মন মজিল খেলায়, কহিল সম্ভাষি মধু।
"কৌতুকী তোমরা বেশ; তোমাদের খেলাগুলি অতি সুখকর।"

কহিল অমনি ইন্দু আনন্দিতা অতি। "আমি ত ভাবিছি
তুমি নিন্দিছ কতই; নিন্দিবে কতই আর, আপন আবাসে গিয়া
সবার সমীপে।—জানিয়াছি আমি, তুমি, অসন্তোষ এতে।
তবে যে কহিছ মন রাখিতে কেবল।"

কহিল তপনমণি সহাস বদনে। "সত্যই সন্তোষ আমি।
সত্যই খেলায় মোর মজিয়াছে মন।"

কহিল আবার ইন্দু। "তা যদি মজিয়া থাকে, এস দেখি
তবে, তুমি আমি সাজি সঙ খেলি এ সভায়!"

কহিল তপন। "সাজিব সাজিব সই আজি কিম্বা কালি।"

এরূপে কহিছে কথা তপনের সাথে, এদিকে সে সঙদ্বয়,
সাজ ঘর হতে, বাহিরিল সমারোহে আইল সভায়। শাটিতে
আঁটিয়া কাঁচা ঝুলায়েছে কোঁচা, পরিয়াছে শিরে পাগ, বিরাজ-
মোহিনী; আর আঁকিয়াছে গোঁপ কালীর রেখায়।—যুঁইবালা
সাজিয়াছে পরিবার তার, গর্ভবতী সাত মাস।—এইরূপে সাজি
দোঁহা, নানা ভঙ্গিমায়, আইল সভায় এবে আরম্ভিল খেলা।

সোহাগে গলিয়া গায় ঢলিয়া ঢলিয়া, কহিল নাসিকা তুলি
পত্নী রূপবতী।—"এ্যগো ত্র্যগো ললনার বাপ!"

উত্তর করিল পতি। "কেন মনি, কেন কেন শুনি!"

পত্নী। "সাত মাস আজি যে আমার!"

পতি। "হ্যাঁ গো মণি, হ্যাঁ গো আমি জানি!"

পত্নী। "সাধ খে'তে হইতেছে সাধ!"

পতি। "তাই হবে তাই হবে মণি।" এই বলি দুই জনে নাচিল তথায়, হাসিল দর্শকবৃন্দ ঘোর কোলাহলে।

কতক্ষণে রসবতী, আবার পতির প্রতি চাহি সম্বোধিল। "এ্যাগো, এ্যাগো ললনার বাপ!"

উত্তরিল পতি। "কেন কেন নয়নের মণি?"

পত্নী। "বাজারে কি যাইবে না আজ?"

পতি। "কেন কেন বাজারে কি কাজ?"

পত্নী। "কাঁচা লঙ্কা আনিবে আনিবে।"

পতি। "তা খাইলে ছেলে কাণা হবে!" আবার নাচিল দোঁহা হাসিল সকলে।

কহিল আবার নটী। "আনিও অম্লাদি পুঁই শাক!"

নট। "ছেলেটীর বসাবে কি নাক?"

নটী। 'আমি পেটে, জননী আমার, করে নাই কোন বাছাবাছি।'

নট। "তাই তুমি অভাগীর মেয়ে, জন্মিয়াছ বেশ খাঁদী বুঁচী।" আরম্ভিল পত্নী শুনি পতিরে প্রহার, হাসিল দর্শকবৃন্দ।

এইরূপে কতক্ষণ হাসিয়া সকলে, জিজ্ঞাসিল ইন্দুবালা সম্বোধি তপনে। "এইবার তুমি আমি—কি বল সুন্দরী?"

রমণী মণ্ডলী মাঝে অন্দর মহলে, বিশেষতঃ এইরূপ নিরীহ খেলায়; না হেরিল কোন পাপ সুষমা তপন।—তবে কি না সেই স্থলে এসেছে নূতন,—যেহেতু যা কিছু লাজ এ কাজে তাহার। কহিল তাহাই সতী! "আজি আমি ক্লান্ত অতি

পথ পরিশ্রমে ; নিদ্রা আসি অধিকার করিছে নয়ন !—কালি এ বাসনা ভাই পূরাব তোমার।”

কহিল অমনি ইন্দু। “নিদ্রাতুর যদি, যাও তবে এই কক্ষে, করিবে শয়ন বক্ষে রাখিয়া বালিশ।—কিন্তু সাবধান, স্বপ্নাগার ভাবিও না মন্দির আমার।” এই বলি হাসিলেন, নয়নে নয়নে চাহি কৌতুক মুখিনী।

হাসিয়া তপনমণি পশিল অন্দরে, করিলা শয়ন তথা, শয্যার উপরে ; অমনি সে নিদ্রাদেবী, তুলি সুষমারে কোলে পাড়াইলা ঘুম।—এ দিকে চপলা আদি ইন্দু, যুঁইবালা, গেল চলি তথা হতে, আপন আপন কক্ষে করিতে শয়ন। ক্রমশঃ গভীর নিশা আইল তথায়, নীরব হইল দেশ। এ হেন সময়ে এক সুন্দর পুরুষ, প্রবেশিল তপনের শয়ন মন্দিরে ; অর্গলে উত্তম করি আঁটিল কপাট, বসিল শয্যায় আসি তপনের পাশে। শোভিছে সুন্দর শ্মশ্রু চিবুকে যুবার, শরীরে জরির জামা, শিরপা মাথায় ; ঝুলিছে লম্বিত কোঁচা, সুচারু পাদুকাদ্বয়ে করিছে চুম্বন। দেয়ালে জ্বলিছে আলো ক্ষীণ রশ্মিসহ, তপন অঘোর ঘুমে ছাড়িছে নিশ্বাস।

বসি সে শয্যায় যুবা তপনের পাশে, হেরিল সে মুখশশী, জ্বলিছে মাণিক সম অর্দ্ধ অন্ধকারে। তরঙ্গিত কেশসহ, সে চারু মস্তক, তুলিল সুধীরে ধরি উরুতে আপন ; কতক্ষণ ইতস্ততঃ করি তার পর, কোমল চুম্বন এক বসাইল গালে। কাঁপিল অধরদ্বয়, গোলাপের পাতা যথা বসিলে ভ্রমর। পিপাসিত নেত্রে যুবা, সেই শোভা মনঃলোভা লাগিলা হেরিতে।—তা’পরে কোমল কর, ফিরাইল বক্ষদেশে অতি সাবধানে, পরশিল কুচ-

কলি; অমনি মুচকী হাসি কহিল অন্তরে। 'এমন রতন তুমি পচিছ পড়িয়া।—এমন মাণিক তুমি।'—অমনি ভাঙ্গিল ঘুম তপনমণির, চাহিল নয়ন মেলি। আতঙ্গিল অতিশয়, ভিতিল বিষম, হেরি সে ভীষণরূপী মূর্ত্তি পুরুষের। "কে মা গো, পুরুষ যে গো,—কে তুমি গো হেথা ?"

নিরুত্তরভাবে যুবা সবলে ধরিয়া, আলিঙ্গিলা যুবতীরে। রাখিয়া হৃদয়ে, বসাইল ঘন চুমা সুকোমল গালে; তৃপ্তিলা আপন প্রাণ, দেখাইলা নানারূপ স্বেচ্ছাচার আর। উলঙ্গিল স্বর্ণ অঙ্গ, জাপটি ধরিল কটি ঘোর বলাৎকারে। কাঁন্দিল তপনমণি, অসহায় পড়ি তার প্রবল কবলে। কতবার চপলারে স্মরি চীৎকারিল, ইন্দুরে ডাকিল কত; কিন্তু সে কাতর স্বর কোন সুমতির কাণে নাহি প্রবেশিল; কেহ না আইল তথা সে বিপত্তি কালে।

প্রবল কবলে পড়ি আহা অভাগিনী, হারাইল এত দিনে সতীত্ব আপন। কতই খুঁড়িল বুক, কতরূপে প্রাণ দিতে উদ্যতিল তথা; কিন্তু কৃতকার্য্য নাহি হইল অভাগী।

এইরূপ কতক্ষণ করি হুড়াহুড়ি, হাঁপায়ে পড়িল যুবা শয্যার উপরে, আইল অমনি ঘুম। অভাগী তপনমণি, দ্বন্দ্ব অবসানে, বিষম অশক্ত এবে। কান্দিতে লাগিল একা বসিয়া ভূতলে। "হায় আজি এতদিনে, সতীত্ব রতন মোর সব হারাইনু। হা-পোড়া কপালী আমি, কেন গো মরিতে শেষ আইনু এ দেশে ? হা বিধি কপালে মোর এই লিখেছিলি।" এইরূপে বিলাপিছে, নীরব চিন্তায়; অমনি পাড়িল মনে, অম্বিকার উপদেশ বিজন শ্মশানে।—"হা অম্বিকা ঘোষ তুই, যা কহিলি তাই শেষ

ঘটিল এ ভালে।—হারাইনু অবশেষ, নারিনু রক্ষিতে, সোনার সতীত্ব মোর কোনই কৌশলে।”

এইরূপে কতক্ষণ বিলাপি অভাগী, স্থিরিল সে গৃহ ত্যাগ করিতে তখনি। চাহিল যুবার পানে, পরখিল গভীরতা নিদ্রার তাহার। সময় বুঝিয়া তবে, ধীরে আসি খিলখানি চাহিল খুলিতে। অমনি সে যুবারত্ন লম্ফি সে পালঙ্গ হতে ধরিল তাহারে। “কোথায় যাইবে তুমি হৃদয়-রঞ্জিনি!—এ হৃদি-মন্দির বিনা, আর স্থান নাহি তব কহিনু কোথায়!” এই বলি কটিদেশ ধরিল সবলে।

আতঙ্কে আবার সতী করিলা চীৎকার, অমনি চপলাবেগে আইল চপলা। অধরে অঙ্গুলি তুলি, হেরি এ ব্যাপার, কহিল তপনে বামা করি তিরস্কার। “নীরব মন্দির তুমি পাইয়া সুন্দরি, এ কেমন খেলা শুনি খেলিছ গোপনে! তোমারেই কহে লোক, সাবিত্রী সাক্ষাৎ?—মরি মা সরমে আমি; পরগৃহ ইহা, কুটম্ব এখানে তুমি! কিছু না ভাবিয়া, আনিলে ডাকিয়া কিনা পথের পথিক, করিতে বসিলে প্রেম!—রমণীর প্রেমানল, এরূপ প্রবল আমি কভু না শুনিনু।”

এইরূপ তিরস্কার করিতে চপলা, কহিল তপনমণি সজল নয়নে। “ভাড়ায়োনা আর ভাই, জানিয়াছি সব, চিনিয়াছি বেশ করে তোমা দুই বোনে। লহ ধরি নিজগুণে পাগলে আপন, দেহ পরিত্রাণ মোরে; আর এ আবাসে বাস না চাহি করিতে।” এই বলি দাঁড়াইয়া, ভিজিতে লাগিল সতী নয়নের জলে।

সবলে চীৎকার করি, কহিল পুরুষ-পানে চাহিয়া চপলা। “কে তুই নিষ্ঠুর দুষ্ট, পাপিষ্ঠ অধম! এরূপে পশিলি গৃহে

নিশার গভীরে ?—দেখিবি জাগায়ে আমি দিব ভগিনীরে।” এই বলি নিরখিল প্রখর নয়নে।

কহিল যুবক হাসি ঠারিয়া নয়ন। “তুমিও ত বেশ দেখি রসিকা রূপসী, পূরিত যৌবন-রসে। এস এস শশিমুখি ! তোমারেও একপাশে বসাই আমার।” এই বলি তাহারেও চাহিল ধরিতে।—চপলা পাইল ভয়, অমনি সে স্থল ত্যাগ করি পলাইল। “মাগো, এ পগেয়া ষাঁড় এল কোথা হতে ?”

চপলা চলিয়া গেলে, সবলে তপনে, আবার ধরিল যুবা করাল পরাণে। ‘মারিবে, মরিবে কিম্বা যুবকের করে ; রাখিবে না আর তার নশ্বর জীবন।’ স্থিরিলা তপনমণি ; দ্বন্দ্বিতে যুবার সাথে হইলা প্রস্তুত ; দাঁড়াইলা বীরবলে। কটিতে আঁটিয়া শাটী, সবলে ধরিলা শ্মশ্রু, শিরোপা মাথার, টানিল বিষম রোষে। অমনি শিরোপা খসি পড়িল ভূতলে, শ্মশ্রুগুলি হাতে চলি আইল তাহার।—হেরি অপরূপ দৃশ্য, হইল অবাক, চাহিল তপনমণি যুবকের পানে। দেখিল সে শির হতে, ঝুলিছে লম্বিত বেণী দুলিছে পশ্চাতে ; চিনিল অমনি তারে ইন্দুবালা তিনি, কহিল অমনি হাসি। “ছি ভাই পুরুষ তুমি বেহায়া বিষম।—অবলা নারীর, এরূপে সতীত্ব নাশ, করা কি উচিত ? —ছি ভাই দেখ ত, তুমি বেহায়া কেমন !”

কহিল পুরুষ পুনঃ চুমিয়া তপনে। “পুরুষ পুঙ্গব আমি, কেন নাহি পুরুষত্ব দেখাব আপন ?” এইবলি কুতূহলি, পরশিল করে ধরি সুচারু চিবুক, হাসিয়া চুমিল পুনঃ।

কহিল তপনমণি। “পুরুষ পুঙ্গব তুমি, বেশ পরিচয় তার দিয়াছ আমায় ! এখনও কাঁপিছি ভয়ে পতঙ্গিনী হেন, কাঁপিছে

পরাণ মোর। পাইলে শাণিত ছুরি, কি কব অধিক, আত্মঘাতী সেইক্ষণে হইতাম আমি।—কত যে নিন্দিনু, মন্দ, কহিনু তোমারে, জানে তা' আমার মন, জানে তা' বিধাতা।"

প্রশ্নিল অমনি ইন্দু হাসি সুমধুর। এখনও কি সেই রূপে নিন্দিছ আমায়!—কহ এ খেলায় মন মজিল কেমন?"

কহিল তপনমণি প্রফুল্ল বদনে। "সত্যই এ খেলা তব অতি চমৎকার, তুমিও রসিকা বেশ কহিনু তোমারে।"

হাসিয়া কহিল ইন্দু। "যদি নাহি পাও ভয়, তা' হলে নিশ্চয়, নিয়ত নূতন খেলা দেখাই তোমায়।—সত্যই সজনী তোমা, পাইয়াছি বেশ আমি মনের মতন!"

কহিল তপনমণি আত্মগরিমায়। "আবার তপন ভয় খাইবে ভাবিছ?—দিও খেলা যত পার, আর না ডরিব।"

কহিল হাসিয়া ইন্দু। "ডরিবেনা আর!—দেখিব দেখিব তবে, আমার খেলায় তুমি না ডর কেমন!" এইরূপে নানা কথা কহিতে কহিতে, করিল শয়ন দোহাঁ; হৃদয়ে হৃদয় রাখি অধরে অধর; যুবক-যুবতী-প্রায়, দম্পতি শয্যায়।—পাইল তপনমণি, এ নূতন দেশে আসি নূতন পিরিত, মজাইল মন প্রাণ মজিল আপনি।

চতুর্থ সর্গ।

আইল সুচারু দিবা, পোহাইল নিশা। মায়ের চরণে নমি লইতে বিদায়, আইল কেশবচন্দ্র।—সহাস তপনমণি, স্নেহের বচনে, সরল অন্তর খুলি কহিল তাহারে। "নিরাতঙ্ক দেশ এই, নিতান্ত সরলমনা মহিলা সকলে।—নাহি জানে কপটতা, প্রত্যেকেই এ আবাসে কৌতুকী বিষম। এ হেন পুরিতে বৎস; অনায়াসে বাস আমি পারিব করিতে।" শুনিয়া কেশবচন্দ্র অতি কুতুহলি, ত্যজিলা তপনে তথা; করিলা কঞ্জই যাত্রা সহাস বদনে!

সে ব্যর্থ জনমে তার, অভাগী তপন, স্বামীর সোহাগ-রত্ন কভু না লভিল!—নাহি জানে সেই ধন, ধরে কিবা আস্বাদন, মধু কি প্রকার। মরমের অভিলাষ নিবিল মরমে; কভু না পূরিল আহা, নহে পূরিবার। চির বিরহিণী বামা আসি এ আবাসে, পাইয়াছে সে প্রেমের আদর্শ সুন্দর।—নিয়ত আইলে নিশা খেলাছলে ইন্দুবালা সাজি তার স্বামী, বিতরে কৃত্রিম প্রেম মধুর ধরণে; সেই প্রেমে অভাগিনী, ডুবায়েছে মন প্রাণ, ডুবেছে আপনি। আহা যথা বৎসকামা কামিনী সুন্দরী, পোষে পশু-শিশুকুলে বিবিধ যতনে; কোলে করি করে তারে নিশায় শয়ন, পালে পুত্র হেন যত্নে।—অভাগী তপন, সেই রূপে এই প্রেম করি আলিঙ্গন, জ্বলন্ত অন্তর শান্ত করিছে আপন।—সত্যই যেন বা, ইন্দুবালা স্বামী তাঁর সে তার ঘরণী, এমনি ধরণে সতী রহিল তথায়।

ক্রমে অতিবাহি গেল কতিপয় দিন। একদা তপনমণি, হইলা চঞ্চল অতি চারুর লাগিয়া। নিবেদিলা সেই কথা ইন্দুর সমীপে। "আর কত কাল বল, আবাসে তোমার আমি রহিব বসিয়া?—একান্ত সাক্ষাৎ যদি না পাই চারুর, কহ তবে কেশবেরে ডাকিয়া পাঠাই। আসিবে শিবিকা সহ লইতে আমারে। আমি ত ভুলায়ে মন, দেখ ভাবি মনে, রহিয়াছি মজি তব মধুর পিরিতে। কিন্তু সেই দেশে তারা, কতই করিছে চিন্তা আমার লাগিয়া।"

উত্তরিল ইন্দুবালা বিষণ্ণ বদনে। "কি যে অমঙ্গল হেতু, বিলম্ব এতেক তিনি করিছে আসিতে, না পারি বুঝিতে আমি।—স্বামীও আমার দেখ, যাইয়া তথায়, আবাস সর্ব্বস্ব ভুলি রয়েছে কি রূপে?—তুমি যাই আছ তাই, আমিহ মনেরে মোর রেখেছি ভুলায়ে। তা' ভাই একান্ত যদি যাইবে চলিয়া, থাক তবে দুই দিন, দেখ যদি ইতিমধ্যে আসে চারুলতা।—জান ত উত্তম তুমি, নিয়ত সংবাদ, লইতেছি তথাকার।—এবার আসিবে তাঁরা কহিনু নিশ্চয়।" এইরূপে বুঝাইয়া, আবার তপনে তথা রাখিল দু'দিন।

একদা আইলে নিশা, ঘেরিয়া সকলে, বসিল তপনে লয়ে, সে বিশাল হলে; কহিল হাসিয়া ইন্দু। "আজি এক খেলা আমি খেলিব সুন্দর।—অতি অপরূপ খেলা, দেখ নাই কেহ কভু শুন নাই কাণে,—নারীতে নারীতে বিয়ে।—সাজাও আমারে বর আজি এ আসরে! মিলিয়া তোমরা সবে মহা সমারোহে, তপনের সাথে দেহ বিবাহ আমার। বিবাহ করিয়া কর ধরিব জায়ার, পশিব বাসরে লয়ে সুন্দর ধরণে।"

'চমৎকার চমৎকার' বলিয়া সকলে, চীৎকারিল কোলাহলে। কহিল তপনমণি অমনি হাসিয়া। "আমারেও সে দশায়, কাঁদিতে হইবে বল অজস্র ধারায়? ডরিতে হইবে আর, কসায়ের গরু-প্রায় মরমে মরমে।"

কহিল চপলা হাসি সম্ভাষি তপনে। "নহিলে খুলিবে কেন খেলার বাহার।" এই বলি ধরি কর ভগিনী ইন্দুর, কহিল মুচকি হাসি। "এস তুমি বর ভাই, অন্তরালে লয়ে তোমা সাজাই হরষে; বিবাহের পর তবে, আনিয়া এখানে, বসাইব সমারোহে তপনের পাশে।"

বসি তপনের পাশে; জিজ্ঞাসিল ইন্দুবালা মধু সম্ভাষণে। "বল যদি, সাজি আমি কাবুলী পুরুষ।"

কহিল তপনমণি, মধুর নয়নে চাহি সহাস বদনে। "যাহা ইচ্ছা আপনার, সাজিবে তাহাই, আমি কি কহিব তায়।—বিবিধ ধরণে কাঁদি, আমার ধরম আমি যাইব রাখিয়া।—এই ত আমার কথা; তোমার যা কাজ তাহা কর গিয়া তুমি।"

অনন্তর ইন্দুবালা চপলার সাথে, গেলা চলি সেই স্থল করি পরিত্যাগ। দাসীরা সাজিয়া সখী, তপনমণিরে কনে বসিলা সাজাতে।—চপলা আনিয়া দিল গহনা সোনার, আর হার হীরকের, কহিল হাসিয়া। "এই অলঙ্কার গুলি, দিয়াছেন খাঁ সাহেব পরিতে তোমায়! পর তুমি এই ভূষা, সাজ তার কনে।" এই বলি হাসি হাসি কহিল আবার। "রাখিও স্থিরিয়া মনে, বিদেশী বরের, আজি মন ভুলাইতে হইবে তোমায়! দেখাইও নানা লাজ ব্রীড়া অপরূপ! কাঁদিও কৃত্রিম রূপে, খেলিও ছলনা আর পার যে প্রকারে। সে জন স্বজন তায়,

নানারূপে সমাদর করিবে তোমার, চুমিবে রক্তোৎপল ভাবি পা দুখানি।”

এই বলি মধু হাসি হাসিয়া চপলা, করিলে কথার শেষ, কহিল তপনমণি চকিতে চাহিয়া। “খাঁ সাহেব’ কি বলিছ! হিন্দুকুলবতী আমি, ‘খাঁ সাহেব’ বরে কেন অরপিব কর?” এই বলি দেখাইলা ঘৃণা আপনার।

কহিল চপলা হাসি চাপিয়া অধর। “এখনি খাইলে ভয় চালাবে কেমনে?—কনে তুমি অভিমানে রহিবে বসিয়া; সাধিবে যতই তোমা কাঁদিবে ততই; তবে ত কৌতুকাবহ হইবে এ খেলা, জন্মিবে দেখিয়া সুখ।—মুখরতা করি ত্যাগ, বস তুমি তপস্বিনী তপে আপনার, নাহি কহ কোন কথা!—কাঁদ অবিরত আর পার যত রূপে!”

কহিল তপনমণি। “যাও ভাই কর তবে যা ইচ্ছা তোমার। এই বসিলাম আমি করিতে রোদন; না কহিব কোন কথা, না চাহিব ফিরি।” এই বলি বসিলেন আবরি বদন।

কহিল চপলা হাসি। “এতটুকু পার যদি, তা হলে এ খেলা, নাট্যশালা হতে ভাই হইবে সুন্দর।” এই বলি সেই স্থল করি পরিত্যাগ, সিঁড়ী ধরি অবতরি আসি নিম্নতলে, পশিলা একটী কক্ষে;—যথায় আসন পাতি অতি সমারোহে, বসিতেছে কতিপয় রূপস পুরুষ। আর সে সভায় বসিছে যুবক এক স্বতন্ত্র ভূষণে। জ্বলিছে শিরোপা শিরে মুক্তাবলি সহ, বিজলী খেলিছে দেহে; প্রবাহে ইন্দুর কর খেলে যথা জলে।—সুন্দর পুরুষ তিনি, রূপে নিরুপম, বদনে সুন্দর শ্মশ্রু ভুরু মনোহর। সেই পুরুষের পাশে, নর-পুঞ্জ-মাঝে, বসিছে রসিকা ইন্দু।

—হায় একি অপরূপ! সুরূপা সুন্দরী ইনি সুকুলা ললনা; এ কেমন রীতি এঁর নারি যে বুঝিতে!

চিনিয়াছি এতদিনে ইন্দুবালা তোরে! সুকুলা-কামিনী তুই কখনও নহিস্। চিনিয়াছি এবে, চির মায়াবিনী তুই অতি কপটিনী, বারনারী এ নগরে।—বুঝিয়াছি ছল তোর! বিধবা তপনে, হরিয়া আনিলি গৃহে বিবিধ কৌশলে! এবে চাহিছিস্, এই বর-পাত্রে তারে করিয়া অর্পণ, লুটিতে ধনের রাশি আপন কৌশলে। ধিক্ রে পাপিনী তোর জঘন জীবনে।

ভগিনীর পানে চাহি চপলা পাপিনী, কহিল সহাস মুখী। "মহলে প্রস্তুত সব, কনে পড়াইতে তবে বিলম্ব কিসের?"

সম্বোধি' কিশোর বরে, অমনি কহিল ইন্দু হাসি সুমধুর। "আর কেন বর ভাই!—তপনে আপন করি লহ না এবার, কর না বাহির, পণ-রূপে যত ধন করেছ স্বীকার। কি আর কহিব ভাই, যত পরিশ্রমে, এই চাঁদ ফাঁদ পাতি ধরিয়াছি আমি! বিবেচি এ পরিশ্রম, পুরস্কার তার মত করিও আপনি!—সুর-দেশে পশি কেহ যাহা না পাইল, পাইবে সে হেন ধন, মরতে বসিয়া তুমি কহিনু তোমারে।"

কহিল সুন্দর বর হাসি সুমধুর। "আল্‌বত্তা থেল্‌য়াৎ তুঝে দূঙ্গা বহুত, লে আব্ দস্তলৎ রাখ্! আগা সে না হোগী কভি দাগাবাজী কোই।" এতেক কহিয়া আগা, পাঁচ শত স্বর্ণ মুদ্রা রাখিল তথায়।

মুদ্রা করে কুতূহলি কহিল পাপিনী। "আপনি সজ্জন ধনী, বৃহৎ আড়ৎ, রাখেন সম্বলপুরে; আপনাকে দাগাবাজ পারি কি কহিতে?" এই বলি সম্বোধিল সভার সকলে। "বিলম্বে কি

কাজ আর ? যান এবে আপনারা পড়াইতে কনে।—যা তুই চপলা, লইয়া সকলে সাথে যেখানে তপন !"

চলিল চপলা, সাক্ষী ও উকীল মোল্লা লয়ে চারিজনে ; আরোহিলা দ্বিতলায়। আইল যথায়, বসিছে তপনমণি ; লজ্জার পুতলি সাজি কনের ধরণে। বেড়ি তারে দাঁড়াইলা পুরুষ সকলে, সম্ভাষিলা মোল্লাবর। "হিন্দু কুলবতী তুমি সতী নিরুপম, চাহ যদি মন প্রাণ সঁপিতে আগায় ; সাক্ষী সবাকার আগে, সরলাক্ষী তুমি, দীক্ষিতা সে ধর্ম্মে তাঁর হও স্বভক্ষণে।— 'নবীর কলমা' তুমি বল মা বদনে, পবিত্র কর মা প্রাণ ; স্বামী সোহাগিনী হয়ে, সুখের সংসার, বাঁধ মা এ চরাচরে করি আশীর্ব্বাদ।" এই বলি সবে মিলি ঘোর কোলাহলে, পড়াইলা অভাগীরে 'কলমা' নবীর।

খেলাছলে অভাগীনী পড়িল 'কলমা,' না জানে স্বপনে, হইতেছে খেলা তার সত্যে পরিণত। তার পর মোল্লাবর, পড়াইল নেকা তার আগার সহিত। খেলার খেয়ালে বালা পড়িল তাহাই ; পড়িল বিষম ফাঁদে, হারাইল জাতিকুল ভাসাইল জলে।

এইরূপে অভাগীর পড়াইয়া নেকা, পুরুষ সকলে চলি গেলা তথা হতে ; সখীকুল কুতূহলি লাগিলা কহিতে।—"দেখি ত কনেটী ভাই সুশীলা বিষম। দেখ কি সুন্দরভাবে, বসিছে ভঙ্গিমা করি বিভোরা লজ্জায়। আমি ত হইলে, কোন রূপে নারিতাম সম্বরিতে হাসি।"

কহিল অপরা সখী। "না হইলে হেনরূপ, দেখিয়াও দৃশ্যাবলি নাহি ভরে প্রাণ।—দেখ না, আইলে আগা, কোন্

রাগ পরকাশে তাহার সমীপে !—সে খেলা হইবে কিন্তু, দেখিও নয়নে তুমি, এ হতে সুন্দর।”

এইরূপে অভাগীরে, প্রশংসি অশেষ রূপে উদ্বুদ্ধ করিল। এদিকে আগারে লয়ে আইল চপলা। দাঁড়াইল সখীকুল, সাদরে ধরিয়া, বসাইল বরে তথা তপনের পাশে ; দিলা মিলি হুলাহুলি নাচিলা চৌদিকে ; গাহিলা কতই গান মিলন-সঙ্গীত। তা'পরে কদলী দুগ্ধ. খাওয়াইল সুকৌশলে উৎসৃষ্ট বরের।

এই রূপে অভাগীর মারি জাতি কুল, আনন্দিলা সবে মিলি বিবিধ ধরণে। কুসুমের হার সহ অতি কুতুহলি ; বাঁধিলা দোঁহার কর, কহিতে লাগিলা হাসি মধু সম্ভাষণে। “এই যে রমণী রত্ন সঁপিনু সুকরে, যতন এ রতনের করিও আপনি। রাখিও হৃদয়ে গাঁথি, নারীজাতি রাখে যথা হার হীরকের।— আর তুমি সিমন্তিনী রাখিও আপন মতি এ পতির পরে। বিকাইয়া নব প্রেমে, বাঁধিও এ বর সহ সুখের আবাস। প্রসবিয়ো সুসন্তান, আমারা দেখিয়া আঁখি জুড়াইব তায় ; খেলিব সে শিশু লয়ে মাতিব আমোদে।” এই বলি মুখ চাপি হাসিল সকলে। তপনও হাসিল তার গুণ্ঠনের তলে। নাহি জানে কণামাত্র, কোন্ যমরাজ তার বসিছে পারশে।— খেলার খেয়ালে সতী খোওয়াইল আপনার সরম ভরম, ডুবিল অতল জলে।

কহিলেন আগাখান হাসি সুমধুর। “হা মেরী তক্‌দির, পর্ দেখুঁ এ্যায়সা দিন, আওলাদ ঘর্ পর্ মেরে হুয়ি তওয়াল্লুদ বেহদ খল্‌য়াৎ মেঁয় করুঙ্গা আল্‌বৎ।”

পশ্চিম দেশীয় এই ভাষা সুমধুর শুনিল তপনমণি অতি

কুতুহলি। প্রশংসিলা মনে মনে ইন্দুরে বিস্তর। "বেশ সুচতুরা দেখি পশ্চিমী ভাষায়।—আমিহ দেখাই তবে চাল পূরবের।" এই বলি খেলাছলে লাগিলা কাঁদিতে।

তপনে কাঁদিতে দেখি, কহিল সকলে মিলি মধু সম্ভাষণে। "সুখের বাসরে বসি এরূপে রোদন সই আছে কি করিতে! স্বামীরে লইয়া, যাও সুহাসিনী তুমি করিবে শয়ন; আমরা দেখিয়া সুখী হই শুভক্ষণে! প্রভাতে উঠিয়া ঠারাঠারি করি তোমা তুলিব আবার, খেলাইব নানাছলে, করাইব স্নান আর সুশীতল জলে।" এই বলি কুতুহলি, বর কনে, দুই জনে তুলি সযতনে, শয়ন মন্দিরে দিয়া বাঁধিল দুয়ার।

অর্গলে কপাট আঁটি আগামুজা খান, বসিল তপনে লয়ে পালঙ্গ উপরে।—অভাগী তপনমণি, এখনও রহিছে সেই খেলার খেয়ালে; এখনও দেখিছে চোখে কুহক স্বপন। এখনও ভাবিছে মনে। 'আজিকার খেলাগুলি অতি চমৎকার। বেশ খেলা ইন্দুবালা দিতেছে তাহারে।'

যেই সুরসুখ রাশি বাসরে বসিয়া, লুটে যুবতীর জাতি; দেখাইয়া নানা লাজ স্বামীর পারশে; হায় সেই সুরসাধ যদি না জাগিত মনে এই তপনের,—কেন এ নিগড়ে তার পড়িবে চরণ! শিশিরে সিন্ধুর সাধ, যদি পূরাইতে নাহি চাহিবে অভাগী, কেন এ সাগরে তারে হইবে ভাসিতে?

এ দিকে সে সুপ্রেমিক, লজ্জিত তপনে রাখি প্রশস্ত হৃদয়ে, যতনে চিবুক ধরি কহিছে হাসিয়া—

"দেল্ রোবা হামারি জারি পেয়ারী বোলী বোল,
আ'আপনে দেলবর সে জারা হাসকে ঘুঁগট্ খোল!

এশ্‌ক্‌ মে সিনা ডুবা হেয় খুঁসে ভরি জান,
তুঁহি ত জমিঁ হামারি তুহি ত আস্‌মান।
আ'গলে লাগ-যা-তু পেয়ারী, শরমকী কিয়া বাত,
বেয়ঠাহুঁ তল্‌ওয়ার তলে—আব ত তেরে হাত।
সিনা লে তু দে সিনা, আর লে সি এ দো সিনা,
তু হুই হামারী পেয়ারী, হামকো তু লে লেনা।"

নবরাগে অনুরাগী আগাম্বজা খান, নবীনা তপনে ধরি, এইরূপে কতছলে করিলা সোহাগ, চুমিলা তা'সহ কত; কিন্তু অভাগিনী তায়, সৌন্দর্য্য সৌকর্য্য অর্থে সে চারু খেলার, প্রতি চুম্বনের কালে মুদিলা নয়ন।—এইরূপ কতক্ষণ খেলি স্থর খেলা, আতুর হইলা ঘুমে, কহিলা কাতরে। "না পারি বসিতে আর, নিদ্রাতুর আমি, দেহ নিবাইয়া বাতি মিনতি আমার।"

দিল নিবাইয়া বাতি অমনি যুবক, করিলা শয়ন তবে তপনের পাশে। দুটী প্রাণী হৃদে হৃদি বদনে বদন, পড়িলা চেতনহীন নিদ্রার কবলে।

পোহাইল কাল নিশা আইল প্রভাত, জাগিল তপনমণি; জাগাইতে আগা খাঁয়ে, ইন্দুবালা ভাবি, টানিল চরণ ধরি। কিন্তু তায় নাহি যবে জাগিল সে জন, শিরোপা ধরিল তার; অবশেষ ঝালা পালা, আবদ্ধিলা দাড়িগুলি সুবদ্ধ মুষ্ট্যায়, কহিল মধুর স্বরে। "উঠ তুমি বিনোদিনী, স্বামী তপনের; জাগ মেল দুনয়ন, দেখ সে আকাশে বেলা বাড়িছে কিরূপে।" এই বলি সেই দাড়ি, টানিল কৌতুকমুখী চাহিল তুলিতে।

বেদনা পাইয়া তায়, নিদ্রিত দশায়, কহিল অমনি আগা। "হেয় ত এহ খোদাকা নূর, কেয়সে পেয়ারী এ্যায়সে খেল করতি নূর সে?"

কহিল তপনমণি হাসি মুচকিয়া। "তবে কি খোদা কা নূর দেব জুদা করে?" এই বলি অতি বলে টানিতে অমনি, ছিঁড়ি কতিপয় তার আইল সে করে; রক্তের বহিল স্রোত; যন্ত্রণায় অভাজন হইল অস্থির।

হেরি সে রক্তের ধারা, হইলেন দিশাহারা অমনি তপন। খুলিল জানালা, আলো, পশিল আবাসে; তা'সহ গভীর ভ্রম ভাঙ্গিল তাহার। শুইছে শয্যায় তার, রূপস পুরুষ এক, (নহে ইন্দুবালা)।—কতক্ষণ মুখ পানে চাহি যুবকের, অবাক হইয়া এবে কহিল কাঁদিয়া। "কে আপনি হে যুবক? কেন অভাগীরে, মজাইলে এই রূপে?—কহ কি করিলে?—এ সাত রাজার ধন সতীত্ব আমার, কেন হেন রূপে হায় লুটিলে কৌশলে? এই বলি সকাতরে বসি ভূমিতলে, ইন্দুরে স্মরিয়া সতী লাগিল নিন্দিতে। "এই ছিল মনে তোর!—হায় সর্ব্বনাশী তোর এই ছিল মনে!—এই হেতু এ আবাসে এত সমাদরে, আনিলি কৌশল করি, রাখিলি ভুলায়ে।—এই হেতু এই খেলা!—হায় আমি কি করিনু, কেন পাপিনীর মোহে মজিনু এ রূপে; হারাইনু কুল মান সতীত্ব আমার?" এই বলি অভাগিনী মণিহারা ফণি প্রায়, ছটফটি ধরাতলে লাগিল লুঠিতে।

ভুলিলা আপন জ্বালা আগা মির্জা খান, তপনের দশা দেখি হইল অবাক; বসিল আসিয়া পাশে। অমনি তপনমণি, জ্বলিল তাহার প্রতি বরষিল রোষ। "যা হবার হইয়াছে আর ছুঁইওনা, যাও তুমি এই স্থল কর পরিত্যাগ!—যাও তুমি এই ক্ষণে, নহে আত্মঘাতি, তোমারি সম্মুখে আমি হইব কহিনু।" এই বলি দরদরে লাগিল কাঁদিতে।

নম্রতা স্বীকার করি, কহিলেন আগাখান কাতর বচনে। "না হোনা দেল্‌বর্ খাফা!—দেখো এ শক্তহার তেরা বড়া ওফাদার!—এ্যয়সে বান্দে পর্ কেয়সে হোতি হো জল্লাদ?"

উন্মাদিনী প্রায় রোষে, অন্ধকার চারিদিক হেরিলা তপন; কহিলা আগার প্রতি প্রভঞ্জন নাদে। "যাও তুমি, এই স্থল কর পরিত্যাগ!—জান না, সাবিত্রী সমা পবিত্রা তপনে, কি পাপ কৌশল সহ, এই নরকের পথে এনেছ আপনি?—সতীত্ব বিহীনা যবে, জানিও নিশ্চয়, কাল সাপিনীর প্রায় মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর, ধরিয়াছে এ তপন।—এ দংশন বিষ হতে, কেহ নাহি পরিত্রাণ পাইবে কহিনু। আর যত হুরী বাস করে এ পুরীতে, দেখিও তাদের দশা, কি ভীষণ পরিণাম হয় তাহাদের।—যাও তুমি এই স্থল কর পরিত্যাগ!"

দূর হতে ইন্দুবালা, ইশারায় আগা খাঁয়ে লইল ডাকিয়া, প্রবোধিল সঙ্গোপনে। "যাও যুবা এইক্ষণে, এরূপ দশায়, কেমনে উহারে লয়ে যাইবে আবাসে? বিলাপের কাল ওঁর, নহে আলাপের। দু'দিনে ভুলিবে সব, সুদিন তোমার তুমি দেখিবে তখন, পাইবে অশেষ প্রেম।" এইরূপে বুঝাইয়া, আগারে আবাস হতে করিলা বিদায়।

এ দিকে তপনমণি, উন্মাদিনী প্রায়; হারাইয়া মহাধন সতীত্ব আপন, বসিছে বিস্তারি পদ। এলায়িত কেশরাশি পড়িছে ছড়ায়ে, বহিছে নয়নে স্রোত, কহিছে কাঁদিয়া। "হায় আমি অভাগিনী, কেন শেষ এই দেশে আইনু মরিতে। —হায় কি হইল মোর, নরকের পথে কেন করিনু প্রবেশ? —পাপাচারী কেশবেরে, আমি যে গো দেখাইনু পথ স্বরগের,

উদ্ধারিনু শাশুড়ীকে নরক হইতে; অম্বিকারে দিনু যে গো দিব্য চক্ষুদান! আমি কেন তবে শেষ চলিনু গোল্লায়?—হায় আমি কি করিনু! হায় পরিণামে ওগো কি হবে আমার!”

এইরূপে বিলাপিছে সুষমা তপন। পায়ে পায়ে ইন্দুবালা, ধীরে ধীরে আসি পাশে বসিল তাহার; বসিল চপলা আসি, আর যে যেখানে ছিল দাসী আবাসের। যতনে মুছায়ে ইন্দু মুখ তপনের, দেখাইল মায়ারাশি কহিল কপটে। “কি হেতু তপন তুমি নিন্দিছ আমায়; কি আমি করিনু দোষ কহ প্রকাশিয়া?” তপন শুনিল রোষে, কিন্তু নাহি প্রকাশিল রহিল নীরব।

কহিল চপলা এবে কাতর বচনে। “কেন কহ এইরূপ করিছ বিলাপ? মনের বেদনা তব কহ বিবরিয়া, কি হেন কারণে তুমি এত উচাটন?”

ছাড়িয়া গম্ভীর শ্বাস, তপন আপন মনে লাগিলা কহিতে। “হারায়েছি ওগো আমি সর্ব্বস্ব আমার,—আর পাইব না, পাইবার নহে যে গো সে ধন স্বর্গের।—হায় কি করিনু, কেন এই পাপদেশে আসিয়া এরূপে, মজিনু, পবিত্র তনু করিনু পঙ্কিল। হায় আমি কি করিনু ও গো কি করিনু!”

জিজ্ঞাসিল ইন্দুবালা মধু সম্ভাষণে। “কি তুমি হারালে ভাই? কেন নাহি বিবরিয়া কহিছ সকলে?”

ফুৎকারি কাঁদিয়া সতী কহিল অমনি। “হায় আমি হারায়েছি সেই মহা ধন—যে ধনের বলে ওগো, নারীজাতি এ জগতে জয়ী অনুক্ষণ!—নন্দন-কাননে যত পারিজাত ফুল, লজ্জিত যে প্রতিভায় রমণী-পুষ্পের; সেই সুরসুধা ও গো,

হায় কালামুখী আমি ফেলেছি হারায়ে!—হায় যে বিমান-যানে আরোহি গৌরবে, অধম রমণীজাতি, প্রবেশয় অনায়াসে স্বরগ ভবনে; সেই স্বররথ, করিয়াছে ওগো মোর তস্করে হরণ! —দুর্দ্দিন-কান্তার-পথ আঁধার প্রদেশে, যে দীপ দেখায় আলো; সেই দীপ সতীত্বের দিয়াছি বিলায়ে।—হারায়ে ফেলেছি সেই পরশ পাথর, পরশে উন্মুক্ত যার দ্বার স্বরগের!—কালীমা কপালী আমি, রেখেছি কি কিছু আর জনমে আমার!” এই বলি হাহাকারে লাগিল কাঁদিতে।

এতেক শুনিয়া ইন্দু কহিল তপনে। “সতীত্ব কেমনে তুমি হারাইলে ভাই? হারাইয়া থাক যদি, হারায়েছ হিন্দুয়াণী ধরম তোমার।”

কহিল তপনমণি অধীর রোদনে। “হায় আমি অভাগিনী, হারায়ে ধরম, রক্ষিতে সতীত্ব মোর পারিতাম যদি, নাহি করিতাম তায় কদাপি ক্রন্দন।—কোন্ ছার কহ ধর্ম্ম সতীত্বের আগে?—হারাইলে নিজ ধর্ম্ম, পারে প্রবেশিতে লোক অপর ধরমে। সতীত্ব হারালে, আর পাইবার নহে কোনই কৌশলে। —হায় আমি অভাগিনী, এখনি অনলে যদি করি গো প্রবেশ; তথাপি তথাপি তনু, এই পাপ তনু, হইবে কি পরিষ্কার এ জনমে আর?” এই বলি করি সতী শিরে করাঘাত, কাঁদিল ব্যাকুল চিতে লুটিল ধূলায়।

প্রবোধিল ইন্দুবালা সুধীর বচনে। “কেন বৃথা বিলাপিছ! সতীত্ব তোমার, নাহি হারায়েছ তুমি কহিনু তোমায়! আমার বচন লহ, অভাগিনী নহ তুমি সুভাগিনী অতি!” এই বলি মুছাইল মুখ তপনের।

সন্তাপিত প্রাণ হতে, নিক্ষেপি উত্তপ্ত শ্বাস কহিলা তপন। "এক পতি হারাইয়া, শত পতি পাইবার পাইয়াছি পথ ; সুভাগিনী তবে আর নহি আমি কিসে ?" এই বলি নত শিরে মুছিল নয়ন।

উত্তরিল ইন্দুবালা সরল পরাণে। "কালি সন্ধ্যা কালে যবে, পড়াইনু সতি তোমা 'কলমা নবীর ;' দেখ বিবেচিয়া দেখি, কি মহা কৌশলে, করেছিলে সেই কালে এস্‌লামী কবুল !—সেই ধর্ম্ম মতে আর সভার মাঝারে, করিয়াছ আগা খানে কর সমর্পণ !—দীক্ষিতা এখন তাই, পবিত্র এস্‌লাম ধর্ম্মে পতিব্রতা তুমি! সতীত্ব তোমার তবে হারাইলে কিসে ? বৃথা বিলাপিছ বসি, এস মুখে হাতে জল দেবে আপনার।" এই বলি কর ধরি তুলিয়া তপনে, কহিল আবার হাসি। "করিয়াছি এই কাজ—কেন করিয়াছি, তাহাও বিবরি তোমা কহিব সুন্দরী।—অকালে হারায়ে পতি, যুবতী তোমায়, পাইনু উত্তপ্তা অতি।—তাই এই ছল কলে, ঢালিনু শীতল জল অনলে তোমার।—তাতে ভাই মন্দ ভাব, অদৃষ্ট আমার!" এইরূপ বুঝাইয়া, অভাগীরে লয়ে তারা গেল তথা হতে।

পঞ্চম সর্গ।

নিবারি নয়নবারি নয়নে আপন, মরমে মরমে কাঁদি ; কাটা-ইলা সারাদিন অভাগী তপন। আইলে সুচারু সন্ধ্যা, আহারাদি করি, বসিলা সকলে মিলি পুনঃ সেই হলে। নানা ছলে ভুলাইতে অভাগী তপনে, পাতিল বিস্তর কথা। দমিয়া অদম্য রোষ মনে আপনার, কহিলা তপনমণি মধু-সম্ভাষণে। “যা হবার হইয়াছে, কেন আর মনঃকথা করিছ গোপন ?—তোমরা কাহারা, কি মহা কৌশল পাতি বসিছ এখানে, কহ প্রকাশিয়া তব নব সঙ্গিনীরে ! লুকাইয়া এই কথা রাখিবে ক' দিন ?”

হাসিমুখী ইন্দুবালা কহিল অমনি। “দিব পরিচয় সতী—দিব পরিচয় !—কহিতে সাহস পাই, করিলে সরলা তব রাগ পরিত্যাগ।”

নয়নে নয়নে চাহি অদৃষ্টে সমর্পি কর কহিল তপন। “যতদূর পুড়িবার পুড়েছে কপাল, হয়েছে অঙ্গার ছাই।—আর রাগ করি ভাই, কি আমি করিব, কি ফল পাইব তায় ?”

এতেক শুনিয়া ইন্দু, চপলার পানে চাহি কহিল হাসিয়া। “যা তুই বেহালা তুলি আনিবি এখানে, গাহিবি মধুর গান, বাজাইব আমি। দিব পরিচয় আজি, কাহারা আমরা দুটী বসি এ আবাসে।—কোন্ বৃত্তি করি ভবে চলি কোন্ চালে।”

আদেশে অমনি হাসি চপলা রূপসী ; বাদ্যযন্ত্রগুলি তুলি আনিল তথায়। বসিল সকলে ঘেরি, আরম্ভিল মধু বাদ্য গান

মনোহর। শুনি সে কোকিল কণ্ঠে লহরী স্বরের, দিশাহারা প্রায় চাহি রহিল তপন ; ভুলিল মনের দুঃখ, প্রবল রোদন।

কি মন্দ সুন্দরী মোরা করেছি তা কহ—লো,
পবিত্র ধরমে তোমা দিয়াছি বিবাহ—লো !
মনের গরিমা তব,
পরখি পাইনু সব,
কত যে কাঁদিনু মনে—অবগত নহ—লো !
ঐ পোড়া প্রেমানলে
আমরা দু'বোনে জ্বলে
শেষ এ পঙ্কিল জলে করি অবগাহ—লো।
যৌবনে বুঝিনু ভুল,
যে হেতু হারানু কুল,
না হ'নু ভবের কিম্বা স্বরগের কেহ—লো !
তোমারে তদ্রূপ দেখি,
মরমে হইনু দুঃখী,
তুলিনু সুকুলে তাই বৃথা দুঃখে দহ—লো !
উথলিছে অম্বুরাশি,
অন্ধকার দশদিশি,
যৌবন-সাগর সতী অতীব দুরূহ—লো ?

এইরূপে গাহি গান হইলে নীরব, ভাবিল তপনমণি গভীর চিন্তায়। 'গৃহস্থালী ঠাটরাশি যে রূপসীদ্বয়, বিস্তারিল এইস্থলে, ভুলাইল মন মোর অসীম কৌশলে ;—অবাক, নাচিতে কি না ভাঙ্গিল প্রদীপ, বাজাইতে আর তার ছিঁড়িল যন্ত্রের, গাহিতে

মরিল কাশি, কথায় কথায় হাসি লুটিল ধূলায় ;—ইহারাই হায় কি রে সেই দুটী বোন ?—ধন্য বারবিলাসিনী কৌশল তোদের, ধন্য কপটিনী তোরা।' ফিরিল চিন্তার স্রোত, করিল সুন্দরী এবে চিন্তা আপনার। 'তপন স্বপন তোর হইয়াছে শেষ; সেজেছিস্ বারনারী,—সর্ব্বস্বান্তা হায় তুই অভাগী এখন !—আর চিন্তা বল তবে করিবি কিসের ?—তবে এই মাত্র চিন্তা কর অবিরত, প্রতিশোধ এর এবে লইবি কেমনে !' এইরূপ কতক্ষণ চিন্তি মনে মনে, ইন্দুর নয়ন পানে চাহি সম্বোধিল। "সত্যই গানের তানে সুষমা তোমার, ভুলিল পারাণ মোর, হইল উদাস।"

হরষে কহিল ইন্দু চুমিয়া তপনে। "পবিত্র প্রণয়ে তোমা পবিত্র ধরণে, দিয়াছি গাঁথিয়া সতি ! মন্দ আমি কহ ভাই কি তায় করেছি ?"

কহিল তপনমণি হাসি সুমধুর। "ভাল মন্দ যাহা কিছু করিছ সুন্দরি ; বিচার তাহার এবে না চাহি করিতে। পাই-য়াছি নবরস তানেতে তোমার, গাও তুমি প্রেমগান ! তপন তোমার তায় ভুলিবে নিশ্চয়, নিবারিবে আর যত যাতনা মনের।" এই বলি সঙ্গোপনে ছাড়িল নিশ্বাস।

এতেক কহিতে সতী, প্রফুল্ল বদনী ইন্দু কহিল হাসিয়া। "জানি আমি ভাল তুমি বাস লো আমায় ; কিন্তু সমধিক, ভাল আমি বাসি তোমা জানিও নিশ্চয়।—এই যে চপলা পাশে বসিছে আমার, এর হতে দেখি তোমা স্নেহের নয়নে।" এই বলি গান বামা ধরিল আবার ; নাচিল ময়ূরী-নাচ চপলা সুন্দরী ; শুনিল তপনমণি সুধীর শ্রবণে।

কতক্ষণ নাচগান করিয়া সকলে ; অবশেষ ইন্দুবালা, তপনে লইয়া, প্রবেশিল হাসিমুখে শয়ন-মন্দিরে।

ষষ্ঠ সর্গ।

একে একে অতিবাহি কতিপয় দিন, গেল তপনের তথা। হইল তপনমণি ক্রমশঃ সুধীর। একদা আরোহি ছাদে, একাকিনী সেই স্থলে করিছে ভ্রমণ, চিন্তিছে এমনি মনে। "ধর্ম্ম হারায়েছি—যদি হারাইয়া থাকি, ধর্ম্ম হারায়েছি! সতীত্ব আমার কিন্তু রহিছে বজায়!—ধর্ম্মই বা কই আমি হারাইনু কিসে?—অলীক হিন্দুর ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মে এত দিন ছিলাম ভুলিয়া। সত্য সনাতন ধর্ম্মে দীক্ষিতা এখন!—ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম সতীত্ব লইয়া। এই রত্ন রমণীর, স্বর্গীয় সম্পদ; রক্ষিতে অক্ষম যবে, ধর্ম্ম সে কেমন!—অবলা রমণী জাতি, সতীত্ব-সম্বলে, সতত উন্নত-মুখী; এই হেন ধন লয়ে, তস্কর-প্রদেশে বাস করে সে কেমনে?—মুখে ছাই এই হেন অসার ধর্ম্মের!—কিসের ধার্ম্মিক তিনি, কুলবধূ যার, ইতর মেথর আদি বিবিধ জাতির, বেড়ায় কুড়ায়ে পাত?—কিসের গৌরব তাঁর, গৃহলক্ষ্মী যার, কালীমা ঢালিয়া কুলে করে পলায়ন? এ পাপ-মোচনশক্তি নাহি যে জাতির; অমূলক অহঙ্কার করে সে কিসের?—সত্যই অম্বিকা যাহা কহিল আমাকে—'প্রেমের প্রবল স্রোত, মলমূত্র বেগ, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কে পারে রক্ষিতে?—বরষার ক্ষিপ্ত নদী, হিন্দুর ধরমে রক্ষা বালীর বন্ধনে।'—এই হেন ধর্ম্মে 'ধর্ম্ম' কহিবে তপন, করিবে কদাপি ইহা আবার বিশ্বাস?" এই বলি

একবার, নগরের চারিধার করি নিরীক্ষণ, দেখিলেন কোন্ দিক উত্তর, পশ্চিম। অনন্তর পুনঃ চিন্তা লাগিল করিতে। "মহম্মদী ধর্ম্মে যদি, এখনও দীক্ষিতা আমি না থাকি হইয়া, হইব নিশ্চয় তবে! যদি এই মন প্রাণ আগারে আমার, না সঁপিয়া থাকি আমি সঁপিব নিশ্চয়।"

এতেক কহিতে সতী, অমনি আগার সেই নবীন মূরতি, দিল দেখা আসি তাঁর উজ্জ্বল নয়নে। অমনি পড়িল মনে, সেই অর্দ্ধ অন্ধকারে বাসর মন্দিরে, যে ছলে সে পতি লয়ে বসিল সুন্দরী, দেখাইল যত প্রেম কাঁদিল সে রূপে। লজ্জায় বারেক বালা হাসিল মুচকি, তা পরে কহিল মনে। "তুমিই আমার পতি, তুমিই আমার!—তোমারি চরণতলে, থাকে যদি আছে তবে সুখ তপনের।—তোমারি ধরমে আমি করেছি প্রবেশ; ঐ মহা মহম্মদী সুন্দর ধরমে, থাকে যদি আছে তবে স্বর্গ তপনের। তুমিই সর্ব্বস্ব মোর, তোমারেই কায় মন সঁপিল তপন।"

এইরূপ চিন্তা মাঝে মজিছে সুন্দরী, সহসা চপলাসহ, হাসিমুখী ইন্দুবালা আইল তথায়। তপনের পাশে আসি কহিল হাসিয়া। "কেন সতী একা তুমি বসিছ এখানে? কেন বা আবার, চিন্তারে দিয়াছ স্থান অন্তরে আপন?"

অমনি তপনমণি, কহিলা সহাসমুখে আপন কৌশলে। "সত্যই চিন্তিছি বসি; কিন্তু এই চিন্তা মোর, অতি কুতূহল কর,—চিন্তা অপরূপ। শুনিলে তুমিও হাসি নারিবে রাখিতে? —বসি এইস্থলে আমি রহিছি চাহিয়া, দেখি'ছি পথিকবৃন্দ, উচ্চ মুখে আমা পানে চাহিতে অমনি, হোঁচুট খাইছে পথে; ভাবিছি তাহাই—নারী আমি কুলক্ষণা হইব নিশ্চয়।"

হাসিয়া কহিল ইন্দু। "পুরুষের কথা তুমি কর পরিহার! রমণী হইয়া আমি, যে রূপ নয়নবাণ খাইনু তোমার; মজিনু মধুর ভাষে—জানি তা আপনি।—সে যাহা হউক ভাই, কথা এক আসিয়াছি সুধাইতে তোমা!—বলি কি যাইবে আজি উদ্যান ভ্রমণে?—চল না সকলে যাই।"

ইন্দুর মনের ভাব, বুঝিয়া তপনমণি কহিল কৌশলে। "কে যাবে লইয়া যদি যাইতেই চাহি?"

উত্তর করিল ইন্দু। "কে আর লইয়া যাবে, যাইব আমরা।"

প্রশ্নিল তপমমণি। "কতটা হইবে পথ যাইবে যেখানে?"

ইঙ্গিত সঙ্কেতসহ সেই ছাদ হতে, দেখাইল ইন্দুবালা। "ঐ যে সরসী এক দেখিছ সম্মুখে, নির্ম্মল সলিল যার, তোমারি যৌবন সম নাচিছে বাতাসে; আর যার পাড়ে, দেখিছ বিস্তর তরু বিবিধ বর্ণের;—আর ঐ কেলী-গৃহ, হংসডিম্বাকার শোভে হরিত শয্যায়।—ঐ স্থলে যাইবার করেছি মানস।"

কোন্ মন্দ কামনায়, লইয়া যাইবে তথা বুঝিল তপন। মুচকি হাসিল মনে, কহিল ইন্দুর প্রতি বঙ্কিম নয়নে। "তোমরা দু'বোনে যাও!—নীরস ভ্রমণে মন বসে না আমার।—কি হবে যাইয়া তথা রমণীর দল।"

বুঝি তপনের ভাব, প্রফুল্লিতা অতি, কহিল হাসিয়া ইন্দু। "নিতান্ত নিরস নহে! তোমার সুবাস পেয়ে, পুষ্পবাসী তুমি; চারিটী পুরুষ তারা রাজবেশধারী, অপেক্ষিছে দ্বারদেশে লইয়া শকট। গুঞ্জরিছে ঐ শুন কুঞ্জের দুয়ারে।—যাও যদি বিনোদিনী, মন-ভরা পাও ধন কহিনু তোমায়। আমরা গাহিব গান বসিয়া কেবল তুমি থাকিবে তথায়।"

কহিল তপনমণি বিরস বদনে। "বেশভূষাহীনা আমি, লজ্জিত তাহাই, ঐ রূপ উচ্চ প্রেম করিব কেমনে!—তোমরা দু'জনে যাও, না যাইব আমি।"

কহিল অমনি ইন্দু অতি কুতূহলি। "সে চিন্তা সুন্দরী তুমি কর পরিত্যাগ!—দু'বোনের যত কিছু আছে অলঙ্কার, সকলি গাঁথিয়া দিব শরীরে তোমার, পরাইব নীলাম্বর; সাজাইব এস তোমা পরী স্বরগের!—এই বলি কর ধরি লইয়া চলিল। ছাদ হতে অবতরি আইল সকলে, প্রবেশিল সাজ ঘরে। সাজাইল সুষমারে নানা অলঙ্কারে।—সীমন্তে জ্বলিল শিঁথী মোতীর ভূষণ, দুলিল গলায় মালা গঠিত হীরায়। কান্তিল অনন্ত সহ বাহুতে তাবিজ, নিতম্বে চন্দ্রিল হার। কটিতে শোভিল শাটী রেশমী বসন, উড়িল চাদর গায়ে, বিবিধ বাদলা তায় চমকি জ্বলিল।

এইরূপে সাজাইয়া, তপনমণির রূপ হেরি হরষিত; সাজাইল চপলারে সাজিল আপনি; দাঁড়াইল প্রতি পাশে তপনে লইয়া, হেরিল মুকুরে মুখ। তা' পরে সুন্দরী-ত্রয়, উজলি সোপান-পথ বিজলী বিভায়; গণিয়া গণিয়া ধাপ ঘুঙ্গুরের রোলে, নামিলা নীচের তলে; আইলা যথায় দ্বারে দাঁড়ায় শকট।

অভাগী তপনমণি, মনে মনে কায়মন সঁপিলা আগায়, কহিলা ঈশ্বরে স্মরি। "ত্রিদিবের দেব তুই! অন্তর আমার, নহে অবিদিত তোর নয়নের আগে।—তোরি করে এ জীবন যৌবন সরস, সকলি সঁপিয়া আজি হইনু বাহির!—অপার. কৌশলী তুই, কোন তোর ছলে; পবিত্র এ তপনেরে পবিত্র ধরণে, দিস্ তুলি সযতনে পতিরে তাহার।—এই ভিক্ষা শেষ ভিক্ষা, অভাগী তপনমণি মাগে তোর পায়।'

হেরি অপরূপ রূপ তপনমণির, শকটের যুবাগুলি হইল অবাক। সাদরে ধরিয়া তারে তুলিল সে যানে, পশ্চাতে উঠিল ইন্দু তা'পরে চপলা। অমনি লইয়া যান, অশ্ব বলবান, ছুটিল পবন বেগে।

তপনের মুখপানে তৃষিত নয়নে, চাহিল যুবকবৃন্দ, কহিতে লাগিল পথে আনন্দ অন্তরে। "কোন গগনের পরী সুন্দরী আপনি ?—বিধাতার রূপাগারে যত রূপ ছিল, সকলি কি একা তুমি এনেছ লুটিয়া ?"

কতক্ষণ চলি রথ, নির্দ্ধারিত পুষ্পোদ্যানে আসি উপজিল। চৌদিকে কুসুমবন মধ্যে সরোবর, মৃদু সমীরণ তায়, হিল্লোল সকলে, তাড়াইছে অবিরত, খেলিছে শিশুর খেলা বিবিধ ধরণে। —দক্ষিণ বিভাগে সেই সুর উদ্যানের, ফলিছে বিস্তর তরু নিবিড় দশায়। সেই তরুরাজি মাঝে বিরল বিজনে, শোভিছে ভবন এক, হরিত প্রাঙ্গণ তার ঝলিছে সম্মুখে। শকট হইতে তারা নামি সাত জন, এই নিরজন স্থলে প্রবেশি বসিল ; আরম্ভিল অভিনয়, বিবিধ হাসির কথা উঠিল তথায় ; ক্রমশঃ আলাপ, তপনের সাথে তায় হইল সবার।

গাহিল চপলা কর ধরি ভগিনীর, নাচিল সুন্দর নাচ। বাজাইল যুবাকুল বাদ্য সুমধুর। হাসিল তপনমণি, বিবিধ ছলনা-হাস, ভুলাইল সবে। হারাইল জ্ঞান তারা, অবাক নয়নে চাহি লাগিল কহিতে। "হায় এ হাসির তুল, এ কাননে কোন ফুল, ফুটিল কি কভু ?"

চুম্বকের আকর্ষণে সূচরাশি যথা, বসিল যুবকগণ তপনে ঘেরিয়া। কিন্তু সে সুন্দরী সমধিক সুচতুরা, হাসির ছটায়,

রাখিছে ভুলায়ে সবে, পরশিতে কিন্তু কারে না দেয় কৌশলে। অনন্তর বিষণ্ণতা করি প্রদর্শন, কহিলা বিরস মুখী। "এ কেমন রসিকতা করিছ সকলে?—চাপি চারি দিক হতে করি হুড়াহুড়ি; অবলা নারীর প্রতি, দেখাইছ এ কেমন নূতন সম্মান? ছড়ায়ে বসিলে, দেখ দেখি বহে দেহে বাতাস কেমন!"

এরূপ কহিতে সতী, মিত্রকুল মাঝে, প্রবেশিল কলহের সূত্র সেইক্ষণে। করি নানা তিরস্কার, কহিল মোহনলাল সম্বোধি সকলে। "সত্যই এ কথা ভাই নহে ত উত্তম! সুরভি কুসুম এই, ইহার আঘ্রাণ, দূরে বসি সবাকার লইতে উচিত। পরশে যে পুষ্প পায় মরমে আঘাত, নিশ্বাসে শুকায়ে যায়; সেই হেন পারিজাত কুসুমের সাথে, এ কেমন ব্যবহার করিছ সকলে?"

মোহনের পানে চাহি কহিল রসিক। "বিচক্ষণ যবে, আপনিই পার্শ্বত্যাগ করি সুষমার, বসুন সুদূরে সরি। দেখি সেই আপনার সুকার্য্য কলাপ, আমরাও ধৈর্য্য ধরি বসি অনায়াসে।"

কহিল নগেন হাসি রসিকের পানে। "পাঁজিতে নিষেধ দাদা! ও কথা উহার কাণে তুলিও না কেহ! দেখিছ না চাহি, এ বিষয়ে বাধাবিঘ্ন আমরাই যত।"

কহিল মোহনলাল অসন্তোষ অতি। "তবে যেন সুষমারে, চারি দিক হতে চাপি চাহিস্ মারিতে!—এই হেন রসিকতা, নীচ ধরণের, নাহি জানি ভাই তোরা শিখিলি কোথায়!—তোদের সহিত, কভু না পাইনু সুখ কানন ভ্রমণে।"

কহিল ধীরেন্দ্র বাবু মন্ত্রণার ছলে। "চপলা বসিছে ঐ, ঐ ইন্দুবালা, উহাদের পাশে, কেন কেহ কেহ নাহি বসিতেছ দাদা, মিটাইছ এই গোল সুচারু ধরণে?"

কহিল রসিক শুনি উপহাস ছলে। "দাদা বিনা সাদা কথা কে আর কহিবে?—আপনিই এই ক্ষেত্রে করি বিবেচনা, দিন তুলি চপলারে মোহনের কোলে, ইন্দুরে নগেনচন্দ্রে। যা পাইনু তাই লয়ে হইনু সন্তোষ, রহিনু এখানে আমি। আপনি কেবল, ক্ষণকাল তরুতলে করুন বিশ্রাম!"

কহিল ধীরেন্দ্র শুনি রসিকের পানে। "আপনিই কেন নাহি, বৃক্ষমূলে ক্ষণকাল করেন বিশ্রাম, মিটান সকল গোল?"

অমনি নগেন্দ্র বাবু, ধীরেন্দ্রের পানে চাহি কহিল কৌতুকে। "তাহাই উত্তম কথা।—ইন্দুরে লইয়া আপনিও সে দশায় পারেন বসিতে।—তপনে আগুলি আমি পারিব রাখিতে।"

কহিল ধীরেন্দ্র শুনি ধীর উপহাসে। "এ ব্যক্তির মত, আর ত উচিত বক্তা না হেরি কাহারে।"

কহিল মোহনলাল। "কাজ নাই কোন দ্বন্দ্বে, যা ভাই নগেন, চপলারে লয়ে তুই চাহিস্ যেখানে।—আমিই না হয় বসি তপনের পাশে; মিটাই এ হট্টগোল।"

কহিল নগেন শুনি। "দাদার ভাষায় দেখি কেবল সুবাস।"

এইরূপ পরস্পরে মাতিল বিবাদে। নীরবে তপনমণি, শুনিল সে কথা যত হাসিল অন্তরে, কহিল কৌশল করি। "কি কাজ এ হেন গোলে! নীলামে তুলিয়া, কেন না ডাকিয়া সবে লইছ আমারে।—ধনে যে বাড়িবে তারেই জানিব আমি প্রেমিক আমার; পাইবে সে মন মোর।" এই বলি আঁখি-তলে, পার্শ্বস্থ মোহন লালে ঠারিল সুন্দরী।

কহিল মোহনলাল পাইয়া ইঙ্গিত। "অতীব উত্তম কথা, তাই কর সবে! লহ ডাকি সুষমারে নিবার বিবাদ।"

তপনের অভিসন্ধি বুঝি ইন্দুবালা, গোপানে টিপিয়া আঁখি কহে চপলারে। "দেখিছ তপনে তুমি ফন্দিনী কেমন!—এ হেন রতনে, আগারে করিতে দান নাহি মন চাহে। রাখিতে পরিলে ঘরে, ধনের মরাই মোরা বাঁধিব দু'দিনে।"

মোহনলালের কথা শুনিয়া রসিক, কহিল বিষম রোষে। "খেলাও তোমরা তবে, কর ডাকাডাকি! এ হেন খেলায়, আমি কিন্তু যোগদান না পারি করিতে।"

কহিল মোহন শুনি সম্বোধি রসিকে। "না পার, চলিয়া যাও, কে চাহে তোমায়?—রসিক পুরুষ কি না, ভাবিয়াছ তাই—তোমার বিহনে রস রবে না সভায়।"

কহিল রসিক রোষে। "ছড়াও ছড়াও রস, চলিলাম আমি।—তোমরাই খেল ভায়া—তোমরাই খেল।" এই বলি হিজিবিজি, কত কি বকিয়া মনে চলিল রসিক।

রসিকের ভাবে ভয় পাইয়া অন্তরে, কহিল ধীরেন্দ্র ভয় দেখায়ে সকলে। "রসিক যাইয়া ঘরে, দেখিস্ তখন, এই কথা গুরুজনে কহিবে সবার।—একে দাদা আছি মরে তপনের তরে,—এ হেন মড়ার পরে খাঁড়ার প্রহার,—আজি দেখি লেখা ভাই রয়েছে কপালে।"

এরূপ শুনিয়া সবে ডরিল পরাণে, হইল চঞ্চলচিতে প্রস্থানে প্রস্তুত। তা দেখি তপনমণি চতুরতাসহ, গিয়া রসিকের কর ধরি ফিরাইল। "রসিক সুজন তুমি কহ ত কেমন? না পার বুঝিতে কেন, তোমাদের মাঝে, তপন আপন মন দিয়াছে কাহারে?—এস তুমি গোসা ত্যাগ কর কথা শুন!" এই বলি আঁখি ঠারে করিল ইশারা।

কহিল রসিক হাসি। "চল আমি যাই তবে রাখি অনুরোধ, কিন্তু নীলামের কথা তুলিও না তুমি।"

কহিল তপনমণি হাসি সুমধুর।" তুমি যে অমত এতে তা' কি আমি এতক্ষণ পারিনু জানিতে?"

এইরূপে বুঝাইয়া, রসিকে ধরিয়া পুনঃ আনিল তপন, পাতিল নূতন কথা সহাস বদনে। "রমণী পুরুষে মোরা সাতটী পরাণী, আসিয়াছি যবে আজি কানন-ভ্রমণে, কেমনে মিলিবে যোড়া?—তাই আমি কহি, আপন আপন চক্ষু বাঁধিয়া রুমালে। এস সবে এই স্থলে দাঁড়াই পৃথক। তা'পরে সকলে, ভ্রমি অন্ধভাবে মোরা ঘুরিব চৌদিকে। খেলিতে খেলিতে, যে যাহার কোলগত হইবে অজ্ঞাতে, পাইবে তাহারে তিনি। অদৃষ্টের পরে করি নির্ভর সকলে, কর এই কাজ যদি বিবেচ উত্তম।—এ খেলা হইবে কিন্তু অতীব সরস।"

এই কথা মনোমত হইল সবার, স্বীকারিল প্রতিজন।

কহিল ধীরেন্দ্র হাসি। "তুমিই সুন্দরি, দেহ বস্ত্রে বাঁধি তবে চক্ষু সবাকার, আমরা দাঁড়াই দূরে পৃথক সকলে।" এই বলি ছয় জন রমণী পুরুষে, দাঁড়াইল ছয় দিকে। একে একে প্রত্যেকের নিকটে যাইয়া, বাঁধিল তপনমণি নয়ন সবার। বাঁধিবার কালে কিন্তু কাণে প্রত্যেকের, দিল এক কাণমন্ত্র, আশা অপরূপ। 'তোমারি হইব আমি জানিও নিশ্চয়। যদি এ খেলায়, ধরিয়া ফেলায় মোরে অন্য কোন জন, ভাঁড়াইব তারে, কহিব 'নগেন আমি দেহ মোরে ছাড়ি।'—কিন্তু সাবধান তুমি, তোমারেও যবে, কহিব 'নগেন আমি',—ছাড়িও না কোন মতে; আমারে জানিয়া, ধরিও সাপটি কটি কহিনু তোমায়।' এই

বলি একে একে বাঁধি চারি জনে, আইল বাঁধিতে শেষ ইন্দুর নয়ন; কহিল ভগিনীদ্বয়ে অতি সঙ্গোপনে। "এই যে নূতন খেলা পাতিনু কৌশলে, ধন লুটিবার কল জানিও নিশ্চয়!— তোমরা থাকিও দূরে কদাপি কাহারে ধরা নাহি দেও যেন!"

এইরূপে সবাকার বাঁধিয়া নয়ন, কহিল তপন হাসি। "আমিহ আপন আঁখি লইয়াছি বাঁধি, আরম্ভ হইল খেলা। নাচিয়া নাচিয়া, তালে তালে পদ ফেলি করহ ভ্রমণ, পড়িবে যে যার কোলে, হবে সে তাহার।" এ রূপ কৌশলে অন্ধ করি ছয় জনে, পলাইলা সুচতুরা ত্যজি সে কানন। 'কাটিল ইন্দুর ফাঁদ, অভাগী তপনমণি হায় এতদিনে।'

এ দিকে যুবকগণ, কঠিন বন্ধনসহ সে অন্ধ ভ্রমণে, নাচিল অদ্ভুত রঙ্গে; অঙ্গে অঙ্গে ঢলাঢলি করিল কতই। সহসা আনন্দে নাচি, কহিল ধীরেন্দ্র বাবু ধরিয়া রসিকে। "এত-ক্ষণে ধরিয়াছি তপন তোমায়।"

কহিল রসিক তায়। "কে বলিবে কম তুমি শিকারী পুরুষ?"

সেদিকে মোহনলাল ধরিয়া নগেনে, কহিল মনের দুঃখে। "হা কপাল, চপলারে ধরিলাম আমি।—আয় তবে চল সাথে, তোরেই লইয়া বনে বসি গে বিরলে।" এই বলি কর ধরি টানিল তাহার।"

কহিল নগেন। "নগেন নগেন, আমি! দে মোরে ছাড়িয়া।"

কহিল মোহন শুনি অতি কুতূহলি। "তবে ত তপনে আমি ধরেছি আঁধারে।" এই বলি কোলে তুলি লইল নগেনে; নাচিল আনন্দ মনে। সাবধান কেহ তোরা ছুঁবি না আমায়, ধরেছি তপনে আমি।

ধীরেন্দ্র আইল ধেয়ে, আইল রসিক, কহিল মোহনে হাসি। "কই হে তপন দেখি ধরিলে কেমন ?"

অমনি মোহনলাল করিল চীৎকার। "সাবধান, সাবধান! —স্বরগের দূত আমি ধরিয়াছি পরী, অপবিত্র হাতে এঁরে ছুঁইও না কেহ!—করিও না প্রতিহিংসা দোহাই ধর্ম্মের।"

কেহ না মানিল কথা দোহাই তাহার, তপন ভাবিয়া তারা ধরিল নগেনে, ঘোর হুড়াহুড়ী তায় বাধিল বিবাদ। অগত্যা নগেন তথা পড়িল বিপাকে, কাঁদিল বিবন্ধে পড়ি কবলে সবার।

শুনি এই মহা গোল আতঙ্গিল অতি, চপলা ও ইন্দুবালা। করি নয়নের তারা বন্ধন মোচন, আইল হাঙ্গাম-স্থলে। চীৎকারিল বিপরীত ব্যাপার দর্শনে। "ভাল এ পাপের খেলা পড়িল আসরে!—দেহ ছাড়ি, দেহ ছাড়ি, কেন এই হুড়াহুড়ি নগেনে লইয়া।" এই বলি ইন্দুবালা, আঁখির বন্ধন খুলি দিল সবাকার। নয়ন পাইয়া সবে, অদ্ভুত ব্যাপারে, হাসিতে লাগিল মিলি ঘোর কোলাহলে; কহিল ইন্দুর প্রতি। "রমণীর কমণীয় সরস আসরে, খেলেছি বিস্তর খেলা; কিন্তু এইরূপ প্রীতি কোথা না পাইনু।—এইরূপ খেলা দিয়া, দেখ, দেখ, দেখ, কোথায় সে রসবতী বসেছে লুকায়ে!"

এই বলি সবে মিলি, কাননের চারিধার করিলা সন্ধান; হইলা হতাশ শেষ। পাইল চেতনা ইন্দু, কান্দিল সবার আগে ঘোর হাহাকারে। "সর্ব্বস্ব আমার যে গো, রহিয়াছে গায়ে তার কি করি উপায়!—কি করি উপায় ওগো বল না সকলে ?"

উপহাস ছলে হাসি কহিল সকলে। "হরিয়াছে ধন তোর, মন আমাদের! আমাদের বল্ এবে কি হবে উপায় ?"

কান্দিল আবার ইন্দু, চপলার গলা ধরি বিকল হৃদয়ে। "হীরা, চুণী, পান্না আদি গহনা সোনার, আজন্ম ধরিয়া যত করিনু সঞ্চয়, সব যে লইয়া গেল।—কহ গো কেমনে আমি ধরিব সে চোর ?"

কান্দিল যুবকগণ ব্যাকুল বিষম। "হরিয়া পরাণ মন, কোথায় তপন তুই গেলি রে চলিয়া। হায় কি করিলি, ওরে, বল কি করিলি ?" এইরূপে জনে জনে, কাঁদি সে কাননে, অবশেষ গেলা চলি যার যে আবাসে।

ফুরাইল কাননের লীলা মনোহর, ফুরাল ইন্দুর আশ, হারাইল সব। পাপ আচরণে ধন করিলে সঞ্চয়, এইরূপ অপরূপ দৃশ্য দেখাইয়া, সে ধন সে কর তার, করে পরিত্যাগ।

চতুর্থ ভাগ।

প্রথম সর্গ।

অতুল ঐশ্বর্য্যে ধনী হাজি পীরবক্স, ঢাকায় প্রসিদ্ধ অতি। ধন, মান, কুল শীলে, যদিও অতুল, কিন্তু অভাজনে, করিল কাঙ্গাল বিধি সন্তান বিহনে। কাতরে মস্‌জেদে বসি কত যে কাঁদিল, উপাসিল উপবাসী পদে বিধাতার; কিন্তু সে জগৎপতি, সে মনের সাধ তার নাহি পূরাইল। ধর্ম্ম পরায়ণা পত্নী সুশীলা হামিদা, যদিও কুরূপা অতি; কিন্তু হৃদিতলে, রাখেন সুরূপা এক সুন্দর পরাণ। জননীর দয়া মায়া মমতা যতেক, সে কাল শরীরে তাঁর সব বিদ্যমান। প্রতিবাসীসহ সতী সদা মিষ্টমুখী, ভালবাসে শিশু কুলে, লয় সহি সবাকার শৈশব উৎপাৎ।

একদা হামিদাবানু, শিশুদলে খেলা দিয়া বিদায়ি সকলে, বসিছে বিরসমুখী; চির বৎসকামা বামা অলিন্দে আপন; চিন্তিছে হতাশমনা। "আর কতকাল, এইরূপে জলপড়া পানিব জীবনে, বাঁধিব মাদুলী গলে, কটিদেশে জড়ী?—জ্বলেছে জঠর যার বিধির অনলে; সন্তানের সাধ তার, আর এ জগতে বল পূরিবে কেমনে?—একটী কন্যাও যদি, দিত বিধি দয়া করি জঠরে আমার; অন্তিম সময়ে, সেই ধন জল দান করিত

বদনে।—উদরের পুত্র প্রায় পালিনু যতনে, কনিষ্ঠার পুত্রে আমি। সময়ে সঙ্গত দোষে, সেটাও কুপথগামী হইল—কপাল।

এইরূপে একাকিনী, বসিয়া আপন মনে বিলাপিছে বামা; সহসা সুধীর পদে, হাজি পীরবক্স তথা আসি উপজিল। বদনে প্রতিভা রাশি, স্থবির পরাণ, হাসিতেছে আজি যেন কত কাল পরে। স্বামীরে প্রফুল্ল হেরি, মর্ম্মান্তিক স্বরে, কহিলা হামিদা-বানু ধীর সম্ভাষণে ? "কেন এ সুচারু হাসি হাসেন আপনি।—অসীম সম্পদ, কাঁদিয়া করিতে ভোগ, দিয়াছে যাহারে বিধি সে কেন হাসিবে ?—এই বালাখানা, এই অতুল বিভব, সরো-বরসহ এই কানন সুন্দর; কে করিবে ভোগ এর আমরা মরিলে ?—কেন তবে কহ প্রভু হাসেন আপনি ?"

কহিল প্রবীণ জন মধুর বচনে। "আর চিন্তিও না তুমি, আপনি ঈশ্বর দিয়াছেন পড়ি জল আনিয়াছি আমি। নয়নে রুমাল বাঁধি এই জল পড়া, এখনি করহ পান; 'বর্কতে' ইহার পাইবে নিশ্চয় পুত্র পুত্রকামা তুমি।"

কহিল হামিদাবানু প্রফুল্লিত অতি। "সে কেমন কথা প্রভু, কহ সে কেমন !—হামিদা পাইবে পুত্র হইবে এমন !"

কহিল স্থবিরজন প্রবোধ বচনে। একান্তই পুত্র যদি না দেন ঈশ্বর; চন্দ্রমা সমান এক কন্যা নিরুপম, পাইবে নিশ্চয় ক্রোড়ে। অন্তিম সময়ে, সেই সুভাগিনী জল দিবে দুটী মুখে। বস তুমি ক্রোড় পাতি, বাঁধিয়া নয়ন; কর তবে জল পান ঈশ্বর-আদেশে।—দেখহ সুফল এতে না পাও কেমন !"

অমনি হামিদাবানু অতি কুতূহলি, বসিলেন ক্রোড় পাতি পতির আদেশে; বাঁধিলেন দুনয়ন, চাহিলেন জল।

অর্পি সে জল পাত্র সুকরে'পত্নীর, কহিলা স্থবির প্রভু। "খোদার দরূদ তুমি পড়ি শতবার, কর এই জল পান ; সেই দয়াময়, করিবে নিশ্চয় দয়া আমাদের 'পরে।"

স্বামীর আদেশে সতী, পড়িতে লাগিল দোয়া—দরূদ খোদার। সেই অবসরে, খুলিলা সিঁড়ীর দ্বার সে প্রবীণজন ; ইশারায় ডাকি, কর ধরি কুতুহলি, আনিলা বালিকা এক হামিদার আগে ; বসাইলা ক্রোড়দেশে কহিলা হাসিয়া। "এই কন্যারত্ন বিধি দিয়াছে তোমায় ; খুলিয়া মায়ার আঁখি, দেখ এ মেয়ের মুখ—দেখ দেখ চাহি!—কোন্ গগনের চাঁদ, বসিয়াছে কোলে তব ঝলিছে কেমন!"

চমকি হামিদাবানু খুলিল নয়ন, হেরিল হরষে অতি। ভানুর কিরণে যথা ঝলে কাল জল, হামিদাবানুর কোল ঝলিছে তেমনি।—কাল জলদের কোলে বিজলিনী যথা, শোভে নীলাম্বর তলে ; কোকিলা রূপিনী সেই হামিদার কোলে, এ যুবতী রূপবতী শোভিল তেমনি।—বেড়িয়া মায়ার ভুজে সে মেয়ে রতনে, অলক্ত অধর চুমি কাঁদিলা হরষে। "কে মা তুমি বসিয়াছ কোলে অভাগীর ?"

কোকিল-কণ্ঠিনী সেই বালিকা রতন, করুণ নিক্বণে কাঁদি, কহিলা কুহরি। "মা আপনি স্নেহময়ী, আপন গর্ভের মেয়ে জানিও আমারে!"

কহিলা হামিদাবানু করিয়া ক্রন্দন। "কেমনে কি পুণ্য মাগো করিনু কোথায়, পাইব সে ফলে কোলে তোমা হেন ধনে ?—বলিবি কি 'মা' আমারে, রহিবি হৃদয়ে ?—মাগো আমি কাঙ্গালিনী তো হেন ধনের।"

সজল নয়নে চাহি কহিল স্থষমা। "যশোদা রূপিনী তুমি জননী আমার। হায় আমি অভাগিনী, বুঝিবা কোথায়, করিয়া থাকিব পুণ্য ; নহিলে কেমনে পাই এমন জননী।"

চুমিয়া হামিদাবানু, জিজ্ঞাসিলা হাসিমুখী নাম স্থষমার। "কহ মা মায়ের আগে কি নাম তোমার ?"

কহিলা বালিকা শুনি সলাজ বদনে। "শ্রীমতি তুরুফন বিবি, রাখিলেন পিতা আজি বিবেচি উত্তম।"

প্রশ্নিল হামিদাবানু চাহি স্থনয়নে। "মা আমি তোমার কথা নারিনু বুঝিতে ! কহ বিবরিয়া, এ ক্ষেত্রে কাহারে তুমি বলিতেছ পিতা ?"

কহিল স্থষমা শুনি অতি কুতূহলি। "আইনু মা এ আবাসে যাঁহার সহিত, যাঁহার আদেশে, বসিনু মা আপনার এ স্নেহের কোলে ; তাঁরেই কহিনু পিতা আর কারে কব।" এই বলি বিজলিনী, মায়ের অঞ্চলে মুখ লুকাইলা লাজে।

কহিল হামিদাবানু, আবার মেয়ের মুখ চুমি পিপাসিতা। "ইতিপূর্ব্বে কহ নাম কি ছিল তোমার ?"

কহিল স্থন্দরী। "আছিল তপনমণি, মা আমার নাম।"

কহিল হামিদাবানু সহসা চমকি। "তুমি কি হিন্দুর মেয়ে ছিলে মা প্রথম ?"

বিজলী নয়নদ্বয় করি অবনত, কহিল তপনমণি। "তাহাই আছিনু মা গো আমি অভাগিনী।"

প্রশ্নিল হামিদা। "তোমার কাহিনী তবে কহ বিবরিয়া।"

অমনি তপনমণি লাগিলা কহিতে। "বিধবা রমণী আমি, জন্মিনু গোয়ালা কুলে অতি কুলক্ষণা। সময়ে বিবরি

মাগো কহিব সকলি ;—রক্ষিতে যৌবন মোর সতীত্ব সোনার, পাগলিনী প্রায় হায় ভ্রমিনু চৌদিক ; কিন্তু কোন দিকে পথ নাহি মা পাইনু। তাই অবশেষ, জুমার মসজিদে আজি আসি এ নগরে, দীক্ষিতা হইনু তব পবিত্র ধরমে। সেই স্থলে বাবাজান ছিলেন বসিয়া ; পরিবর্ত্তি নাম মোর, রাখিলা তুর্ফণ বিবি কহিনু তোমারে !—তা'পরে চাহিলা মোরে আনিতে আবাসে।—পরগৃহে করি বাস, রক্ষিতে সতীত্ব ক্লেশ পাইনু বিস্তর, তাই সেই নিমন্ত্রণ ডরিনু রাখিতে। তা' দেখি মুসল্লিগণ কহিল বুঝায়ে ;—কি সুন্দর নরনারী তোমরা দু'জনে, বসতি করিছ এই নগরী ঢাকায়। শুনি সেই বিবরণ, প্রফুল্ল হইল মন আইনু এখানে।"

শিরঃ চুমি সুষমার, কহিলা হামিদাবানু পুলকিত অতি। "এস মা এখন তবে, মায়ে ঝিয়ে একাসনে করিব আহার। মা গো আমি কাঙ্গালিনী তোমা হেন ধনে ; থাকিস্ আমার কোলে, মা বলে ডাকিস্ মোরে করিস্ শীতল।" এই বলি সঙ্গে লয়ে গেলেন চলিয়া।

দ্বিতীয় সর্গ।

চল হে পাঠক, আজি, তোমারে লইয়া, দূর চাঁদপুরে মোরা করিব গমন। নলিনী সুন্দরী তথা, হারায়ে তপনে, দেখিব কি সুখ দুখে কাটাইছে কাল। 'তপন স্বামীর সাথে গিয়াছে স্বরগে।' এইরূপ সমাচার, বিঘোষিছে সেই দেশে জন সাধারণে। পল্লীতে পল্লীতে সবে শুনিয়াছে তথা।—'বরাষাদী গ্রাম হতে সুষমা তপন, আসিতেছিলেন গৃহে মায়ের সহিত ; পথার্দ্ধে স্বর্গীয় স্বামী আসিয়া তাহার, বসায়ে কনক রথে, গিয়াছে লইয়া তারে স্বরগ ভবনে, মায়েরে আপন গৃহে দিয়াছে পহুঁছি।'

হারায়ে তপনে আহা, নলিনী সুন্দরী, সতত বিরস মুখী করেন ক্রন্দন। সেই ধ্যানে নিমগন, সদাই স্বপনে তারে দেখে সে অভাগী ; বিবরে সে বার্ত্তাগুলি, নানা অলঙ্কার দিয়া গ্রামবাসী মাঝে। স্বরগে যাইয়া তার সুষমা তপন, পাইয়াছে কত সুখ, সম্পত্তি কি রূপ ; আর পরীকুল তথা, কি রূপ যতন সেবা করে সে সতীর ; প্রতিবাসী মাঝে বামা বিবরি সে সব, প্রবোধে আপন মন ; তাহারাও সবিশ্বাসে, ভক্তি সহকারে সেই বার্ত্তা স্বরগের, মনপ্রাণ ডুবাইয়া করয়ে শ্রবণ।

বিধবা রমণী বাস করে যত আর, তপনের মায়ে তারা, সকলেই সমভাবে করে সমাদর। আইলে রজনী সবে, বিছানা লইয়া, আসে সে সতীর ঘরে করিতে শয়ন। 'শুনিতে পবিত্র অতি স্বর-বিবরণ', প্রত্যেকেই চাহে তাই, করিতে শয়ন তথা সে দেবীর পাশে ; যদি বাধে কোন দ্বন্দ্ব, মিটায় নলিনী।

এইরূপে কতকাল গেল অতিবাহি। একদা গ্রীষ্মের নিশা আইলে তথায়, আইল বিধবা যত; শীতল বাতাসে, পাতিল বিছানা তারা, নলিনীর মনোহর দুর্লভ দাওয়ায়। নলিনী শুইল মাঝে, দুই পাশে প্রতিবাসী বিধবার দল; আরম্ভিল নানাবিধ বারতা স্বর্গের।

প্রশ্নিল পদীর পিশী সহাস বদনে।—“এ মাসে তপন মায়ে, আর কি স্বপনে নাহি হেরিলা আপনি ?”

কহিল নলিনী সতী বিনম্র বদনে। “তাই ত গা, মা আমার, কেন যে এ মাসে দেখা না দিল আমায়; না পারি বুঝিতে আমি হেতু সে কথার।—অসুখ বিসুখ, কি তার হইল তথা না পাই ভাবিয়া। গত মাসে হাসিমুখী কত কুতূহলি, দেখা দিল শুভস্বপ্নে; কহিল এ মাসে, সশরীরে আসি দিবে সাক্ষাৎ সকলে, কিন্তু কেন না আইল কহিব কেমনে!”

হতাশ নিশ্বাস ছাড়ি, কহিল খুকীর কাকী মলিন বদনে। “নরক নিবাসী মোরা, পাপে কলুষিতা, আমা সবে দেখা নাকি দিবে সেই দেবী ?”

কহিল নলিনী শুনি প্রবোধ বচনে। “দিয়াছে যখন আশা, আসিবে নিশ্চয়! তবে কি না এক কথা, গৃহস্থালী কাজে, সতত বিব্রত তাই অবসর নাই।—জান ত শুনেছ সব, নিষ্কর চাষের জমী পেয়েছে বিস্তর, রেখেছে রাখাল গরু লাঙ্গল মহিষ; সহস্র বিয়ানে গাই।—সে সবের ‘দেখ শোন’, সাধারণ কথা নাহি ভাবিও তোমরা!”

অবাক নয়নে চাহি নলিনীর পানে, কহিল মেড়ীর খুড়ী। “তবে ত তপন, হইয়াছে গিয়া তথা রাণী স্বরগের।”

কহিল নলিনী শুনি দ্বিগুণ সাহসে। “জীয়ন্তে স্বরগ লাভ, কম কথা নাহি তুমি ভাবিও অন্তরে!—দেখ বিবেচিয়া মনে, তার সম ভাগ্যবতী কে আছে কোথায়?—সে নাহি হইবে রাণী কে তবে হইবে?—দিয়াছে বিধাতা তাঁরে, পঞ্চাশ হাজার পরী সেবিতে চরণ; অন্য কাজ হেতু কত দেখ তা ভাবিয়া।—এতে বল তাঁর তরে আসা কি সহজ?”

কহিল পদীর দিদি হতাশ হৃদয়ে। “তবে আর আমাদের কি আশা রহিল।—আর কি দেখিব তারে অভাগী আমরা?”

কহিল অমনি রাধা সুদীর্ঘ নিশ্বাসে।—“আইল তপনমণি, আমরাও তার সাথে যাইনু স্বরগে।—সাবিত্রী প্রত্যেকে মোরা পুণ্যের সঞ্চার, কত স্থলে রাখিয়াছি করি কতরূপে!—আছে কি এ দেশে বাকি তেমন শ্মশান, অথবা পতিত পড়া, পাড় পুকুরের? যেখানে পাপিনী মোরা, নিশার গভীরে, না করিনু তপ জপ প্রবল যৌবনে।—আমরা না পাব যদি, কে তবে স্বরগে স্থান পাইবে ভগিনি?”

কহিল নদীয়া কাঁদি। “যৌবনের প্রপীড়নে, যেরূপে সোনার তনু করেছি পঙ্কিল, ডুবায়েছি পাপে কাঁথা; হায় সেই কাঁথা-সহ, কেমনে নদীর তীরে উঠিব না জানি।—হায় মা গো কি করিনু, কেন এই পোড়া ভবে লইনু জনম!” এই বলি কৃতপাপ স্মরি অভাগিনী, প্রকাশি প্রবল দুঃখ করিলা বিলাপ।

কহিল পদীর দিদি। “কেন সেই কথা মনে দিতেছ তুলিয়া। পাপিনী আমরা, ডরিনু কি কোন পাপ করিতে ধরায়?—তবে আর কেন, তপনের সহায়তা করিছি সন্ধান। সেই যদি করে দয়া, তবেই ত বোন মোরা হইব উদ্ধার।”

স্মরি নিজ নিজ পাপ, এরূপে বিধবাগুলি করিছে বিলাপ, কাঁদিছে মনের দুঃখে ; অমনি সকলে, চমকি উঠিল এক বীণা বাণী শুনি। আইল মধুর শব্দ, আকাশ সম্ভবা, সুস্বর-লহরী-সহ শ্রবণ বিবরে—

যৌবন তরঙ্গে ভাসি, করিয়াছ পাপরাশি,
বিধাতা আপন গুণে ক্ষমা তাহা করেছে ;
কহিছে তপনমণি, শুন এই সুরবাণী,
তোমাদের তরে প্রাণে দয়া তিনি ধরেছে।
স্মরি পুরাতন পাপ, করে যিনি অনুতাপ,
তার প্রতি দয়াময় সদা দয়া বিতরে।
করিয়াছ অনুতাপ, ধ্বংসিয়াছ সব পাপ,
পাইবে নিশ্চয় স্থান স্বরগের ভিতরে।

নিশার গভীরে এই বীণাবাণী শুনি, চাহিল চমকি সবে। পূর্ণিমার রাতি সেই, অম্বর প্রদেশে, হাসিছে সোনার চাঁদ ; হাসিছে সমস্ত দেশ, হাসিছে প্রাঙ্গণ ; জলতক্তা'পরে তথা, জড়িত মুক্তায়, দাঁড়াইছে নারী এক দেবী স্বরগের। সর্ব্বাঙ্গে জ্বলিছে রত্ন, দুলিছে বসন, বহুমূল্য পরিচ্ছদ, বসন্ত বাতাসে। হেরি সেই অপরূপ রূপ সুষমার, অচল মূরতি প্রায়, অনিমেষ চোখে চাহি রহিল সকলে। তবে কতক্ষণে তারা চিনিয়া দেবীরে, কহিতে লাগিল মিলি। "এই আসিয়াছে ওগো স্বর্গের তপন। দেখ গো নয়ন মেলি, কেমন সুন্দর বেশ ভূষা অপরূপ!" এই বলি কুতূহলি, আইল যথায়, দাঁড়াইছে সেই দেবী পুতলি আকারে। আইল জননী সতী, দাঁড়াইল সে মেয়ের পারশে যাইয়া। চাহিল অমনি দেবী, মায়ের সে মুখ পানে তৃষিত

লোচনে। তা'পরে সবার প্রতি ভক্তিসহকারে, বীণা-স্বরে স্বর ধরি লাগিল কহিতে।—

দুঃখিনী মায়েরে দেখা দিতে আসিয়াছি,
মা তোমার পদধূলি নিতে আসিয়াছি।
বিধবা রমণী আর আছ যত হেথা,
সুবারতা সবে বিব-রিতে আসিয়াছি।

মায়ের মায়ার প্রাণ মেয়েরে দেখিয়া, উথলিল স্নেহরসে; চাহিল দুখিনী, কোলে তুলি সে পুতলে করিতে চুম্বন।—"আয় মা বুকেতে তোরে ধরি একবার, জুড়াই এ পোড়া প্রাণ! আয় মা, মায়ের প্রাণ কর মা শীতল!"

অমনি তপনমণি মায়েরে স্মরিয়া, নিষেধিলা সুধা কণ্ঠে করিতে পরশ।—

সুরদেশে করি বাস পবিত্র ধরমে,
তোমা সবা নাহি পর-শিতে আসিয়াছি;
সুরধর্ম্ম ধর্ম্ম মোর শুন গো জননি,
আলিঙ্গন দিতে নাহি নিতে আসিয়াছি।
দূরে দূরে থাক সবে আদেশে আমার,
বিধির আদেশ প্রচা-রিতে আসিয়াছি।

এইরূপ সুরকণ্ঠে কহিলে তপন; কহিল জননী তাঁর সম্বোধি সকলে। "দে গো তোরা ছাড়ি ভীড়, দূরে দাঁড়াইয়া দেখ পবিত্র তপনে। পরশ না করো কেহ কহি বারম্বার, পবিত্র ও দেহ তায় হইবে পঙ্কিল!"

কহিল সকলে। "তা'ত মা সত্যিই কথা! ধর্ম্ম কর্ম্ম জ্ঞান, কি আছে মোদের বল ছুঁইব তপনে, পাপে কলুষিতা সদা পঙ্কিল

পরাণী। আয় মা সকলে তোরা দূরে দাঁড়াইয়া এ সুর নারীর মুখ দেখিবি সকলে।" এই বলি সবে মিলি দাঁড়াইল দূরে; জিজ্ঞাসিল মধুস্বরে নমি পদদেশে। "কহ মা তপন তুমি, অভাগী আমরা হব কেমনে উদ্ধার?"

আবার তপনমণি, বীণা সুরে ধীরে ধীরে লাগিলা কহিতে।

"চিন্তিও না কোনরূপ, যাইবে স্বরগে,
এই সমাচার প্রকা-শিতে আসিয়াছি।

অনন্তর শশিমুখী মায়েরে ডাকিয়া, কহিলেন কাণে কাণে; কিন্তু সেই কাণকথা, পাইল শুনিতে, যে যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল সেই স্থলে।—

মা তুমি আমার পাশে এস একবার,
তোমারে একটী নিধি দিতে আসিয়াছি।
এই ধর সুররত্ন রাখিও যতনে,
এই রত্নে সবে উদ্ধা-রিতে আসিয়াছি।

আইল জননী সতী তপনের পাশে, অমনি অঞ্চলে তাঁর, দিলেন প্রস্তর এক বাঁধিয়া তপন। পথের পাথর সেই সতত সুলভ, কিন্তু সে চতুরা, কহিল মায়ের কাণে অপার কৌশলে। "এই ধনে মাগো তুমি, করিয়া লইও স্বীয় অবস্থা স্বচ্ছল। মরণ সময়ে যিনি, এ সুর রত্নের জল খাইবে ধুইয়া, যাইবে স্বরগে তিনি কহিনু তোমারে; কিন্তু বিনিময়ে দান করিও গ্রহণ।" এই বলি সেই দেবী চাহিলা বিদায়।

বিদায় চাহিতে কাঁদি কহিল জননী। "কতদিন পরে যদি, মায়েরে করিয়া মনে এসেছ মা তুমি; থাক মা দু'দিন তবে যাইও তখন!"

কহিল তপনমণি আপন কৌশলে। "স্বরগ-সুন্দরী আমি, আর কি মরতে, পারি মা থাকিতে কভু! নিশাচরপ্রায় এবে, করি মা বিহার মোরা নিশার গভীরে, ফিরি দেশ দেশান্তর আরোহি অনিলে।—করি মায়া পরিত্যাগ, দেহ মা বিদায় মোরে প্রফুল্ল বদনে।"

কহিল জননী কাঁদি। "কবে মা আবার দেখা পাইব তোমার?—মা গো কাঙ্গালিনী আমি দর্শনের তোর!"

কহিল তপন-মণি সজল নয়নে। "এবার আসিয়া, সঙ্গে করি মা তোমারে যাইব লইয়া, রাখিব আপন কাছে।—কাঁদিও না আর, হাসিয়া বিদায় তুমি দেহ মা আমায়।"

কহিল জননী কাঁদি অধীর পরাণে। "অদৃষ্টে থাকে মা যদি, তবেই ত সুরসাধ পূরিবে আমার।"

এইরূপ কত কথা কহি মায়ে ঝিয়ে, বিদায় লইয়া সতী করিলা প্রস্থান। আলোকি অপূর্ব্ব রূপে, চন্দ্রমার করে, ঝলি অলঙ্কারসহ, চলিলা উজলি পথ নিশার গভীরে। নিরাতঙ্ক মনে বালা কতক্ষণ চলি; মেঘনা নদীর তীরে আসি উপজিল। হেরিল সম্মুখে, ভাসিছে তরণী এক নাচিছে জুয়ারে; শুইছে নাবিকবৃন্দ সুঘোর নিদ্রায়। নীরবে আসিয়া সতী সেই তরী পরে, আরোহিলা ধীর পদে অতি সাবধানে।

সুদীর্ঘ তরণী সেই, ভিতরে দুইটী কক্ষ গবাক্ষ বিস্তর। তার মাঝে, সুসজ্জিত একটী সুন্দর কক্ষে কমলাক্ষী সতী, প্রবেশিলা হরষিতা; হেরিল তথায়, জ্বলিছে একটী আলো ক্ষীণ অতিশয়, আর সেই স্থলে, জাগিছে রমণী এক মখ্‌মল আসনে।

চাহি সে নারীর প্রতি, কহিল তপনমণি সুধীর বচনে। "কেন মা এখনও তুমি জাগিছ শয্যায় ?"

আপনি হামিদাবানু ছিল সে রমণী, কহিল নয়ন মেলি। "তোমারে ছাড়িয়া, মা আমার চোখে ঘুম আসিল না আর। মুদিয়া নয়ন তাই, শয্যার উপরে, ভাবিতেছি কতকিছু, কুচিন্তা যতেক। তোমারে পাইব পুনঃ, হায়, সেই আশা, কণামাত্র মা আমার নাহি ছিল মনে।"

কহিল তপনমণি সন্তোষ বিষম। "এমনি স্নেহের চোখে, দুঃখিনীরে মা আপনি, দেখেন সদাই!—কহ মা বিবরি শুনি, এ কুচিন্তা কেন তব উদিল অন্তরে ?"

খুলি আপনার প্রাণ, কহিল হামিদাবানু তপনের আগে। "তোমারে বিদায় দিয়া, বালিশ আমার, দেখ মা পরশি করে, কিরূপে চোখের জলে রেখেছি ভিজায়ে!—ভাবিনু এমনি, পাইলে আপন মায়ে, পাতান মায়েরে মনে থাকিবে না তব।— আর যে তোমারে আমি পাইব পরাণে, নাহি মা আছিল আশ।—এইরূপ চিন্তা যত, করিল অস্থির মোরে চঞ্চল বিষম। বারিহীন মীন প্রায়, এ পাশ ও পাশ তাই করিছি শয্যায়!"

কহিল তপনমণি। "মায়ের মমতা, স্নেহ, করুণা যতেক, সকলি ত বর্ত্তমান মাতা আপনাতে। এ মেয়েও আপনাকে, দেখিয়া আসিছে সদা ভক্তির নয়নে।—এ হেন দশায় তবে, কেন এ সংশয় তব উদিল পরাণে ?"

কহিল হামিদাবানু, মধুর নয়নে চাহি তপনের পানে। "কেন যে উদিল, কহি তবে সে কাহিনী শুন মন দিয়া!—বৈজ্ঞানিক বলে তুমি দেখেছ বিস্তর, নির্ম্মিতে সুন্দর পুষ্প মানব

সকলে; কিন্তু সে কুসুমে, সম্ভব কি কোনরূপ বাস সুমধুর? পাতান সম্পর্ক আর নির্ম্মিত কুসুম, নহে কি এ দ্রব্যদ্বয় সম ধরণের? কাননের ফুলে যথা পরিমল ফোটা, জানিও তেমনি মাগো, জননীর কোলে তার সন্তান গর্ব্বের! অতীব দুখিনী আমি চির অভাগিনী, কোথা মা সে পরিমল পাইব পরিব?" এই বলি মনোদুখে, সুদীর্ঘ নিশ্বাস এক ফেলিলা সুন্দরী। চাহিলা মেয়ের পানে স্নেহের নয়নে।

চিন্তি কতক্ষণ মনে, কহিলা তপনমণি মরি কি মধুর। "সত্য মা, ফুলের কোলে পরিমল প্রায়, জননীর কোলে তার অপত্য আপন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বলে, দেখেছ বিস্তর, ফুল হতে পরিমলে করিতে পৃথক। আমিহ ত সেইরূপ, (দেখ মা বিবেচি তব আপনার মনে!) আপন জননী হতে পৃথক এখন। 'নবির-কলমা-পাক-সাহারা' আমারে, করিয়াছে পরিশ্রুত সে কুসুম হতে; যে হেতু আতর আমি, পবিত্র শিশিতে তব আবদ্ধ এখন। তবে মা মনের সাধে, কেন এ সুবাস নাহি পরিবে আপনি?—কেনই বা আমি আর, বিতরিতে পরিমল হইব কৃপণ?" এই বলি মুখ পানে চাহিল সুন্দরী।

শুনিয়া হামিদাবানু প্রফুল্ল বদনে, তপনের গলা ধরি করিলা চুম্বন, কহিলা মধুর হাসি।—"না পারি বুঝিতে মা গো, কত-মধু দিয়া, সুচারু বদন তোর গড়িল বিধাতা।—আয় মা কোলেতে তোরে তুলি এক বার, জুড়াই এ পোড়া প্রাণ।" এই বলি হরষিতা, কোলে তুলি সুষমারে লাগিলা কাঁদিতে।

এইরূপে কতক্ষণ সুখের ক্রন্দন, করিলা হামিদাবানু, তবে কতক্ষণে, শীতল নিশ্বাস এক ত্যজিলা তথায়; তা দেখি তপন-

মণি, চাহি সে মায়ের পানে কহিল কাঁদিয়া। "কেন মা নিশ্বাস তুমি ছাড়িলে শীতল ?"

কহিল হামিদাবানু সজল নয়নে। "রমণীর জাতি মাগো, ধন অপরের, কভু কি মায়ের তারা পারিল হইতে ?—তাই মা ভাবিছি মনে, কোথায় কেমনে আমি বেচিব তোমায় ; বেচিয়া কেমনে পুনঃ বাঁচিব পরাণে !"

হামিদার মুখ পানে চাহি কতক্ষণ, কহিলা তপনমণি। "কাজ নাই মা আমারে বেচিয়া কোথায়! থাকিব মনের সুখে, যদি মা থাকিতে পাই কোলে আপনার।" এই বলি করদ্বয়, রাখি হামিদার হৃদে, নিরখিলা মুখ। সেই চাহুনিতে সতী, কিনিয়া লইল যেন প্রাণ সে বামার।

কহিল হামিদাবানু চুমিয়া তপনে। "এ কাঁচা যৌবনে মা গো, কেমনে পূরিয়া ঘরে রাখিব তোমায় !—করিয়া সে হেন পাপ, কি বলে দেখাব মুখ হুজুরে খোদার ?"

প্রশ্নিল তপনমণি সবিস্ময়ে চাহি। "আছে কি মা পাপ তায় স্বামী না করিলে ?"

কহিল হামিদাবানু। "তবে আর কেন মা গো ডরিছি এরূপে।—মেয়েরে রাখিয়া ঘরে কুমারী দশায়, মা তুমি খাইবে যাহা, খাইবে হারাম।"

কহিল তপনমণি মনে আপনার। "সত্য সনাতন ধর্ম্ম এস্‌লামী নিশ্চয়! দেখ এ ধরমে, সতীত্ব রক্ষণে পন্থা রয়েছে কিরূপ! তাহাই বেশ্যার বৃদ্ধি, বুঝিনু এখন, মোস্লেমে তেমন নহে হিন্দুতে যেমন। মোস্‌লেমের মন প্রাণ, তেঁহাই নির্ম্মল এত হিন্দুকুল হতে।" এইরূপ কত চিন্তা করি অবশেষ,

হামিদার পানে চাহি কহিল প্রকাশি। “তবে মা আমার দশা কহ কি হইবে ? বিধাতা করিল দয়া, মায়ের মতন এক সুশীতল কোলে, দিল গো আশ্রয় মোর ;—যাইব এ কোল হতে কোথা কোন জোলে।”

কহিল হামিদাবানু অমনি কাঁদিয়া। “কোল হতে মা আমার, তোমা হেন ধনে আমি ফেলাইব জোলে ? মনের মানস মোর, আজি বিবরিয়া তবে কহিব তোমারে, শুনিয়া সে সব, আপন মনের কথা কহ মা প্রকাশি।—ভগিনীর পুত্র এক রাখি এই দেশে, মাতৃ পিতৃ হীন তিনি। আমারি আবাসে, আনিনু আবালে তারে পালিনু যতনে। শিখাইনু নানা মতে আরবী ফারসী। এইরূপে সুশিক্ষিত হইলে সে ছেলে—সুদূর সম্বলপুরে ইংরাজী আপণ এক আছে আমাদের, প্রেরিল তথায় তারে সওহার আমার। সেই স্থলে বাস বৎস, করিছে এখন, নিজ ভুজ বলে, করেছে সম্পত্তি কত কানন উদ্যান, রহিছে অসীম সুখে ‘জসনে’ আপন। ভুলিয়াছে আমা দোঁহে, কিশোর বয়সে, করিয়াছে বিদূষিত আত্মা আপনার, ফিরিছে করিয়া পাপ। বিবাহের তরে তার, করিনু বিস্তর কিছু আমরা দু’জনে, কিন্তু তায় মন তার কভু না পাইনু। তার মনোমত কনে নাহি এ ভুবনে। তাই মা তোমারে কহি—” এই বলি মুখপানে, তপনমণির তিনি রহিল চাহিয়া।

বুঝিল তপনমণি ভাব হামিদার ; ভাসিল ভাবনা স্রোতে। ‘সঁপিয়াছি মন প্রাণ আগারে আমার, হায় আমি দাগা তারে দিব কি প্রকারে। এখনও এ পোড়া ভালে, দেখি ত এমনি, বহিতে রহিছে বাকি ঝড় ভয়ঙ্কর।’ অনন্তর এইরূপ কহিল

প্রকাশি। "কেন না কহেন খুলি কি চান কহিতে?"

তপনের মুখ খানি করি নিরীক্ষণ কহিল হামিদাবানু। "যদি মা সে বরে কর কর সমর্পণ, দু'কুল বজায় রহে।—এই ত মানস মোর কহিনু তোমায়।"

তপনের মুখশশী, মেঘমালা মাঝে যেন করিল প্রবেশ, হইল মলিন অতি। তথাপি সরস ভাষে কহিল সুষমা। "আপনি ত কহিলেন, 'তাঁর মনোমত কনে নাহি এ ভুবনে।' আমারে কেমনে তবে করিবে গ্রহণ?—জনম হিন্দুর কুলে গোয়ালিনী আমি।—কাজ নাই এই কথা পাতি আপনার!—কেন নতমুখী মোরে করাবেন লাজে?"

কহিল হামিদাবানু। "কতিপয় দিন আজি হইল অতীত, অভিপ্রায় তার, গোপনে লইনু আমি নানা ছল-কলে; জানিনু এমনি তায়। পাইলে হিন্দুর মেয়ে, 'দিনেতে' আনিয়া তারে করিবে বিবাহ, নচেৎ করিবে ব্যর্থ জীবন আপন।—তোমারে পাইয়া, সেই আশা মা আমার হয়েছে প্রবল। রাখ এ মায়ের কথা মা তুমি আমার।—তোমারে পাইলে মন ভুলিবে তাহার, করিবে যতন অতি।"

বিষম বিবঙ্কে বালা পড়িল আবার, নাহি জানে কি করিবে; শুকাইল মুখশশী, চিন্তি কতক্ষণ তবে কহিল এমনি। "এ বিষয়ে তাঁর মত লইয়া প্রথম, তবে কেন মা আমারে নাহি জিজ্ঞাসিছ?" অনন্তর মনে মনে ভাবিল এমনি। 'একান্তই মত যদি করে সে প্রদান, আমিও এ স্থল ত্যাগ করিব অমনি।' আবার তখনি মনে কি কথা উদিল, জিজ্ঞাসিল মধুভাষে। "কহ মা শুনিতে সাধ কি নাম তাঁহার?"

কহিল হামিদাবানু অতি কুতূহলি। "আগা মূর্জা খান নাম বিদিত জগতে। সজ্জন বিষম তিনি সুন্দর পুরুষ।"

শুনিতে এ নাম সতী হইলা চঞ্চল। 'তাহারই আগা তিনি, কিম্বা অন্যজন,' এই কথা লয়ে, কতক্ষণ আন্দোলন করিলা অন্তরে, কহিলা আপন মনে 'দেখিতে বারেক যদি পাইতাম তাঁরে।' তপনে নীরব হেরি, কহিলা হামিদা আশা পাইয়া পরাণে। "যেমন সুন্দরী তুমি, তেমনি সুন্দর তিনি কহিনু তোমারে। মিলিবে সাজিবে ভাল।—তবে এই দোষ, আবালে পাইয়া শিক্ষা, উরদু বিহনে, বাঙ্গালা ভাষায় তার নাহিক অভ্যাস।—ভাষা লয়ে কথাকথি হইবে দু'দিন ; কিন্তু সেই দোষ মাত্র কাটিবে কহিনু।" এই বলি হাসিলেন মুচকি মধুর।

তপনের মুখশশী, ঘন মেঘ হতে, ক্রমশঃ বাহির যেন লাগিল হইতে, কহিল আপন মনে প্রফুল্ল বদনে। "নবির কলমা পাঠ করিনু যখন, পশিনু পবিত্র ধর্ম্মে, নিশ্চয় বিধাতা, চাহিবেন মুখ তুলি আমার উপরে।—আমারই আগা তিনি আর কেহ নহে।—হায় আমি শ্মশ্রু তাঁর করিনু পরশ, ছিঁড়িনু করাল প্রাণে, কহিনু মুখাগ্রে তাঁর কু-কথা কতই, করিনু কতই পাপ সে কার্য্য কলাপে।' এইরূপ কতক্ষণ বিলাপি অন্তরে, হামিদার পানে চাহি কহিলা আবার। "আপনি তাঁহারে ডাকি পাঠান এখানে, গোপনে মনের কথা লউন তাঁহার।—আমি ত কহিছি, কভু না হইব তব মতের বাহির।"

কহিল হামিদাবানু প্রফুল্ল বদনে। "তাহাই করিব আমি, এ কথা পাতিব তব পিতার সমীপে। শুনিলে সন্তোষ তিনি হবেন বিষম।"

এইরূপ মায়ে ঝিয়ে, কহিতে কহিতে কথা করিল শয়ন, হইল তা'সহ তারা বিভোরা নিদ্রায়।

তৃতীয় সর্গ।

তৃতীয় দিবসে দোঁহে ফিরিল আবাসে, হামিদা, তপনমণি। মায়ে ঝিয়ে প্রাণে প্রাণে সে সুখ আবাসে, রহিল আনন্দ মনে। একদা হামিদাবানু সময় বুঝিয়া, বসিলা স্বামীর পাশে; বিবরিলা একে একে, তপনের সাথে, হইল যে সব কথা তরণী উপরে। শুনি সে স্থবির জন সন্তোষ বিষম, কহিলা জায়ার প্রতি। "এখনি লিখিয়া লিপি পাঠাব আগায়, কহিব আসিতে হেথা; মিটাইব সব কথা আবাসে বসিয়া। এ কথা উত্তম অতি কহিনু তোমারে।" এই বলি চলি তিনি গেলেন বাহিরে।

আগার লাগিয়া এবে তপনের মন, কাঁদিয়াছে সকাতরে, দিন দিন শোকাবহ হইছে শরীর। সদা আনমনা রহে, আহার বিহারে মন নাহি বসে তার; না চাহে কাহার সাথে করিতে আলাপ, হইল বিলাপপ্রিয়। উড়িয়াছে প্রাণপাখী, যেন বা তাহার, গিয়াছে চলিয়া কোথা কোন দূর দেশে। সতত কপোলে কর, বিরস বদনে, যেন মনে মনে কারে করিছে সন্ধান। কখনও পড়িছে মনে, উজ্জ্বল অক্ষরে সেই ইন্দুর আবাস, চপলার খেলা যত উদিছে হৃদয়ে। অমনি জাগিছে মনে মূরতি আগার, বাসরে সুন্দর লীলা; তা'সহ বিরলে বারি অজস্র ধরায়, নলিন নয়ন ভাসি পড়িছে গড়ায়ে।

একদা বসিছে বালা, বাতায়নে রাখি মুখ দৃষ্টি দূরদেশে, হেরিতেছে নগরের দৃশ্য মনোহর। দক্ষিণে তরঙ্গসহ, বহিতেছে বুড়িগঙ্গা সুধীর প্রবাহে, চলিয়াছে কলকলে বলে আপনার। নিরখিছে সেই শোভা, রহিছে চাহিয়া সতী নাহি জানে কেন।—কতক্ষণ এইরূপে হেরি সেই শোভা, ফিরায়ে লইল মুখ ; ছাড়িল হতাশ শ্বাস, চাহিল কক্ষের পানে সজল নয়নে। 'বেশ এ আবাসে আসি ছিলাম ভুলিয়া, কেন শুনিলাম নাম, কেন এই চঞ্চলতা ধরিল আমায়।' অমনি আবার, চাহিল নদীর পানে অধীর পরাণে। হেরিল একটী তরী, বাতাসে তুলিয়া পাল মহা সমারোহে, আসিয়া ভিড়িল ঘাটে। সেই চারু তরী হতে, বাহিরিল যুবা এক দাঁড়াইল তীরে। উজ্জ্বল বরণ তার মূরতি মোহন, আকর্ষিল প্রতি আঁখি তীরস্থ লোকের ; তপনও রহিল চাহি সুদূর হইতে।

নাবিক সবারে দিয়া নানা উপদেশ, আইল সে নররত্ন সেই দ্বার দেশে, যথায় জানালা ধরি বসিছে তপন। বারেক নয়ন তুলি, উচ্চ অট্টালিকা পানে চাহিতে সে জন, চিনিল সুন্দরী তারে। আগামূজা খান তিনি, যাঁর প্রতীক্ষায়, বসিছে সুষমা তথা তৃষিত লোচনে। উদিলে প্রভাতী রবি পলকে যেমতি, সমুদ্রের নীল জল. উজ্জ্বল বিভায় ভরি হাসে মনোহর ; তপনের মুখখানি, তেমনি তিমির হতে হইয়া বাহির, হাসিল অপূর্ব্ব হাসি। ত্যজিল সে বাতায়ন, হরষিত চিতে, আইল অলিন্দে চলি ডাকিল মায়েরে। প্রাঙ্গণ হইতে. পাইল উত্তর তায় হামিদাবানুর, কহিল কৌতুকমুখী। "দ্বারদেশে আমাদের, আসি এক যুবা, প্রতীক্ষিছে যেন কারে করিছে সন্ধান ; লইতে

সে সমাচার, নুনিয়ারে মা আপনি দিন পাঠাইয়া।" এই বলি বায়ুগতি আসি সেই স্থলে, জানালার ফাঁকে রাখি নয়ন আপন, চাহিল যেমন বালা, হেরিল অমনি; নুনিয়া দাঁড়ায়ে সেই যুবকের আগে।

নয়নে নয়নে চাহি সে দাসী চটুলা, সম্বোধি পথিকবরে কহিলা অমনি। "কে আপনি দ্বারদেশে কেন দাঁড়াইয়া ?"

কহিলেন আগাখান আপন ভাষায়।—

মকান সামালপুর আগা মেরা নাম,
আয়াহুঁ খালাসে মেরা মিল্‌না হেয় কাম।

যুবকের রূপরাশি হেরি সেই দাসী, কহিল আপন মনে হারাইয়া জ্ঞান। 'খালার সহিত কাম, আমি কেন তবে ?' অনন্তর সামলিয়া কহিল প্রকাশি। "মকানে নূতন আমি, নাহি জানি তাই, আপনি কাহার খালা—না গো ভুলিয়াছি—ভোলা ভালা মেয়ে আমি, বলুন বুঝায়ে কারে বলিছেন খালা।"

দাসীর সে মুখখানি করি নিরীক্ষণ, কহিলেন আগাখান। "সহি লো, এ্যয়সেহি কহো,—'আয়া হেয় আগা।'

আবার আপন-হারা কহিল সে দাসী। "তাহাই কহিনু যেন, আমার কি লাভ ?" অমনি চেতনা পেয়ে ফিরাইল কথা। "না গো আমি চলিলাম কহিতে তাহাই।" এই বলি মুখপানে, তৃষিত লোচনে, আর একবার চাহি করিল প্রস্থান; হামিদাবানুর আগে কহিল সংবাদ। আনন্দে শুনিয়া সতী, আদেশিল সেইক্ষণে দাসীরে আবার। "সঙ্গে লয়ে সেই পুত্রে আন আশুগতি, দ্বিতলে লইয়া হলে বসাও যতনে।"

চলিল অমনি দাসী, ডাকিয়া যুবকে, আনিল অন্দরে সাথে

উঠিল উপরে। হলের ভিতরে আনি, অতি সমারোহে করিলা আসন দান। বসিলে যুবক, জ্বালাইল উদকাষ্ঠ, চৌদিকে গোলাপ জল দিল ছড়াইয়া।

আইলা হামিদাবানু, অতি সমাদরে, জিজ্ঞাসিলা কতরূপে কুশল বারতা। দাসী দাঁড়াইয়া পাশে, কতক্ষণ সেই স্থলে করিলা বাতাস। কিন্তু যবে সেই স্থল করিবারে ত্যাগ, কহিলা হামিদাবানু, বিষণ্ণ বদনে কাঁদি করিল প্রস্থান। আইলা স্থবির প্রভু হাজি পীর বক্স, বসিলা আগার পাশে, জিজ্ঞাসিলা কত কথা মধু সম্ভাষণে। আহারের আয়োজন হইল অমনি, বিবিধ সুস্বাদ খাদ্য, একে একে ভোজ্যাসনে হইল সজ্জিত। আইল পোলান্ন সহ জরদা কিঞ্চিৎ; আইল কোফতা আদি, গোমাংসে নির্ম্মিত কত পুরি সুমধুর; সাজিল সে দস্তর্খান, বিবিধ সুখাদ্য সহ এস্‌লামী ধরণে। বসিলেন আগা খাঁন, আনন্দে খালুর সাথে করিতে আহার। কতক্ষণ এইরূপে করিয়া আহার, বসিল প্রফুল্ল অতি, তবে কতক্ষণে আরম্ভিল আত্মকথা হামিদা আপন।

এদিকে তপনমণি পক্ষিণীর প্রায়, বসিছে অপর কক্ষে; প্রতীক্ষিছে কতক্ষণে, পাইবে সু-সমাচার পার্শ্বস্থ কক্ষের। সহসা নুনিয়া তথা আসি উপজিল; জিজ্ঞাসিল মধু হাসি। "কে ইনি নূতন লোক—কে ইনি বটেন? এমন সুন্দর নর, এছার জনমে মোর কভু না হেরিনু।"

চাপি মরমের রোষ কহিল তপন। "পাতিলি পিরিতি পথে, করিলি আলাপ, আনিলি যতন করি; পশিলি লইয়া কক্ষে নীরব নির্জ্জনে। 'কে উনি আমারে এবে এলি সুধাইতে?—ভোলা ভালা মেয়ে কিনা—নাহি জানে কিছু!"

অমনি কাঁপিয়া ভয়ে কহিল নুনিয়া। "অমন না কহ ভাই, শুনিলে গৃহিণী, মিছামিছি তিরস্কার খাইয়া মরিব।"

কহিল তপনমণি। "শুনিয়াছি সব কথা, দেখেছি নয়নে, যে চোখে দু'জনে তোরা, ঐ খানে চোখোচোখি রহিলি চাহিয়া, আর তুই যেই ছলে, দাঁড়াইলি আত্মহারা মূরতি আকারে।— 'বেহায়া' তো' সম আমি কোথা না দেখিনু।"

কহিল অমনি দাসী ভয়ে কম্পবান। 'এলাহি জানে মা সব, কোরাণ পরশি কিরে পারি গো করিতে। কোন পাপে পদ আমি নাহি ত ফেলিনু। পরশি চরণ তব কহি মা কাঁদিয়া, নাহি কহ ঐরূপ গৃহিণীর আগে।—ডরি মা উহারে, যত নাহি ডরি আমি ঈশ্বরে আপন।"

কহিল তপনমণি খরতর ভাষে। "কি কহিলি পাপাচারী, খোদাকে হইতে তুই মনুষ্যে ডরাস্!—এই বন্দেগীর তরে, পাইলি জেন্দেগী কিরে, দিল তোরে বিধি?"

কহিল নুনিয়া কাঁদি দিশাহারা প্রায়। "না না আমি ভুলিয়াছি—ঈশ্বরে ডরাই ওগো আর মা তোমায়।"

এরূপে তপনমণি আপন কৌশলে, নুনিয়া বাঁদীরে বসি দেখাইছে ভয়; সহসা হামিদাবানু, বিরস বদনে তথা আসি উপজিল।—তা' দেখি সুষমা, হইল চঞ্চল অতি, নুনিয়ারে সেই স্থল ত্যজিতে কহিল।

নুনিয়া চলিয়া গেলে, কহিল হামিদাবানু হতাশ নিশ্বাসে। "মা আমার সব শ্রম হইল বিফল, অশুভ বারতা লয়ে আইনু এখানে। কত বুঝাইনু হায়, কিন্তু কোন রূপে, মানিল না কথা সেই সুশীল বালক।" এই বলি মনোদুখে হইল নীরব।

কহিল তপনমণি বিনম্র বচনে। "কহিয়া ত ছিনু আমি, আভিরী, আমারে বিয়ে করিবে না তিনি।—বৃথা আমি পাই-লাম লাজ কতিপয়।" এই বলি মুখখানি করিল বিরস।

কহিল হামিদাবানু। "সে কথা নহে মা, ভুল, ভাবিতেছ তুমি,—গোপনে লুকায়ে চোখ জগত জনের, করেছ বিবাহ কোথা। পত্নীর উপরে পত্নী, তাহাই অমত তার করিতে, কহিনু;—বৃথা হইতেছ তুমি এরূপে বিরস।"

প্রশ্নিল সুষমা শুনি। "কোথায় হিন্দুর মেয়ে পাইল এমন, করিল বিবাহ তিনি এমন কৌশলে?"

কহিল হামিদা। "নাহি জানি মা গো আমি, কোন্ কথা ও পুত্রের করিব বিশ্বাস। কহিল ত এইরূপ, ত্রিপুরায় কোথা, পাইল কুমারী এক হিন্দু কুলবতী। সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা, শাশুড়ী ইন্দুরে দিয়া করিল বিবাহ।—বেচিয়া ফেলিল তারা কন্যা তাহাদের, নাহি দেখাইবে মুখ, না দেখিবে আর সেই সুন্দরী কন্যার; রাখিবে না কোনরূপ সূত্র শোণিতের।"

কহিল তপনমণি বিরস বদনে। "সকলি হইল ভাল, আমিই পাইনু লাজ,—হা মোর কপাল!" এই বলি কতক্ষণ, আপন কৌশলে সতী রহিল নীরব, তবে কতক্ষণে ধীরে লাগিলা কহিতে। "পবিত্র এস্লাম ধর্ম্মে, শুনি মা এমনি, একটী পুরুষ, চারিটী জীবিত জায়া পারে করিবারে!—" এই বলি নতমুখী হইলা লজ্জায়।

কহিল হামিদাবানু সুদীর্ঘ নিশ্বাসে। "সে কথাও মা গো আমি কহিনু তাহারে; উত্তর করিল তায় ভয়ঙ্কর ভাবে।— "সেই নারী জায়া মোর, বক্রি এ জগতে, জননী বলিব কারে,

কারে বা ভগিনী।—বিনা অপরাধে আমি জায়ার গলায়, কভু নাহি ঝুলাইব ঝাল-পেষা-শিলা।”

মরমে প্রফুল্ল অতি, বদনে, বিরস, হইল তপনমণি অধরে নীরব। কহিল হামিদাবানু মনের আবেগে। “সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা দিই পুরস্কার, যদি ঐ পুত্রে কেহ পারে বুঝাইতে।”

কহিল তপনমণি মৃদু সম্ভাষণে। “আছে কি নিষেধ হেঁ মা, ভগিনী ভায়ের সাথে করিতে সাক্ষাৎ ?”

অমনি সহসা যেন পাইল চেতনা, কহিল হামিদাবানু। “দিবে দেখা মা আমার, তা’ হলে নিশ্চয় মন ভুলিবে উহার। ভাই ভগ্নী দোষ এতে নাহি কোনরূপ।” এই বলি কুতূহলি, আগারে ডাকিতে সতী করিল গমন।

আবরি সে মুখশশি, বসিল তপনমণি কৃত্রিম লজ্জায়। আইল হামিদাবানু আগারে লইয়া। অমনি তপন, সসম্ভ্রমে দাঁড়াইল, করিল সালাম। কহিল হামিদাবানু দোঁহাকার মাঝে। “উদরের কন্যাসম, এই সুষমারে আমি করিছি পালন, তোমার ভগিনী তাই ; আলাপ ইহার সাথে কর বাপ ধন, যাইও তখন তুমি।” এই বলি আগা খানে বসাইল তথা।

সটান নয়নে চাহি তপনের পানে, বসিলেন আগা খান। বসিল তপনমণি সামান্য অন্তরে। এইরূপে দুই জনে বসাইয়া তথা, হামিদা সে স্থল ত্যাগ করিলা তখনি।

তপনের রূপরাশি, গুণ্ঠন ভেদিয়া যেন হইয়া বাহির ; যুবকের মন প্রাণ লাগিল হরিতে। ঘন ঘন মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া, ভাবিতে লাগিল কত। অমনি উদিল প্রাণে, ত্রিপুরার কথা, পড়িল তপনে মনে ; অমনি ভাবিল, সে নহে, এ নারীরত্ন

হইবে অপরা। মনের উচ্ছ্বাস ক্রমে হইল প্রবল, কহিল আপন মনে। ‘কেস্ বোৎখানেসে খালা, চোরায়ি এ বোৎ! কেয়সে পায়ী অ্যয়সা এক লালে বদখ্‌শাঁ?’

এইরূপ ভাবাগণা করি মনে মনে, কহিল তপনে যুবা মধু সম্ভাষণে। “লায়িঁ এস মকাঁমে আপ কব সে তশরীফ্?”

কহিল তপনমণি মৃদু মধু স্বরে। “যব্‌সে জননী মোর (মাসী আপনার) আপনাকে এ আবাসে আসিতে লিখিছে।”

দুঃখ পরকাশি আগা কহিল অমনি। “আহ্ মেরি তকদির্! এহ্, মুঝে মালুম না থা, ওর না মেয়ঁ আতা!” এতেক কহিয়া, দশনে অধর কাটি রহিল নীরব। তবে কতক্ষণে পুনঃ সম্ভাষি কহিল। “ভালা আপ লায়িঁ এহা কাঁহা সে তশরিফ্?”

কহিল তপন। “কাজ নাই সে কথায়, আপনার সাথে, না চাহি করিতে আমি অধিক আলাপ।—অতি মন্দমতি আমি, চির অন্ধকার এই অদৃষ্ট আমার।”

বিস্ময় মানিয়া আগা নিবেদিল ধীরে। “কেঁউ, মেরি তক্‌সির এ্যয়সি কিয়া হুই সাদের।—ভালা বুরা জারা কুচ্ছ কহ ভি ত সহি?”

কহিল তপনমণি বিনম্র বচনে। “তক্‌সির কেমনে কহি, এহ্‌সান ইহাতে, করেছ বিস্তর তুমি আমি অভাগীর।—মাসীর কথায় তব নাহি ফাঁসিয়াছ, শুনিয়া সন্তোষ আমি; অধিকন্তু আর, আপন জায়ার প্রতি হেরি তব মায়া।—অবলা রমণী পরে, কঠিন পাষাণ বিনা কে হয় পাষাণ?”

অবাক নয়নে চাহি কহে আগা খান। “কেয়া হোতা নোকাসান এস্‌মে, গর মেয় মানহি লেতা বাত খালাকি?”

কহিল তপনমণি বিনা অবরোধে। "আত্মঘাতি সে দশায় হইতাম আমি।"

নারিল বুঝিতে আগা, জিজ্ঞাসিল সবিস্ময়ে অর্থ সে কথার। "আত্মঘাতী কেয়া ?"

কহিল তপন। "আপনি আপন জান দিতাম তখন।—বিবাহিতা সতী আমি পতিপরায়ণা, পতির উপরে পতি করিব কেমনে ?—হায় আমি অভাগিনী তাহারি সন্ধানে, এইরূপে পাগলিনী ভ্রমিছে চৌদিক। হায় আমি কি কহিব—"

জানালায় রাখি মুখ, হামিদা শুনিতে ছিল নীরবে দাঁড়ায়ে; শুনিতে এতেক, তপনের প্রতি সতী জ্বলিল বিষম। "হা পোড়া কপাল মোর, কারে ঘরে ভরি, পালিতেছি কন্যা বলি এ হেন যতনে! সাপিনীরে কেন হায় ভাবিছি আপন ?"

এদিকে কহিল আগা অধীর পরাণে। "চলো কহ, আব্ রাজ ছিপানে সে কেয়া ?"

কহিল তপন। "বাসর ভবনে আমি; সে স্বামীর পায়, করিয়াছি অপরাধ; ত্যজিয়া তাহাই তিনি, কাঁদায়ে আমায়, হয়েছেন নিরুদ্দেশ—কি আর কহিব।"

জিজ্ঞাসিল আগা খান সবিস্ময়ে চাহি। "কেয়সা অপ্‌রাধ থি ও—কেয়সা অপ্‌রাধ ?"

কহিল তপন হাস্য করি সম্বরণ। "হায় আমি অভাগিনী, উপাড়িনু শ্মশ্রু তার ধরি দুই করে, তিরস্কারি তাড়াইনু আবাস হইতে।" এই বলি ভালে কর রাখিলা আপন।

হামিদা চিন্তিল মনে। "ডাকাতের মেয়ে নাকি, নহিলে বা এত মায়া শিখিবে কেমনে, পারিবে মজাতে মোরে।"

এতেক শুনিতে আগা প্রফুল্লিত চিতে, চাহিল তপন পানে ; মনের আবেগে তবে সম্বোধি কহিল।—

আব্‌ ত পহচান লিয়া, তুহি হেয় তপন,
তুহি মেরি দেল্‌বর, তেরাহি সপন—
দেখা মেয়নে শব্‌রোজ কিয়া দেলকো খুঁ,
তেরেহি লিয়ে জান সে মরতা হুঁ।
তোম্‌হারে লিয়ে হাম্‌ তোম্‌ হেঁ না চাহা,
মেলায়া খোদানে ত ফের কেয়া রহা !”

কহিল তপনমণি বিনম্র বচনে। “নাহি ত রহিল কিছু ; পরশিনু শ্মশ্রু তব, নূর এলাহির। সে ‘বাতে’ নাজাত মোর হইবে কেমনে ? করিয়াছি গোনা তায় ডরিছি তাহাই।”

গাল ভরি হাসি আগা, তপনের কর ধরি কহিল অমনি।—

ওখাড়ি এ দাড়ী মেরি,—কেয়া বাত কেয়া বাত,
যোকুছ থোড়ীসি হেয় এ ভি তেরা হাত।

এতেক কহিতে যুবা, অমনি হামিদাবানু আইল অন্দরে ; বসিয়া দোঁহার মাঝে, মৃজারে স্মরিয়া, কহিল প্রফুল্লমুখী। “হইল আলাপ কি গা ভাই ভগিনীতে !”

শুনিয়া লজ্জিত আগা ত্যাজিল আসন। “আব চলতা হুঁ খালা, দে মুঝে রোখ্‌সৎ।” এই বলি একবার, তপনের মুখ পানে চাহিল যেমন, অমনি সুন্দরী, অজ্ঞাতে সে হামিদার করিলা সালাম। হইল সন্তোষ তায় আগা অতিশয় ; চলিল সম্বলপুর প্রফুল্ল বদনে।

আগারে বিদায় দিয়া তপনের কর, ধরিলা হামিদাবানু। জানালার পাশে আসি দাঁড়াইলা দোঁহা। হেরিলা যে রূপে যুবা,

ফিরিয়া ফিরিয়া চাহি, চলি রাজ পথে, পৌঁছিল নদীর তীরে। যে রূপে আরোহি আর তরণী উপরে, মাসীর আবাস পানে রহিল চাহিয়া ; যে রূপে ছাড়িল তরী, ছুটিল পবনবেগে গেল নিরুদ্দেশে। অনন্তর বাতায়ন করি পরিত্যাগ, তপনে লইয়া, বসিল মখ্‌মলাসনে ভূতলে তথায়, জিজ্ঞাসিল মধুহাসি। "কহ মা কি কথা তব, হইল বিরলে বসি উহার সহিত ? পারিলে কি ভুলাইতে কোন ছল কলে ?"

কহিল তপনমণি বিনম্র বচনে। "মা আমি লজ্জিত অতি ! আপনার কাছে, লুকায়েছি ঢের কথা কেবল লজ্জায়।" এই বলি একে একে, আপন কাহিনী সতী কহিল তাঁহারে।—যে ছলে করিল চুরি ইন্দুবালা তারে, অপার কৌশলসহ ; আর যেই ছলে, দিল খেলা প্রতি নিশা সাজিয়া পুরুষ। যে ছলে একদা তারে সাজাইয়া কনে' খেলাছলে পড়াইল কলমা নবীর ; আর যেই ছলে, অজ্ঞাতে আগার সাথে হইল বিবাহ।—যে ছলে বাসরে সতী সে পতিরে লয়ে, প্রবেশিলা হরষিতা, যে ছলে আবার, ছিঁড়িল সে দাড়ি তার কৃত্রিম ভাবিয়া।—এইরূপে সব কথা বিবরি সে পদে, কাঁদিল মায়ের আগে। "মা আমারে ক্ষমা তুমি কর নিজ গুণে, সরমে এ সব কথা নারিন্‌ ফুটিতে।"

কহিল হামিদাবানু শুনি সব কথা। "খেলা ছলে বিয়ে যবে করিলে তথায় ; আপন অজ্ঞাতসারে ; সে বিয়ে কবুল, কভু না হইতে পারে দর্‌গায় খোদার।'—আয়োজন করি আমি অতি সমারোহে, দিব মা তোমার বিয়ে এবে আরবার।" এই বলি আয়োজনে রহিল হামিদা।

ক্রমশই আয়োজন হইল সকলি, নগরে পড়িল শাড়া।

বাজিল চৌদিকে 'দেগ', পোলান্নের মধুগন্ধে পূরিল জগৎ। লইয়া সহস্র যাত্রী; মহাধুমধামে, আইল সম্বলপুরী বর মনোহর, হইল বিবাহ শুভ তপনের সাথে।

অভাগী তপনমণি, জীবনে যন্ত্রণাসীম সহি অবিরত; হেরিল সুখের দিন। মনের মতন বর পাইল আগারে, ভাসিল আনন্দ-নীরে, সুখের সংসারে। [কাহিনী হইল শেষ, সালাম করিল কবি পাঠক সকলে। দোষ গুণ যদি কোন করে থাকে ভাই, করিও কবিরে ক্ষমা আপনার গুণে। জীবন্ত পুতুল কাব্য ছাপিতেছে যাহা; তপনের জীবনীর শেষাংশ লইয়া, হইয়াছে বিরচিত সে কাব্য অদ্ভুত। ঈশ্বর করেন যদি, সে কাব্যও হবে তব সুকরে অর্পিত]

প্রকাশক হাসেম কাসেম এবং কোং
৬৩ নং কলিঙ্গাবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

হোসেনী ছন্দের জগদ্ব্যাপী সমালোচনার সঙ্ক্ষেপ বিবরণ।

মহাকবি ডাক্তার সৈয়দ আবুল হোসেন, এম, ডি, সাহেবের জগদ্বিখ্যাত নবাবিষ্কৃত ছন্দ ও যমজ ভগিনী কাব্য পাঠ করিয়া দেশের মহামান্য ও উচ্চগণ্য মহোদয়গণ, সর্ব্বশুদ্ধ ৩৪৫ খানি বিরাট প্রশংসা পত্র দিয়াছেন। এতগুলি পত্র ছাপাইতে বিস্তর ব্যয়, সেই হেতু উহাদের সার মর্ম্ম একত্র করিয়া নিম্নে প্রকাশ করা হইল।—

সেই উচ্চশ্রেণীভুক্ত মহাজ্ঞানী নরগণ যাঁহারা ন্যায় পথে বিচরণার্থে সত্যের সাহায্যের জন্য, দেশের সত্য-উন্নতির জন্য (ভণ্ডামী নহে) জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; যাঁহাদের পবিত্র নাম শুনিবা মাত্র লোকে বুঝিতে পারেন তিনি কে?—যেমন স্যর গুরুদাস বন্দ্যো, নারিকেল-ডাঙ্গা। রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, প্রিন্সিপাল রিপণ কলেজ। কবিবর ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যো, খিদিরপুর। কবিবর শ্রীযোগেন্দ্রনাথ কাব্যবিনোদ, ইলিয়ড মহাকাব্যের অনুবাদক। মৌঃ নবাব আলি চৌধুরী, জমীদার ধানবাড়ী। প্রীন্স আলি নওয়াব খান বাহাদুর, পশ্চিমগাঁও। পশুপতিনাথ বসু, বাগবাজার। মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য ময়মনসিংহ। কুমার মন্মথনাথ মিত্র, শ্যামপুকুর। গিরীশচন্দ্র ঘোষ, মিনার্ভা থিয়েটার। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌঃ বরাহ নগর। গিরিজা প্রসন্ন মুখোঃ বশীরহাট। নীলকান্ত মুখো, উকিল হাইকোর্ট। প্রফেঃ মৌঃ আবু তাহের, সেন্ট জেভিয়র কলেজ। ডাঃ দাউদর রহমান, পারস্য। ইত্যাদি ইত্যাদি মহাত্মাদিগের মতামত এইরূপ:—

(১) ৪২ বৎসর পূর্ব্বে মেঘনাদ বধ কাব্য পাঠে জীবনে একদিন সুখী হইয়াছিলাম, আজ যমজ ভগিনী কাব্য পাঠে তদপেক্ষা অধিকতর সুখী হইলাম। ইহার ছন্দ অতি সরল ও মধুর, এবং অবাধে পাঠ করা যায়। (২) মিল্টনের ন্যায় মহা কবিও পুস্তকের সামঞ্জস্য, রাখিতে পারেন নাই, কিন্তু যমজ ভগিনী প্রণেতা তাহা রাখিয়াছেন। (৩) পুস্তক খানি যদিও গদ্যের আকারে লিখিত, ইহাতে পদ্যের মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য সমস্তই অলক্ষিত ভাবে বিদ্যমান। (৪) ছন্দের অনুরোধে যতি এবং অর্থের অনুরোধে বিরাম, ইহাতে প্রায়ই বিরোধী নহে। (৫) ইহার

ভাষা অতি সরল সুমধুর ও উন্নত এবং ছন্দ অতি মনোহর ও সুখপাঠ্য। (৬) ইহা অবাধে দ্রুত পাঠ করিলেও সুশ্রাব্য ও সহজে বোধগম্য। (৭) এ ছন্দের সমালোচনা করিতে যেরূপ মস্তিষ্কের প্রয়োজন, বঙ্গদেশবাসীকে ঈশ্বর তাহা দেন নাই, যে হেতু ইহা পাঠ করিয়া অনেকে নানা প্রকার কথা বলিবে সন্দেহ নাই। (৮) এ ছন্দ শীঘ্রই সাধারণের অতি প্রিয় হইবে। (৯) এই রূপ ভাষা ও ছন্দ বিন্যাসে, আপনি অপূর্ব্ব রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। (১০) বাঙ্গালা ভাষায় এ প্রণালীর লেখা আর দেখা যায় নাই। (১১) এ ছন্দের আবিষ্কারে বঙ্গসাহিত্যের এত দূর উন্নতি হইবে যে, সময়ে ব্যাকরণের কলেবর বৃদ্ধির প্রয়োজন হইবে। (১২) কখনও যদি বঙ্গ-দেশের উন্নতির সম্ভাবনা থাকে, তবে সরস্বতী-পূজা এই ছন্দ ভিন্ন ভিন্ন অন্য রূপে পরিণত হইবে না; হিন্দু মুসলমানের একতা বৃদ্ধির জন্য বোধ হয় এ ছন্দ আবির্ভূত হইয়াছে। (১৩) কবির অভাবনীয় কল্পনা ও আশ্চর্য্য গল্পবিন্যাসে আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। (১৪) সাহিত্য ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানে বিদ্বেষ থাকা অনুচিত; বঙ্গীয় সংবাদ পত্র নিতান্ত স্বার্থপর, সন্দেহ নাই। (১৫) কবির সমুদায় পুস্তকই অতি সুন্দর ও সুমধুর। (১৬) কবি বঙ্গসাহিত্যে চিরজীবি হইলেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

মিহির ও সুধাকর, সময়, সোলতান প্রভৃতি সংবাদ পত্রের বিরাট সমালোচনা সমূহ একত্র করিয়া, অতি সঙ্ক্ষেপে যৎসামান্য মাত্র নিম্নে প্রকাশ করা হইল।

* * * গ্রন্থকার ডাক্তার এস, এ, হোসেন, এম, ডি সাহেব, এক জন ক্ষণজন্মা পুরুষ। ইনি আপন চেষ্টা ও যত্নে, ইংলণ্ড, আমেরিকা, চীন, জাপান, প্রভৃতি পৃথিবীর সমুদায়াংশ পরিভ্রমণ করিয়া অতুলনীয় অভি-জ্ঞতার সহিত এই মহা ছন্দের আবিষ্কার করিয়াছেন। এই অভাবনীয় ও সুস্বর-লহরী প্রযুক্ত নূতন ছন্দের আবিষ্কার করিয়া, ইনি যে সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়কে ঋণপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ

নাই। * * কবির সর্ব্বত্র আদর হওয়া উচিত। * * (সময় পত্রিকা, মিহির ও সুধাকর।)

সাধারণ গ্রন্থের সহিত ইহার তুলনা নাই। পৃথিবীর প্রধান প্রধান কবিদের মত ইনি স্বীয় মৌলিকতা (originality), অসাধারণ কল্পনাশক্তি এবং অভাবনীয় আবিষ্কার দেখাইয়া, দেশবাসীকে স্তম্ভিত ও বিমোহিত করিয়াছেন। সিরাজুদ্দৌলা যে কি যাদুকর চক্রান্তে পড়িয়া রাজ্য হারাইয়াছেন, যমজ ভগিনীতে তাহার জীবন্ত চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। * * পাঠক পাঠ করিয়া দেখুন পুস্তক খানিতে হাস্য, করুন, বীর, রৌদ্র, প্রভৃতি সকল রসেরই সমাবেশ দেখিতে পাইবেন। প্রতি পৃষ্ঠায় ও প্রতি সর্গে স্তম্ভিত, বিস্মিত ও কাল্পনিক মায়ায় মুগ্ধ ও আত্মহারা হইবেন। স্থানে স্থানে হাসিয়া ধরাশায়ী এবং কাঁদিয়া বুক না ভাসাইয়া স্থির থাকিতে পারিবেন না। (সোলতান, সুধাকর ও নবনূর।)

ছন্দটী গদ্য কি পদ্য যেন বুঝিতে পারা যায় না। গদ্যের ন্যায় যতি চিহ্নগুলির উপর বিরাম রাখিয়া অবিরাম একই স্রোতে পাঠ করিলে, কোথাও বাধা বিঘ্ন স্বরভঙ্গ বা কর্কশত অনুভূত হয় না। পাঠকালে ইহা হইতে যে এক প্রকার অভাবনীয় রস নির্গত হইতে থাকে, তাহা অতি মধুর ও মনোমুগ্ধকর * * (সকলে একমুখে স্বীকার করিয়াছেন।)

* * যদিও স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রবল অনুপ্রাস প্রয়োগে যোজিত হইয়াছে, তথাপি সে ছন্দ ও এ ছন্দে অনেক প্রভেদ। সে ছন্দ যেমন বক্র তেমনি জটিল, এবং যদিও তাহা সুবর্ণে খচিত ও আলোকমালায় সুশোভিত, তথাপি সে পথটী অতি বন্ধুর ও দুর্গম; কিন্তু এ ছন্দ রেলপথের ন্যায় ঋজু। ষ্টেসনে ষ্টেসনে, স্বল্পাধিক বিরাম গ্রহন করিয়া, রেলের গতিতে পড়িয়া যান, পথে কোনই বাধা বিঘ্ন পাইবেন না। (স্যর গুরুদাস এবং মিহির ও সুধাকর ও অনেকে।) * * আমরা শত শত ধন্যবাদের সহিত কবির দীর্ঘায়ু

কামনা করি এবং সকলকেই বলি 'এ কবির সহানুভূতি আর সাহিত্য ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি' যেন একই কথা বিবেচনা করিয়া লয়েন। * * (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং অনেকে।)

* * সেই পুরাতন, বাঙ্গালা ফার্সি; উর্দ্দু ইংরাজী প্রভৃতি নানা প্রকার গ্রন্থ হইতে উপমা ও অলঙ্কারাদি চয়ন করিয়া, স্বকীয় কৌশলে ভাষান্তরিত করিয়া পুস্তক রচনা—যমজ ভগিনী কাব্য প্রণেতার অভি-প্রেত নহে। তাঁহার উপমা ও অলঙ্কারাদি স্বতন্ত্র এবং অতি অদ্ভুত। * * অনেকানেক স্থলে একটী উপমাকেই যেন বৃক্ষ স্বরূপ দাঁড়করাইয়া, তাহার শাখা প্রশাখা দিয়া কবির কল্পনা পরিভ্রমণ করিয়াছে। (মিহির ও সুধাকর এবং অনেকে।)

এইরূপ কৌতূহলোদ্দীপক, চিত্তাকর্ষক ও মনোমুগ্ধকর গল্পটীর মত সুন্দর গল্প কোন গ্রন্থেই দেখি নাই। (অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন)

* * যদিও সেই অদ্বৈত ভাবাপন্ন ও সুস্বর লহরী প্রযুক্ত গ্রন্থখানির প্রতি সর্গ, জ্যামিতি গ্রন্থের প্রতিজ্ঞা সমূহের ন্যায় এরূপ সুকৌশলে রচিত হইয়াছে যে, একটীর পর একটী না পড়িলে, কবির ভাব সমূহ সংগ্রহ করিতে পারা যায় না, তথাপি কি করিব স্থানাভাব বশতঃ পাঠকদিগের সাগরের সাধ শিশিরে পূরাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। * * * (গ্রন্থ হইতে কিয়ংদশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে।) সরল প্রেমের উচ্ছ্বাস, এমন সুন্দর ভাবে কে কবে আমাদিগকে দেখাইতে পারিয়াছে? এমন কবির যদি দেশে আদর না হয়, তবে এ দেশের কথনই উন্নতি হবে না। * *

(আবার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া।) আহা কি সুন্দর ভাব, মর্ত্তে বসিয়া এমন স্বর্গের স্বপ্ন কে কবে আমাদিগকে দেখাইতে পারিল? (আবার উদ্ধৃত করিয়া) মেয়ের লজ্জার সহিত ছলনা মিশ্রিত রাগ ও মায়ের বাৎসল্য, কবি এথানে অপূর্ব্ব ধরণে অঙ্কিত করিয়াছেন। বড়ই দুঃখের বিষয় কয়েকটী হিন্দুপত্র আমাদের এমন কবিকেও সহানুভূতি

দেখাইতে ক্লেশ অনুভব করিতেছে। (কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া) কোথায় বঙ্কিম, কোথায় মাইকেল, তোমাদের সর্ব্বজনপ্রিয় গ্রন্থসমূহে এমন আবেগের সহিত কোন স্থলে কাঁদিতে পারিয়াছ কি?—হিন্দুদের মধ্যে আজ যদি এমন একটি কবি আবির্ভূত হইত, সম্পাদকদিগের চীৎকারে কি গগনমণ্ডল ফাটিয়া পড়িত না; সাগরে বাণ ডাকিত না? মোসলেমের কে আছে, কে এমন কবির প্রতি নেক নজর রাখিবে?—হা বিধাতা মরুভূমিতে কেন এ আঙ্গুর বল্লরী? (মিহির ও সুধাকর।)

প্রথমভাগ, পঞ্চম সর্গের শেষ পাঁচ পৃষ্ঠায়, কবি তাঁহার অসাধারণ কল্পনাশক্তির এতদূর মাধুর্য্য দেখাইয়াছেন যে, এই পাঁচ পৃষ্ঠার মূল্য ৫০৲ হইলেও তাহা অল্প বলিয়া বোধ হয়। এখানে জীবন্ত রমাবতীর অন্তকরণ, ছুরিকা প্রহারে দ্বিখণ্ড করিয়া, একখণ্ড ব্যাঘ্র মুখে ও অপর খণ্ড কাক চিলে সমর্পণ করিয়া, পাঠকদিগের হৃদয় পিণ্ডে এমন এক শোকাবেগ জন্মাইয়া দিয়াছেন যে, যিনি গ্রন্থের এই পর্য্যন্ত পড়িবেন, কি সাধ্য তিনি তাহা শেষ না করিয়া স্নানাহার করেন। কবিকে এ স্থলে মুসলমানকুল-গৌরব বলিব কি মানবকুল-গৌরব বলিব, তাহাই আমাদের মহা চিন্তার বিষয়। মনের উচ্ছ্বাসাবেগ সামলাইতে না পারিয়া, সোলতান পত্রের স্বত্বাধিকারী, মৌঃ মৃজা ইউসুফ আলি সাহেব, (ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা চাহিয়া) তদীয় পবিত্র গ্রন্থ কোরাণ সরিফের মাধুর্য্যের সহিত ইহার তুলনা দিয়া ফেলিলেন।—হজরৎ ইউসুফের রূপ দেখিয়া যেমন মিসরবাসী আত্মহারা ও জ্ঞানশূন্য হইয়া লেবু ভ্রমে আপন আপন অঙ্গুলী কর্ত্তন করিয়াছিলেন; যমজ ভগিনী কাব্য দর্শনে আমাদের দশাও সেইরূপ হইয়াছে। আজীবন ধরিয়া এ বিরাট গ্রন্থের মধু সঞ্চিত হইয়াছে; আজীবন ধরিয়া পাঠ করিলেও এ মধু ফুরাইবার নহে। একখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া যিনি শত গ্রন্থের সাধ পুরাইতে কুণ্ঠিত হইবেন, তিনি আপনি আপন রসনাকে প্রতারিত করিবেন মাত্র। * * *

(আবার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া) রমণীকণ্ঠে এইরূপ ওজস্বিনী ভাষা,

সেই নীরব নিশায়, বন্দীর ভবনে বসিয়া, আয়েসাকে ওসমানের প্রতি প্রয়োগ করিতে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু এত তেজ, এত জ্যোতি, এত লাবণ্য, এত নৈপুণ্য, এতদূর তড়িৎ শক্তি সে ভাষায় ছিল কি? হা কবি, তুমি যদি হিন্দু কুলে জন্ম গ্রহণ করিতে, আজ তোমার পা-দুখানি ফুল চন্দনে পূজিত হইত, আমরা হতভাগ্য তোমাকে চিনিতে পারিব কি? (আবার উদ্ধৃত) আমরা দর্প করিয়া বলিতে পারি, অগ্নিকে বস্ত্রাবৃত করিয়া কেহই রাখিতে পারিবে না, অগ্নি আপন গুণে, সে বস্ত্র বিদীর্ণ করিয়া দ্বিগুণ বলে বহির্গত হইবে; হিংসুকেরা তখন সেই দগ্ধ বস্ত্রের ভস্ম মাখিয়া, সমাজে সং সাজিয়া দাঁড়াইবেন মাত্র। (মিহির ও সুধাকর)

নিরপেক্ষ ভাবে এই কাব্যের সমালোচনা করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়—এই নব প্রবর্ত্তিত ভাষাই ভবিষ্যতে সর্ব্বত্র প্রচলিত হইবে। * * (সোলতান)

জগতের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ লেখকদের ন্যায়, এ লেখকও একটী অভিনব পথে চলিয়াছেন, তিনি সাধারণের ব্যবহৃত পুরাতন পন্থার অনুসরণ করেন নাই। গ্রন্থখানি তিনি সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীতে লিখিয়াছেন। * * (সময়)

হাসেম কাসেম এবং কোম্পানী।
৬৩ নং কলিঙ্গাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।